চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 198 Sunday, 18 June, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৯৮ সংখ্যা ❋ ২ আষাঢ়, ১৪৩০, রবিবার, ১৮ জুন, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

হাওড়া জেলার ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা পেল। পাশাপাশি আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতিও তৃণমূরে ক্ষমতায় আসল। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ওড়িশার বাহানাগা স্টেশনে করমন্ডল ট্রেন দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরের আলামপুর এলাকার এক যুবক। ...বিস্তারিত পাতা ৫

শুক্রবার রাত থেকে মণিপুরে ফের নতুন করে অশান্তি ছড়িয়েছে রাজ্য জুড়ে। দফায় দফায় সংঘর্ষ, আগুন লাগানো ও গুলি চালানোর খবর মিলেছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ময়দানে আবার শুরু হচ্ছে পি সেন ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ছ'বছর পরে টুর্নামেন্ট হবে কলকাতায়। অংশ নেবেন ভিনরাজ্যের একাধিক তারকা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করুন’

জোড়াফুলের টিকিট না পাওয়া নির্দলদের কড়া বার্তা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ সবে মাত্র শেষ হয়েছে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার কাজ। আর একমাসও বাকি নেই পঞ্চায়েত ভোটের। এরই মধ্যে কালীঘাটে পঞ্চায়েতের প্রস্তুতি নিয়ে বিশেষ বৈঠক তৃণমূলের। বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও হাজির ছিলেন তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময়ে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছিল ভাঙড়ে পরিস্থিতি। সূত্রের খবর ভাঙড়ের পরিস্থিতি উল্লেখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ভাঙড় পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসন আইনশৃঙ্খলার বিষয় দেখছে। কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হবে, সেটা নজরে রাখা হচ্ছে। আমি নিজে সব রিপোর্ট নিচ্ছি।’’ এর পাশাপাশি বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে বললেন, ‘‘মহিলা সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করো। বঙ্গ জননীকে আরও কাজে নামাও। শশী আর মালার সঙ্গে কথা বল। ওঁদেরকেও নামাও।’’ মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, ‘‘যাঁরা নির্দল হয়ে ভোটে লড়ছেন তাঁদের দলে ভবিষ্যতে ফেরানো হবে না। আপনারা ভাল করে জেনে রাখুন। কেউ যদি ভাবেন তাঁর সিদ্ধান্ত দল মেনে নেবে, সেটার কোন প্রশ্ন নেই। বৈঠকের শুরুতেই জানিয়ে দেওয়া হল নেতাদের।’’ বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মানুষকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে জানান তৃণমূল কংগ্রেস কী কী ভাবে সাহায্য করেছে। প্রচারে প্রতিটি জেলার উন্নয়নের কথা ও তালিকা ধরে রাখতে হবে। বামেদের সময় পঞ্চায়েত নিয়ে মানুষের যে ধারণা ছিল, তা তৃণমূল বদলে দিয়েছে এটা জানান। বিজেপি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ঠিক তার উল্টোটা করেছে এটা বোঝাতে হবে প্রচারে। আগামী ২২ তারিখ থেকে প্রতি অঞ্চল ধরে ধরে প্রচারে সিনিয়র নেতারা থাকবেন।’’ পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় বাহিনী মণিপুর সামলাতে পারছে না। ওরা হেল্পলেস হয়ে আছে ওখানে। কত কেন্দ্রীয় টিম সেখানে পরিদর্শন করেছে? ওড়িশায় কটা কেন্দ্রীয় দল গেছে? আর এখানে বলছে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাবে।’’ কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠক করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষরা। সেখানেই নির্দলদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের আবেদন জানানো হল।

এ বিষয়ে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘‘দলের টিকিট না পেয়ে যাঁরা যাঁরা নির্দল দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের আবেদন করছি মনোনয়ন প্রত্যাহার করুন। যাঁদের প্রার্থী করেছে দল, তাঁদের সমর্থন করুন। বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে।’’ এই আবেদনের পরও যাঁরা নির্দল হিসাবে মনোনয়ন প্রত্যাহার করবেন না তাঁদের আগামী দিনে আর দলে ফেরানো হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফে। পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টে আবেদনও করেছে। কিন্তু ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকুক বা না থাকুক তাতে তৃণমূলের কিছু আসে যায় না বলে দাবি কল্যাণের। তিনি বলেছেন, ‘‘কেন্দ্রীয় বাহিনী আসুক বা না আসুক তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু আসে যায় না। পঞ্চায়েত ভোটে অতীতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তার পরও কী হয়েছে সবাই জানে। মানুষ তৃণমূলের পাশে থাকে। মানুষ তৃণমূলের পাশে রয়েছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। আমরা মানুষের আশীর্বাদ চাইছি এবং মানুষ এই আশীর্বাদ দেবে বলেও আমরা আশাবাদী। কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার পরেও বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে, বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে আমরা দারুণ ফলাফল করেছি।’’ পঞ্চায়েত ভোট মিটে গেলে দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফে। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবি ছাড়াও একাধিক বিষয় নিয়ে দিল্লিতে ধর্নার কথা জানিয়েছেন কল্যাণ। তিনি বলেছেন, ‘‘১০ লক্ষ মানুষকে নিয়ে দিল্লিতে আন্দোলন করব।’’

নেতাজি থাকলে ভারত ভাগ হত না মত দোভালের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুনঃ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু থাকলে ভারত ভাগ হত না। মনে করেন দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। শনিবার দিল্লিতে অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বারস অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ অ্যাসেচেম আয়োজিত প্রথম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্মারক বক্তৃতায় দোভাল মহান এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনের নানা দিক তুলে ধরেন। তবে আশ্চর্যের হল দীর্ঘ বক্তৃতায় এই মহান বিপ্লবীর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে একটি কথাও বলেননি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। বিষয়টির রাজনৈতিক ও সামাজিক স্পর্শকাতরতার কথা ভেবেই সম্ভবত তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। সুভাষ চন্দ্র বসুর সাহসিকতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মহাত্মা গান্ধির মতো নেতাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনেছেন তিনি। উল্লেখ করেছেন কংগ্রেসের অন্দরের লড়াইয়ের পরিণতিতে সুভাষচন্দ্র বসুর দলত্যাগ এবং পৃথক দল তৈরির কথা। অজিত দোভাল সুভাষ বসুর চরিত্রের দিকগুলিকে স্রোতের বিরুদ্ধে যাত্রা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘আমি ভাল বা মন্দ বলছি না, তবে ভারতের এবং বিশ্বের ইতিহাসে স্রোতের বিরুদ্ধে হাঁটার খুব কম দৃষ্টান্ত আছে। সুভাষ বসুর সমান্তরালের বিপরীতে যাত্রা করার সাহস ছিল। সেই বিপরীত স্রোত সহজ নয়।’’ দোভাল আরও বলেছেন, ‘‘নেতাজি ছিলেন একাকী ব্যক্তি। জাপান ছাড়া তাঁকে

সমর্থন করার মতো কোন দেশ ছিল না।’ তাঁর কথায়, ‘‘সুভাষচন্দ্র বসু এই ধারণা পোষণ করতেন, আমি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, আমি স্বাধীনতা ভিক্ষা চাইব না। এটি আমার অধিকার এবং আমাকে এটি পেতে হবে।’’ তাঁর সংযোজন, ‘‘সুভাষচন্দ্র বসু থাকলে ভারত ভাগ হত না। জিন্নাহও বলেছিলেন। আমি কেবল একজন নেতাকে মেনে নিতে পারি এবং তা হল সুভাষচন্দ্র বোস।’’ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে জাতীয় নেতৃবৃন্দের একাংশ যখন ব্রিটিশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশভাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনে ব্যস্ত তখন সুভাষচন্দ্র বসু ভারতকে মুক্ত করার লড়াই চালাচ্ছেন নিজস্ব সেনাবাহিনী আইএনএ গঠন করে। সুভাষের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। দোভাল ভাষণে সেই প্রসঙ্গ না এনেও বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর লড়াইয়ের মানসিকতাকে শ্রদ্ধা করেন। যুদ্ধে জয়-পরাজয়কে নয়। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেন, ‘‘প্রায়ই আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে আমাদের জীবনে প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ, নাকি ফলাফল। কেউ সুভাষচন্দ্র বোসের মহান প্রচেষ্টা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে? গান্ধিও তাঁর প্রশংসা করেছেন। কিন্তু লোকেরা প্রায়শই ফলাফল দিয়ে অন্যকে বিচার করে।’’ তাহলে কি সুভাষ বসুর প্রচেষ্টা বৃথা ছিল, প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন দোভাল। তাঁর কথায়, ইতিহাস নেতাজির প্রতি নির্দয়। এই প্রসঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে পদক্ষেপগুলির প্রশংসা করেন দোভাল। প্রধানমন্ত্রী দিল্লিতে সুভাষচন্দ্র বসুর নতুন মূর্তি বসিয়েছেন কর্তব্যপথের অদূরে। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রস আইল্যান্ডের নামকরণ করেছেন সুভাষচন্দ্র বসুর নামে।

হিংসার ঘটনা দেখে আমি স্তম্ভিত, বললেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৭ জুনঃ রাজভবন সূত্রে শনিবার বিকেল ৩টে নাগাদ জানা গিয়েছিল যে, যাবতীয় কর্মসূচি বাতিল করে ক্যানিং যাচ্ছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই মতোই বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ ক্যানিং পৌঁছন তিনি। ক্যানিংয়ে পৌঁছেই সেচ দফতরের একটি ভবনে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। ওই বৈঠকে পুলিশ এবং প্রশাসনের আধিকারিকেরা ছিলেন। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, বৈঠকের পর বিডিও অফিসে যান রাজ্যপাল। যান বুধবার হিংসা ছড়িয়ে পড়া এলাকাগুলোতেও। বুধবার ক্যানিংয়ের যে সব এলাকা সব চেয়ে বেশি উত্তপ্ত হয়েছিল, সেগুলির একটি হল হাসপাতাল মোড়। রাজ্যপাল সেখানেও যান। রাজ্যপাল সেখানে যাওয়ার আগে বিরোধী দলগুলির প্রতিনিধিরা জড়ো হয়েছিলেন। রাজ্যপাল পৌঁছতেই তাঁরা এই মর্মে অভিযোগ জানান যে, বিডিও অফিস তৃণমূলের গুন্ডারা নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই বিরোধী দলগুলি মনোনয়ন পেশ করতে পারেননি। তাঁরা মনোনয়ন পেশের জন্য অতিরিক্ত সময় চান। রাজ্যপাল সকলের কথা শোনেন। পুলিশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং শান্তিপূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর রাজ্যপাল। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, যে ভাবে সন্ত্রাস আটকানো সম্ভব, তা তিনি করবেন। নিজেই কাল ভাঙড়ে গিয়ে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি দেখে এসেছেন।’’ বিজেপি সূত্রে খবর, রাজ্যের যে সব এলাকায় মনোনয়ন পেশে হিংসা হয়েছে বলে তাঁরা রাজ্যপালকে জানিয়েছেন, তার মধ্যে ছিল ক্যানিং-ও। সুকান্ত-সাক্ষাতের পরেই রাজ্যপালের ক্যানিং যাওয়ার সিদ্ধান্তকে ‘তৎপর্যপূর্ণ’ বলে মনে করা হচ্ছে। গত বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং। বাসন্তী হাইওয়েতে তৃণমূলের দু'পক্ষের মধ্যে বোমাবাজি এবং গুলি চলার অভিযোগ উঠেছে। তার জেরে সুনীল হালদার নামে এক তৃণমূল কর্মী গুলিবিদ্ধ হন বলে ক্যানিংয়ের জোড়াফুল শিবিরের একটি অংশের তরফে দাবি করা হয়। তবে পুলিশ জানায়, দু'জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন সংঘর্ষে। ক্যানিংয়ের এসডিপিও-সহ কয়েক জন পুলিশ কর্মীও ওই সংঘর্ষে জখম হন। এর প্রতিবাদে বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করা হয়। ক্যানিং তৃণমূলের একটি সূত্রে জানা যায়, এলাকার

করতে দেখা যায় তাঁকে। তারপর গাড়িতে উঠে পড়েন তিনি। তৃণমূল অবশ্য রাজ্যপালের এই হঠাৎ ‘সফর’ কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ রাজ্যপালকে ‘বিজেপির এজেন্ট’ বলে কটাক্ষ করেন। বাম, কংগ্রেস, বিজেপির মিথ্যা অভিযোগে রাজ্যপাল ‘ধুনো দিচ্ছেন’ বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে রাজ্যপালকে আক্রমণ করে বলেন, ‘‘রাজ্যপাল কি রাজনৈতিক এজেন্ট? শুভেন্দু অধিকারীর ভয়ে যাচ্ছেন। ট্রেন দুর্ঘটনায় যাঁরা মারা গিয়েছেন, উনি তাঁদের দেখতে যাননি কেন? তৃণমূলের কেউ মারা গেলে তো যান না।’’ রাজভবন সূত্রে খবর, শনিবারই তাঁর রাজ্যের বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করে ক্যানিংয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। শনিবার দুপুরে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন বিজেপি সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। পরে রাজভবনের বাইরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন বিজেপি সভাপতি। সেখানে তিনি বলেন, ‘‘পঞ্চায়েত নির্বাচন অবাধ ব্লক সভাপতি এবং স্থানীয় বিধায়কের গোষ্ঠীর মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া নিয়ে বিবাদের জেরে বুধবার ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। এই আবহে ক্যানিং শহরে সিপিএমের একটা অফিসেও হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। রাজ্যপাল এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, ‘‘আমি সবটা দেখতে পারিনি। যে সব এলাকায় হিংসার ঘটনা ঘটেছে তার দু-একটা পকেট ঘুরে দেখেছি। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। যাঁরা হিংসার ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেছি। আবার আক্রান্ত পুলিশ অফিসারদের সঙ্গেও কথা হয়েছে আমার। যা দেখেছি তাতে অমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। এ ধরনের গুণ্ডামি ও হিংসার ঘটনা কীভাবে ঘটে চলতে পারে।’’ রাজ্যপাল হিসাবে তাঁর ভূমিকার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিভি আনন্দ বোস বলেন, ‘‘আমি সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ। সংবিধান যাঁরা দেশকে দিয়েছেন তাঁদের প্রতিও দায়বদ্ধ। কোথাও মানুষ পীড়িত বা আক্রান্ত হলে আমাকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে। এটাই আমার সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা।’’

‘বড় মন চাই’, ‘পিডিএ’-র ভরসায় বিজেপি-কে হারানোর ফর্মুলা দিলেন অখিলেশ

লখনউ, ১৭ জুনঃ ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারানোর ফর্মুলা বললেন অখিলেশ যাদব। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সমাজবাদী পার্টির প্রধান বলেছেন, বিজেপিকে হারানোর জন্য তাঁর ফর্মুলা পিডিএ, অর্থাৎ পিছলে, দলিত এবং অল্পসংখ্যক (অনগ্রসর জাতি উপজাতি, দলিত এবং সংখ্যালঘু)। তাঁর দাবি পিডিএ-ই হারিয়ে দেবে এনডিএ-কে। উত্তর প্রদেশের ৮০ আসনে বিজেপিকে হারাতে পারলেই এনডিএ-কে পরাস্ত করা যাবে বলে দাবি করেছেন তিনি। এর জন্য, দেশের অন্যান্য বিরোধী দলগুলিকে উত্তর প্রদেশের সব আসনে সমাজবাদী পার্টিকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, বিরোধী দলগুলি যদি সমাজবাদী পার্টিকে ‘বড় মন’ নিয়ে সমর্থন জানায়, তবে, উত্তর প্রদেশের ৮০টি আসনেই বিজেপি পরাস্ত হবে। বিরোধী দলগুলির সমর্থন পাওয়া কোনও আকাশ-কুসুম কল্পনা নয় বলেও জানিয়েছেন তিনি। অখিলেশ জানিয়েছেন, অতীতে তিনি কংগ্রেস, বহুজন সমাজ পার্টি এবং অন্যান্য ছোট দলগুলির সঙ্গে জোট গড়েছেন। জয়ের আশা ছিল বলেই সেই জোট তৈরি করা হয়েছিল। সপা প্রধান বলেন, ‘‘গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বড় মন। আমাদের দল সবসময় যার পরিচয় দিয়েছে। যদি বড় জাতীয় দলগুলি আমাদের সমর্থন জানায়, তবে উত্তর প্রদেশের ৮০টি আসনেই বিজেপি পরাজিত হবে।’’ আসন্ন লোকসভা আসনে বৃহত্তর বিরোধী জোট গঠনের ক্ষেত্রে, অখিলেশ বলেছেন, ‘‘যে রাজ্যে যে দল শক্তিশালী এবং যাদের ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, সেই দলগুলিকে বাকিদের সমর্থন করা উচিত।’’ অন্যান্য বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে তিনি যে বৈঠকগুলি করেছেন, সবগুলির শেষেই এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। অখিলেশ আরও দাবি করেছেন, জোট গড়ার ক্ষেত্রে সমাজবাদী পার্টি বরাবর নমনীয় মনোভাব দেখায়। অতীতে রাজ্য ও জাতীয় নির্বাচনের সময়, সপা যখন কংগ্রেস এবং বসপার সঙ্গে জোট গড়েছিল, সেই সময় সমাজবাদী পার্টি সবসময় সৎ থেকেছে এবং জোটসঙ্গীদের উপযুক্ত জায়গা দিয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘যেখানে যেখানে সমাজবাদী পার্টি কোনও জোটে আছে, কোথাও শুনবেন না আমরা আসন ভাগাভাগি নিয়ে লড়াই করছি।’’ বিজেপির হুমকির প্রেক্ষিতে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী পার্টিকে সমর্থন করা অন্যান্য দলগুলির দায়িত্ব বলেও দাবি করেছেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলির জোট গড়া নিয়ে জোর চর্চা চলছে। নীতীশ কুমার এবং তেজস্বী যাদব, নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে সপা, আপ, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, এনসিপি, শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে)-র মতো দলের সঙ্গে জোট নিয়ে বৈঠক করেছেন। ২৩ জুন বিহারে সকল বিরোধী দল মিলে, জোটের বিষয়ে বৈঠক হওয়ার কথা। তার আগে অন্যান্য দলগুলির উদ্দেশ্যে বড় বার্তা দিলেন অখিলেশ যাদব।

স্ক্রুটিনির কাজে ব্যস্ত, রাজ্যপাল ডেকে পাঠালেও গেলেন না রাজীব!

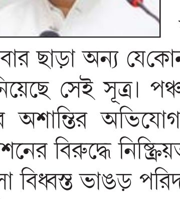

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ রাজ্যপালের তলবে শনিবার রাজভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারছেন না। জানিয়ে দিলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিন্‌হা। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, মনোনয়ন পত্রের স্ক্রুটিনি রয়েছে। তাই শনিবার তিনি যেতে পারছেন না। শনিবার ছাড়া অন্য যেকোনও দিন তলব করলে তিনি যেতে পারবেন বলে জানিয়েছে সেই সূত্র। পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে অশান্তির অভিযোগ ভাঙড়ে। রাজ্য পুলিশ এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। শুক্রবার সেই হিংসা বিধ্বস্ত ভাঙড় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানে দাঁড়িয়েই হিংসার বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেন তিনি। তার পরের দিন, শনিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীবকে তলব করেন তিনি। কমিশন সূত্রে খবর, পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে রাজভবনে তলব করা হয় রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে। যদিও রাজীবের তরফে জানানো হয়েছে, তিনি শনিবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারছেন না। তবে অন্য যে কোনও দিন তলব করা হলে তিনি যেতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ

সুপ্রিম কোর্টে গেল কমিশন-রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য সরকার এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকার এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন যে শীর্ষ আদালতে যেতে পারে, শুক্রবারই সেই আভাস মিলেছিল। সূত্রের খবর, শনিবার ছুটির দিন হওয়ায় ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে রাজ্য সরকার এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন। গত বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে গোটা রাজ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। নির্দেশ কার্যকর করার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিয়েছিল হাইকোর্ট। সেই অনুযায়ী শনিবার রাত ৮.১৭ মিনিটের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হত কমিশনকে। তা না হলে ওই সময়ের মধ্যে হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে পদক্ষেপ করতে হত। ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করে রেখেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং মালদহ দক্ষিণের কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী। ফলে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে গেলেও তাঁদের আইনজীবীর বক্তব্য না শুনে কোনও নির্দেশ দেবে না শীর্ষ আদালত। যদিও সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া নিয়ে এ দিন সকালেও হেঁয়ালি বজায় রাখেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনা রাজীব সিনহা। তিনি দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। সূত্রের খবর, শীর্ষ আদালতে করা আবেদনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, স্পর্শকাতর বুথের কোনও তালিকাই তারা তৈরি করেনি। তার আগেই রায় দিয়েছে হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারও মনে করছে, সর্বত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে ভোট করার খারাপ আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি রাজ্যে নেই। অন্যদিকে বাহিনী নিয়ে রাজ্যের আবেদনে সাড়া তিন রাজ্যের। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং তামিলনাড়ু পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যকে বাহিনী দিতে প্রস্তুত। তিন রাজ্যই এই মর্মে নিশ্চিত করেছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। তবে কত সংখ্যক বাহিনী আসবে এই তিন রাজ্য থেকে, তা এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত নয়। সূত্রের খবর, রাজ্যের তরফে মূলত ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে বেশি সংখ্যক বাহিনী চাওয়া হচ্ছে। বাহিনী কত সংখ্যক পাওয়া যাবে, তা নিয়ে তিন রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা চলছে তৎপরতার সঙ্গে। ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা থেকে বেশি সংখ্যক বাহিনী এলে তাঁরা সহজেই আসতে পারবেন। আসার পথে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হবেন না। সেক্ষেত্রে রাজ্যের খরচও কিছুটা কমবে। যদিও যত সংখ্যক বাহিনী রাজ্য চাইছে এই তিন রাজ্য থেকে, সেই সংখ্যক বাহিনী না দিতে পারলেও কত সংখ্যক বাহিনী তিন রাজ্য থেকে আসবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

বিয়ের পাঁচদিন পর শ্বশুরবাড়ি থেকে সোনা-লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে পালাল সদ্য বিবাহিত দুই বোন

ভোপাল, ১৭ জুনঃ খুড়তুতো দুই ভাইকে বিয়ে করেছিলেন দুই বোন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমেই তাঁদের আলাপ হয়েছিল। কিন্তু, বিয়ের পাঁচদিনের মধ্যেই দুই নববধূর আসল রূপ দেখা গেল। শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রচুর সোনার গয়না এবং আড়াই লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে বলে অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে। অভিযুক্ত দুই বোন সঞ্জনা এবং অঞ্জলি, উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরের বাসিন্দা। ৯ জুন, গোয়ালিয়রের থাটিপুর থানা এলাকার দর্পণ কলোনির বাসিন্দা ভারত গুপ্ত এবং তাঁর খুড়তুতো ভাই রোহিত গুপ্তর সঙ্গে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। দুদিন পরই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন ভরত ও সঞ্জনা এবং রোহিত ও অঞ্জলি। ভরত জানিয়েছেন, তাঁর পিসির ছেলে বান্টি গুপ্ত এবং জিতু ও লালু নামে তাঁর দুই বন্ধুর মাধ্যমে সঞ্জনা ও অঞ্জলির সঙ্গে তাঁদের আলাপ হয়েছিল। চেনাশোনার মধ্যে বিয়ে করে, এই অবস্থা হবে, তা ভরত ও রোহিত ভাবতেও পারেননি। ভরত গুপ্ত কাজ করেন মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টে। বিয়ের মাত্র পাঁচ দিন পর, গত বৃহস্পতিবার সকালে তিনি কাজের জন্য হাইকোর্টে চলে যান। এরপরই পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। ভরতের অভিযোগ, তিনি ও রোহিত যখন কাজের জন্য বাইর ছিলেন, সেই সময়ই সঞ্জনা এবং অঞ্জলি তাঁদের বাড়ি থেকে সোনা ও নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

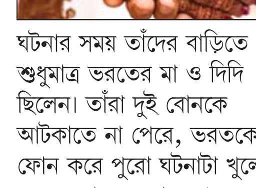

ঘটনার সময় তাঁদের বাড়িতে শুধুমাত্র ভরতের মা ও দিদি ছিলেন। তাঁরা দুই বোনকে আটকাতে না পেরে, ভরতকে ফোন করে পুরো ঘটনাটা খুলে বলেন। মায়ের ফোন পেয়ে অবিলম্বে ভরত তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন। ভরতের অভিযোগ, সঞ্জনা প্রথমে ফোন তোলেনি। একটু পরে সে ফোনটি বন্ধ করে দেয়। তারপর থেকে আর সঞ্জনা এবং অঞ্জলির কোনও খবর পাননি তাঁরা। তারা কোথায় গিয়েছে, কী করছে- কোনও খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরই, স্থানীয় থানায় গিয়ে দুই বোনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ভরত গুপ্ত। তিনি জানিয়েছেন, সঞ্জনা এবং অঞ্জলির শুধুমাত্র আধার কার্ডগুলি তাঁর কাছে আছে। আধার কার্জের তথ্য অনুযায়ী, যা উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার হরেনিয়া মহারাজগঞ্জের বরগাদোয়া এলাকার পারস খন্ড গ্রামের বাসিন্দা। ভরতের অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। সঞ্জনা ও অঞ্জলির খোঁজে উত্তর প্রদেশ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করছে মধ্য প্রদেশের পুলিশ। বান্টি গুপ্ত, জিতু এবং লালু-যাদের মাধ্যমে ভরত ও রোহিতের সঙ্গে তাদের আলাপ হয়েছিল, তাদেরকেও জেরা করা হচ্ছে। সঞ্জনা এবং অঞ্জলি এর আগেও বিয়ের ছলনায় এই রকমভাবে কাউকে ধোকা দিয়েছে কি না, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত করা হচ্ছে, এই দুই বোনের পিছনে কোনও চক্র আছে কিনা।

অমিত মালব্যর টুইটের বিরুদ্ধে সরব ফিরহাদ

কলকাতা, ১৭ জুন ঃ বিজেপির মুখপাত্র অমিত মালব্যর টুইটের বিরুদ্ধে সরব হলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ফিরহাদ বলেন, রাজনৈতিকভাবে না পেরে ব্যক্তিগত কুৎসা করে পায়ের নীচে মাটি পাওয়ার চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচি চলাকালীন ‘চোর’ স্লোগান দেওয়া হয় বলে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন বিজেপির মুখপাত্র অমিত মালব্য টুইটে। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, অভিষেক সেই চিৎকার শুনে গাড়ি থেকে নেমে এলে পালিয়ে যায় ওই স্লোগানদাতারা। অমিত মালব্য তাঁর টুইটে লেখেন, ‘ সুপার সিএমকে চোর বলে ডাকছে একজন (যদিও এটা প্রথমবার নয়)। এরপরই তিনি গাড়ি থেকে নেমে নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়ে ছুটে যান।’যা নিয়ে এদিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, যারা নিজেরা চোর হয়, তাদের সকলকেই চোর বলে মনে হয়। রাজনৈতিকভাবে লড়াই হোক না, ব্যক্তি কুৎসা কেন? টোন টিটকিরি কেন? আমার কাজের থেকে বেশি ভাল কাজ তুমি করো। মানুষ তোমাকে সমর্থন করবে। টোন টিটকিরি করে কী লাভ? আমার একটা জায়গায় সংগঠন আছে, ১০-২০টা ছেলে আছে। কাউকে অপমান করতে পারি, চোর বলতে পারি। যখন তোমার নেতারা আমার এলাকায় আসবে, আমার তো সর্বত্র সংগঠন, তাহলে তো বেরোতে পারবে না রাস্তায়।একইসঙ্গে অভিষেকের গাড়ি থেকে নেমে এসে প্রতিবাদের পক্ষেও ফিরহাদ বলেন, অন্যায় সবসময় মেনে নেওয়া যায় না। আজও তো কোনও কেস বিচার বিভাগ শাস্তি দেয়নি। শুধু কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে বদনাম করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কেন চোর হতে যাব আমরা? মানুষের কাজ করতে এলে চোর বলবে? আমার স্ত্রী, আমার বাচ্চাদের অপমান করা হবে? কীসের চোর আমরা? যে চোর আইন শাস্তি দেবে। আগে থেকে বলার অধিকার কে দিয়েছে?

ভারী বৃষ্টিতে বিভিন্ন রাস্তায় ধস

গ্যাংটক, ১৭ জুন ঃ ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে উত্তর সিকিমে আটকে পড়লেন বহু পর্যটক। গত বৃহস্পতিবার থেকে উত্তর সিকিমে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভারী বর্ষণের কারণে ফুঁসছে বিভিন্ন নদী। উত্তর সিকিমের মনগন থেকে চুংথাং পর্যন্ত রাস্তায় যান চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। মনগন জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, ধসের কারণে বেশ কয়েকটি রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ছাঙ্গু লেক, নাথুলা, বাবা মন্দিরের মতো জনপ্রিয় পর্যটনস্থলগুলি যাওয়ার সংযোগকারী রাস্তায় জওহরলাল নেহরু মর্গের কাছেও ধস নেমেছে।সরকারি মতে, রাস্তায় ধসের কারণে দেশের ১৯৭৫ জন পর্যটক, ৩৬ জন বিদেশি পর্যটক লাচেন এবং লাচুং এলাকায় হোটেলে আটকে পড়েছেন। বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে রয়েছেন ২৩ জন বাংলাদেশি, ১০ জন আমেরিকান এবং ৩ জন সিঙ্গাপুরের নাগরিক।

মেসিদের চীন সফরকে ঘিরে প্রতারণার ফাঁদ! সতর্কও করেছে পুলিশ

বেজিং, ১৭ জুন ঃ ফুটবলভক্তদের চোখে মেসি মানেই মন ভরানো স্বর্গীয় ফুটবল। আর্জেন্টিনার এই অধিনায়কের জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে অর্থ আয় করতে চান অনেকেই। শোনা যাচ্ছে, প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার কথাও! অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলতে আর্জেন্টিনা জাতীয় দল এখন চীনে। গত বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন বেইজিংয়ের ওয়ার্কার্স স্টেডিয়াম ম্যাচটি হবে। আর সেই ম্যাচ সামনে রেখে মেসিদের নাম ব্যবহার করে প্রতারণার ফাঁদ পেতেছে একটি চক্র। এই প্রতারণার ফাঁদে পা না দিতে জনগণকে সতর্কও করেছে চীন পুলিশ।শনিবার (১০ জুন) চীনে পা রেখেছে আর্জেন্টিনা জাতীয় দল। বেইজিংয়ে পৌঁছার পরই তাঁর খ্যাতি কাজে লাগিয়ে অসাধু চক্র টাকাপয়সা কামিয়ে নিতে তপরতা শুরু করেছে। সেই চক্র বিজ্ঞাপন দিয়েছে, ৪২ হজার মার্কিন ডলার ,চীনের মুদ্রায় তিন লাখ ইউয়ান, বিনিময়ে ভক্তরা মেসির সঙ্গে বসে পানাহার করতে পারবেন। যে বিজ্ঞাপন প্রচারের পর সাড়া পড়েছে দেশজুড়ে।বিজ্ঞাপনের কথা জানার পরই অবশ্য ব্যবস্থা নিয়েছে চীন পুলিশ। জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে তাঁরা বলছে, এ ধরনের বিজ্ঞাপন পুরোপুরি প্রতারণা। মেসি-উন্মাদনাকে ব্যবহার করে অসাধু এক চক্রের টাকাপয়সা হাতিয়ে নেয়ার ফাঁদ।

এবারের মন-কি-বাত ১৮ জুন, ১০২-তম পর্বে দেশবাসীর সঙ্গে মনের কথা ভাগ করে নেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী রবিবার (১৮ জুন) মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের মনের কথা ভাগ করে নেবেন। এটি হবে মাসিক এই বেতার অনুষ্ঠানের ১০২-তম পর্ব, এবারের মন-কি-বাত অনুষ্ঠান হবে ১৮ জুন। রবিবার বেলা ১১-টায় প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে জনগণের সঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন।মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১০২-তম পর্ব ১৮ জুন (রবিবার) শোনা যাবে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের প্রায় সবকটি প্রচার তরঙ্গে বেলা ১১-টা থেকে। এছাড়াও পিএমও, এআইআর, নিউজ, ডিডি নিউজ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ইউটিউব চ্যানেলেও অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা শোনার জন্য দেশবাসীও যথেষ্ট উদগ্রীব থাকেন। এবার প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন, তা জানার অপেক্ষায় গোটা দেশ।

তামিলনাড়ুর বিজেপির রাজ্য সম্পাদক এস জি সূর্য গ্রেফতার, স্ট্যালিন সরকারকে তোপ আন্নামালাইয়ের

চেন্নাই, ১৭ জুন ঃ তামিলনাড়ুর বিজেপির রাজ্য সম্পাদক এস জি সূর্যকে গ্রেফতার করল মাদুরাই জেলা সাইবার ক্রাইম পুলিশ। শুক্রবার রাতে চেন্নাই থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এস জি সূর্যকে। পুলিশ জানিয়েছে, মাদুরাইয়ের সাংসদ সু ভেঙ্কটেসনকে নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিক টুইটের কারণে এস জি সূর্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগে টুইট করে মাদুরাইয়ের সাংসদকে তিরস্কার করেছিলেন সূর্য। নর্দমা পরিষ্কার করার জন্য একজন স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যুর পরেও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন সূর্য।এদিকে, দলের রাজ্য সম্পাদক এস জি সূর্যের গ্রেফতারির পরিপ্রেক্ষিতে এম কে স্ট্যালিন সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন তামিলনা।ু বিজেপির সভাপতি কে আন্নামালাই। তিনি টুইট করে লিখেছেন, বিজেপির রাজ্য সম্পাদক এস জি সূর্যের গ্রেফতারি অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাঁর একমাত্র ভুল ছিল ডিএমকে-র বন্ধু, কমিউনিস্টদের কদর্য দ্বিগুণ চরিত্রকে প্রকাশ করা,... এই গ্রেফতারি আমাদের থামাতে পারবে না এবং আমরা অস্বস্তিকর সত্যের বাহক হতে থাকব।

মধ্যপ্রদেশের মোরেনায় ডাম্পার ও বাসের সংঘর্ষে মৃত ৩, আহত কমপক্ষে ১০ জন

মোরেনা, ১৭ জুন ঃ মধ্যপ্রদেশের মোরেনা জেলায় যাত্রীবোঝাই বাস ও ডাম্পারের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৩ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। মোরেনা জেলার দেবপুরী এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সুপার (মোরেনা) শৈলেন্দ্র সিং চৌহান বলেছেন, গোয়ালিয়র থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে একটি ডাম্পার এবং একটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৭ জন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার ভোররাত দু'টো নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। গোয়ালিয়র থেকে দিল্লিগামী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারে ধাক্কা মারে। দেবপুরী বাবা মন্দিরের কাছে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বাসের যাত্রীরা মজুরির জন্য টিকমগড় ছতরপুর থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন। মোরেনার পুলিশ সুপার বলেন, আহতদের জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে, পাশাপাশি আহত ও মৃতদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যতটুকু আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে শীঘ্রই তা দেওয়া হবে। আহতরা জানান, চালক ঘুমিয়ে পড়ায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় বাস চালকেরও মৃত্যু হলেও পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

উচ্ছেদের নোটিশকে ঘিরে জুনাগড়ে পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধ পুড়ল বাইক, রয়েছে চাপা উত্তেজনা

জুনাগড়, ১৭ জুন ঃউচ্ছেদের নোটিশকে ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠল গুজরাটের জুনাগড়। শুক্রবার রাতে পুলিশ ও বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু হয়। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মোটরবাইক, পাথর-হামলায় বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। শনিবার সকালেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। জুনাগড়ের মাজেওয়াড়ি গেটের কাছে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী। একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।উচ্ছেদের নোটিশকে ঘিরে শুক্রবার রাতে গুজরাটের জুনাগড় জেলায একটি বড় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। একজন নিহত হয়েছেন, কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। নাগরিক সংস্থার আধিকারিকদের একটি টিম দরগা ভেঙে ফেলার নোটিশ প্রদান করেছিল। নোটিশে বলা হয, অবৈধ দখল ভেঙে ফেলা হবে। এই নোটিশের পর থেকেই পরিস্থিতি বেগতিক হয়ে ওঠে। শুক্রবার রাতে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোড়া হয়।জুনাগড়ের এসপি রবি তেজ ভাসমসেট্টি জানিয়েছেন, মাজেওয়াড়ি গেটের কাছে একটি মসজিদকে ৫ দিনের মধ্যে নথি উপস্থাপনের জন্য নোটিশ দিয়েছিল জুনাগড় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। গতকাল সেখানে প্রায় ৫০০-৬০০ লোক জড়ো হয়েছিল। পুলিশ তাদের বুঝিয়ে রাস্তা অবরোধ না করার জন্য আহ্বান জানায়। রাত ১০.১৫ মিনিট নাগাদ পাথর ছোড়া হয় এবং লোকজন পুলিশকে আক্রমণ করতে আসে। ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনায় পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। ১৭৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাথর ছোড়ার কারণে প্রাথমিকভাবে একজন বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে, তবে পোস্টমর্টেম রিপোর্টের পর তা পরিষ্কার হবে।

রাতের তাপমাত্রা চাল জম্মু ও কাশ্মীরে, আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকার পূর্বাভাস

শ্রীনগর, ১৭ জুনঃ আগামী ২৪ ঘন্টা জম্মু ও কাশ্মীরে মূলত শুষ্ক আবহাওযার পূর্বাভাসের কথা জানাল আবহাওয়া দফতর। শনিবার সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে রাতের তাপমাত্রা। আপাতত জম্মু ও কাশ্মীরে ভারী বৃষ্টির তেমন কোনও পূর্বাভাস নেই। ২৪ ঘন্টার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, তারপরে ২৩ জুন থেকে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে।শনিবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামের তাপমাত্রা ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, গুলমার্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জম্মুতে ২৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও লাদাখের লেহ-তে ৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও কার্গিলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামস, কর্তব্য পথ-এর পকেট ম্যাপ এবং মিউজিয়াম কার্ডের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি,১৭জুনঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম এক্সপো, ২০২৩-এর উদ্বোধন করেছেন। তিনি নর্থ এবং সাউথ ব্লকের নির্মীয়মান জাতীয় সংগ্রহালয়ের ভার্চ্যুয়াল ওয়াক-থ্রু-রও উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষে টেকনো মেলা, কনজারভেশন ল্যাব এবং প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। ৪৭তম আন্তর্জাতিক সংগ্রহালয় দিবস উদযাপনে ‘ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’-এর অঙ্গ হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম এক্সপো-র আয়োজন করা হয়েছে। এ বছরের থিম - ‘ সাসটেনেবিলিটি অ্যান্ড ওয়েলবিইং’।সমাবেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সংগ্রহালয় দিবস উপলক্ষে সকলকে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন ভারত স্বাধীনতার ৭৫ বছরে অমৃত মহোসব পালন করছে, তখন ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম এক্সপো-তে প্রযুক্তির ব্যবহারে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় জীবন্ত হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, যখন আমরা মিউজিয়ামে প্রবেশ করি তখন অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ তৈরি হয় এবং মিউজিয়াম আমাদের সামনে তথ্য ও সাক্ষ্য-নির্ভর বাস্তবকে তুলে ধরে, অতীত থেকে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং ভবিষ্যতের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগায়। তিনি বলেন যে এবারের থিম - ‘ অ্যান্ড ওয়েলবিইং’ আজকের বিশ্বের অগ্রাধিকারকে তুলে ধরছে এবং এই অনুষ্ঠানকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলছে। শ্রী মোদী আশা প্রকাশ করে বলেন যে আজকের প্রয়াসে তরুণ প্রজন্ম আরও ভালোভাবে ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে।প্রধানমন্ত্রী আজকের অনুষ্ঠানস্থলে আসার আগে মিউজিয়াম পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করেন এবং দর্শকদের মনে বড় ছাপ ফেলতে যে পরিকল্পনা এবং কার্যকরী প্রয়াস নেওয়া হয়েছে তার প্রশংসা করেন। শ্রী মোদী বলেন, তাঁর বিশ্বাস যে আজকের এই অনুষ্ঠান ভারতের মিউজিয়ামগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ।দাসত্বকালে দেশের শত শত বছরের অনেক ঐতিহ্যই নষ্ট হয়ে গেছে যখন প্রাচীন পুঁথি এবং গ্রন্থাগার পু।ায়ে দেওয়া হয়েছে - একথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা শুধুমাত্র ভারতের ক্ষতি নয়, এতে সমগ্র বিশ্বই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি খেদ প্রকাশ করে বলেন, স্বাধীনতার পরে উপযুক্ত প্রয়াসের অভাবে দেশের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য রক্ষা করা যায়নি এবং পুনরুদ্ধারও করা যায়নি। বিশেষ করে, নাগরিকদের মধ্যে এই সম্পর্কে সচেতনতার অভাব একটি ব। কারণ হয়ে উঠেছে। ‘ আজাদি কা অমৃতকাল’-এ দেশ যে পাঁচটি সঙ্কল্প - ‘ নিয়েছে সে কথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নিজ ঐতিহ্যের জন্য গর্বের ওপর জোর দেন এবং বলেন, দেশে নতুন সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। শ্রী মোদী বলেন, এই প্রয়াসে যে কেউ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের পাশাপাশি দেশের হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্য খুঁজে পাবেন। তিনি জানান, সরকার প্রতিটি রাজ্যের এবং সমাজের সকল শ্রেণীর ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় এবং গ্রামীণ সংগ্রহালয়গুলির সংরক্ষণে বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এও বলেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী সমাজের অবদানকে মনে রাখতে দশটি বিশেষ সংগ্রহালয় তৈরি করা হচ্ছে যা সারা বিশ্বে আদিবাসী বৈচিত্র্যকে তুলে ধরতে একটি অভিনব উদ্যোগ। দেশের ঐতিহ্য রক্ষার উদাহরণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ‘ পথ’-এর উল্লেখ করে বলেন, যেখানে মহাত্মা গান্ধী লবণ সত্যাগ্রহের সময় পদযাত্রা করেছিলেন এবং যেখানে লবণ আইন ভঙ্গ করেছিলেন, সেখানে স্মারক গ।ে তোলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, দিল্লির ৫ আলিপুর রোডে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ স্থলকে জাতীয় স্মারক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে এবং মউ, যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, লন্ডন, যেখানে তিনি থাকতেন, নাগপুর, যেখানে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল এবং মুম্বাইয়ের চৈত্য ভূমি, যেখানে তাঁর সমাধি আছে - সেগুলিকে ‘ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি সর্দার প্যাটেলের স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ-এর সংগ্রহালয়, গুজরাটে গুরু গোবিন্দজির স্মারক, বারাণসীর মন মহল মিউজিয়াম এবং গোয়ার খ্রিস্টিয় শিল্প সংগ্রহালয়ের উদাহরণ দেন। তিনি দিল্লিতে দেশের সকল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কাজ এবং অবদানকে স্মরণ করে গড়ে তোলা ‘ সংগ্রহালয়’-এরও উল্লেখ করেন এবং অতিথিদের অন্তত একবার ঐ সংগ্রহালয় ঘুরে দেখার অনুরোধ জানান।প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন কোনও দেশ তার ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে শুরু করে তখন অন্য দেশের সঙ্গেও নৈকট্য গড়ে ওঠে। তিনি ভগবান বুদ্ধের পবিত্র স্মারকের উদাহরণ দেন যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সংরক্ষিত হয়েছে এবং বর্তমানে যা সারা বিশ্বের ভগবান বুদ্ধের অনুগামীদের ঐক্যবদ্ধ করছে। তিনি গত বুদ্ধ পূর্ণিমায় মঙ্গোলিয়াতে চারটি পবিত্র স্মারক পাঠানো এবং শ্রীলঙ্কা থেকে কুশিনগরে পবিত্র স্মারক আনার উল্লেখ করেন। শ্রী মোদী বলেন, একইরকমভাবে গোয়ার সেন্ট কেটেভ্যান-এর স্মারক ভারতে সুরক্ষিত। তিনি জানান যে যখন জর্জিয়ায় ঐ স্মারক পাঠানো হয় তখন সেখানে উৎসাহ ছিল দেখার মতো। তিনি বলেন, আমাদের ঐতিহ্য বিশ্ব ঐক্যের বার্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দেন যে আগামী প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষণে সংগ্রহালয়গুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। তাঁর আরও পরামর্শ যে সংগ্রহালয়গুলিতে পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া নানা দুর্যোগের চিহ্ন সংরক্ষণ করা উচিত এবং পৃথিবীর বদলে যাওয়া বৈশিষ্ট্যকে সেখানে তুলে ধরা উচিত।এক্সপো-য় খাদ্য বিষয়ক প্রদর্শনীর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রচেষ্টায় আয়ুর্বেদ এবং শ্রী অন্ন মিলেটের বর্ধিত জনপ্রিয়তার কথা বলেন। তাঁর পরামর্শ, নতুন সংগ্রহালয়গুলি শ্রী অন্ন এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের কথাও তুলে ধরতে পারে।প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এগুলি সবই সম্ভব যখন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সংরক্ষণ কোনও একটি দেশের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে। কিভাবে তা সম্ভব তাও বিস্তারিত বলেন তিনি। তাঁর পরামর্শ, প্রত্যেকটি পরিবারই তার নিজের পরিবারের জন্য একটি পারিবারিক সংগ্রহালয় গড়ে তুলতে পারে। তিনি বলেন, আজ যা খুবই সাধারণ বিষয় তা ভবিষ্য প্রজন্মের কাছে খুবই আবেগের জিনিস হয়ে উঠতে পারে। তিনি বিদ্যালয়গুলি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব সংগ্রহালয় গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। তিনি শহরগুলিকেও নিজস্ব সংগ্রহালয় তৈরি করতে বলেন।তিনি বলেন সংগ্রহালয় এখন যুব সমাজের কাছে কর্মসংস্থানের উপায় হয়ে দাঁ।াচ্ছে। তিনি বলেন, যুব সমাজকে শুধুমাত্র সংগ্রহালয় কর্মী হিসেবে দেখলে চলবে না, ইতিহাস এবং স্থাপত্যের বিষয়গুলির সঙ্গে যুব সমাজ বিশ্ব সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। তিনি বলেন, এইসব যুবক-যুবতী দেশের ঐতিহ্যকে বিদেশের কাছে তুলে ধরতে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন এবং অতীত সম্বন্ধে শিক্ষা নিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী চোরাচালান এবং শিল্পকলা পাচারের উল্লেখ করে বলেন, ভারতের মতো প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলি কয়েকশ’ বছর ধরে এই সমস্যার মুখোমুখি। তিনি বলেন, এ দেশ থেকে অনেক শিল্পদ্রব্যই অনৈতিকভাবে স্বাধীনতার আগে ও পরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য প্রত্যেককে একসঙ্গে মিলে কাজ করতে বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, বিশ্বে ভারতের সুনাম বৃদ্ধি পেতেই অনেক দেশই ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফেরত দিতে শুরু করেছে। বেনারস থেকে চুরি যাওয়া মা অন্নপূর্ণার মূর্তি, গুজরাট থেকে চুরি যাওয়া মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি, চোল সাম্রাজ্যের সময়ে নির্মিত নটরাজ মূর্তি এবং গুরু হরগোবিন্দ সিং-জির নাম লেখা তরবারির উদাহরণ দেন তিনি। শ্রী মোদী জানান, গত ৯ বছরে প্রায় ২৪০টি প্রাচীন শিল্পবস্তু উদ্ধার করে দেশে ফেরানো গেছে যেখানে স্বাধীনতার পরের কয়েক দশকে ২০টিরও কম শিল্পবস্তু ফেরত পাওয়া গিয়েছিল। তিনি আরও জানান, গত ৯ বছরে ভারত থেকে শিল্পকলা পাচারের ঘটনাও কমে গেছে। শ্রী মোদী সারা বিশ্বের শিল্প রসিকদের, বিশেষ করে যাঁরা সংগ্রহালয়ের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের এই ব্যাপারে সহযোগিতা গড়ে তোলার আবেদন জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোনও দেশের কোনও সংগ্রহালয়ে এমন কোনও শিল্পসামগ্রী থাকা উচিত নয় যা কোনও না কোনও অনৈতিক উপায়ে সংগৃহীত হয়েছে। আমাদের সব সংগ্রহালয়ের জন্য একটি নৈতিক দায়বদ্ধতা গড়ে তুলতে হবে। সবশেষে তিনি বলেন, আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করব এবং একটি নতুন পরম্পরার সৃষ্টি করব।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এবং শ্রীমতী মীনাক্ষী লেখি এবং আবু ধাবি লুভর-এর অধিকর্তা শ্রী ম্যানুয়েল রাবাতো।

প্রযুক্তি যুদ্ধ-সহ সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত বায়ুসেনাঃরাষ্ট্রপতি

ডুন্ডিগাল (তেলেঙ্গানা), ১৭ জুন ঃ ভারতীয় বায়ুসেনা সর্বদা প্রস্তুত থাকার পদক্ষেপ নিচ্ছে, বিশেষ করে প্রযুক্তি যুদ্ধের লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ-সহ সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে সামনে রেখে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত বায়ুসেনা। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার সকালে তেলেঙ্গানার ডুন্ডিগালে বায়ুসেনা একাডেমিতে একটি যৌথ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন রাষ্ট্রপতি। সেখানে বাহিনীর আধিকারিক ও বায়ুসেনা একাডেমিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বন্ধু দেশগুলির ক্যাডেটদের উইংগস অ্যান্ড ব্রেভেট সম্মান তুলে দেন। বায়ুসেনার পক্ষ থেকে একটি এয়ারোবেটিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।রাষ্ট্রপতি এদিন নিজের বক্তৃতায় বলেছেন, সশস্ত্র বাহিনীকে প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রাখতে হবে। আমি এটা জেনে আনন্দিত যে আমাদের বায়ুসেনা বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত থাকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন, আত্মনির্ভর ভারত’-এর জাতীয় এজেন্ডা বাস্তবাযনের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের স্বদেশীকরণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে জেনেও আমি খুশি। রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও বলেছেন, আমি আনন্দিত যে ভারতীয় বায়ুসেনা এখন সমস্ত ভূমিকা এবং শাখায় মহিলা অফিসারদের নিয়োগ করছে। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে, আমি অসমের তেজপুর এয়ার ফোর্স স্টেশনে একটি সুখোই ৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমানে উড়েছিলাম। এয়ার ফোর্স স্টেশনে ফিরে আসার আগে, আমি প্রায় ৩০ মিনিটের জন্য উড়ে গিয়েছিলাম ব্রহ্মপুত্র এবং তেজপুর উপত্যকাকে হিমালযের একটি দুর্দান্ত দৃশ্য সহ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার উচ্চতায় ৮০০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিতে উড়ে যাওয়া সত্যিই একটি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা ছিল।

ফের স্বাস্থ্যের অবনতি, বুকের ব্যথায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি নেপালের রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেল

কাঠমান্ডু, ১৭ জুন ঃফের অসুস্থ হয়ে প।লেন নেপালের রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেল। শনিবার ভোররাতে তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন, সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি তাঁকে ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং হাসপাতালের মনমোহন কার্ডিওথোরাসিক ভাস্কুলার অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। নেপালের রাষ্ট্রপতির প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি চিরঞ্জীবী অধিকারী জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে।নেপালের রাষ্ট্রপতির প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি চিরঞ্জীবী অধিকারী শনিবার সকালে জানিয়েছেন, শনিবার ভোররাতে বুকে ব্যথা অনুভব করেন রাষ্ট্রপতি। এরপর ভোররাত দু'টো নাগাদ তাঁকে মহারাজগঞ্জের মেডিকেল ইনস্টিটিউট, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং হাসপাতালের মনমোহন কার্ডিওথোরাসিক ভাস্কুলার অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দিল্লিতে যোগাভ্যাস করলেন মীনাক্ষী লেখি, বললেন যোগের বার্তা সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠা

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন ঃআন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রাক্কালে শনিবার রাজধানী দিল্লিতে যোগাভ্যাস করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি। শনিবার সকালে দিল্লির লোটাস মন্দিরের সামনে যোগাভ্যাসে অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি, যোগ মহোসবে অংশ নেন বহু মানুষ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন সকলের সামনে যোগাভ্যাসের গুরুত্ব তুলে ধরেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখির কথায়, যোগের বার্তা সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠা এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির বার্তা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হওয়া। গোটা দেশজুড়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। এদিন সকালেই শ্রীনগরে যোগাভ্যাস করেন সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-র জওয়ানরা। উত্তরাখণ্ডের লোহাঘাটে যোগাভ্যাস করেন আইটিবিপি-র ৩৬ নম্বর ব্যাটেলিয়নের হিমবীর-রা।

কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৮ সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও নিম্নমুখী, ফের মৃত্যু-শূন্য

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ওঠানামা করছে, ফের ১০০-র গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১০৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৯৮৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। এযাব মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৯৩ জনের।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫৯,৫১৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ।

দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত ঘূর্ণিঝড় বৃষ্টি হয়েই চলছে গুজরাটে, বিপর্যয়-এর প্রভাবে বর্ষণ রাজস্থানেও

আহমেদাবাদ ও জয়পুর, ১৭ জুন ঃ দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়', আগামী ১২ ঘঃটার মধ্যে আরও শক্তিক্ষয় হবে 'বিপর্যয়'-এর। তবে, 'বিপর্যয়'-এর প্রভাবে এখনও বৃষ্টি হয়েই চলেছে গুজরাটের বিভিন্ন জেলায়। গুজরাটের কচ্ছ, দ্বারকা, মান্ডবি প্রভৃতি জেলায় বৃষ্টি হয়েছে শনিবারও। গুজরাটের মান্ডবিতে বিপর্যয়-এর প্রভাবে বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে, ভেঙে প।ছে বহু গাছ। মান্ডবির বিভিন্ন এলাকা এখন জলের তলায়।এদিকে, ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সরস্বতী নদীর জল উপচে পড়েছে এবং বনসকান্ঠার শক্তিপীঠ আম্বাজির কাছে কোটেশ্বর মহাদেব মন্দিরের আশেপাশের এলাকা প্লাবিত। বৃষ্টি এখনও থামেনি, ফলে চিন্তা বাড়ছে প্রশাসনের। এদিকে, ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়'-এর প্রভাবের সাক্ষী হল রাজস্থানের উদযপুর সেখানেও শনিবার বৃষ্টি হয়েছে। উদয়পুরে দ্বিতীয় তলা থেকে কাঁচ পড়ে যায় এবং একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজস্থানের পালি, যোধপুর, বাড়মের ও জালোরে এদিনও বৃষ্টিপাত চলছে। শনিবার সকালে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় ১৬ জুন রাত ১১.৩০ মিনিট নাগাদ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হযেছে, পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে আরও দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৮জুন রবিবার, ২ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৮জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৮.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৩শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শনিবার । জোয়ার- সকাল ৮ টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৬মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে পরিবর্তনহতেপারে

রাশিফল

মেষরাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি ।

বৃষভ রাশিঃসীমাহীন শক্তি ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। বিবাহের যোগ হবে।

মিথুন রাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত নেতিবাচক অনুভূতিগুলি ছাড়তে প্রস্তুত করে।

কর্কট রাশিঃসংসারে শান্তি। বিদেশ যাত্রা শুভ। অর্থ ব্যয়।

সিংহ রাশিঃকোন সাধুসন্তের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত।

কন্যা রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে হবে

তুলা রাশিঃআপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন। অর্থ সঞ্চয়।

বৃশ্চিক রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা দিন ধরে আপনার শক্তির স্তর বজায় রাখবেন। অর্থ ব্যয়।

ধনু রাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন।

মকর রাশিঃবিদেশ যাত্রা শুভ। দিনের শেষে সুযোগ আসতে।।

কুম্ভ রাশিঃআপনার কাঁধে অনেক কিছু নির্ভর করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার জন্য মনের স্বচ্ছতা গুরুত্বপূর্ণ হবে।।

মীন রাশিঃআপনার কাঁধে অনেক কিছু নির্ভর করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার জন্য মনের স্বচ্ছতা গুরুত্বপূর্ণ হবে। আর্থিক সঞ্চয় হতে পারে আজ। ইতিবাচক সাড়া দেবেআজকে

১৬ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, ১৭ জুন ঃ রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে বিনা মূল্যে রোগ নির্ণয় পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার ১৬ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করেছে। ওই টাকায় সিটি স্ক্যান, ডিজিটাল রেডিয়োগ্রাফি, এমআরআই এবং পেট সিটি স্ক্যানার যন্ত্র কেনা হবে। এজন্য জন্যে মোট ১৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। এ ছাড়াও ফেয়ার প্রাইস ডায়ালিসিস সেন্টারের জন্যে আরও ৬৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যের প্রথমসারির মোট ৯টি হাসপাতালকে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে বিসি রায় শিশু হাসপাতাল, এসএসকেএম, বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সেস, রামরিকদাস হরলালকা হাসপাতাল, কলকাতা পুলিশ হাসপাতাল, রফি আহমেদ ডেঃ টাল মেডিক্যাল কলেজ, পুরুলিয়া ও জলপাইগুড়ি হাসপাতাল। ফেয়ার প্রাইস ডায়ালিসিস সেন্টার চালানোর জন্যে টাকা পাচ্ছে এসএসকেএম, মালদা মেডিক্যাল কলেজ, ডক্টর বিএন বোস হাসপাতাল, কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড জেএনএম হাসপাতাল এবং দুর্গাপুর ও কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল।

হাওড়ায় স্বাস্থ্য শিবিরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন চন্দ্রিমা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ জুন ঃ হাওড়ায় স্বাস্থ্য শিবিরে চন্দ্রিমা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উত্তর দিলেন বিভিন্ন প্রশ্নের।সমাজসেবী সংস্থা 'একান্নবর্তী'র আয়োজনে শনিবার সকালে হাওড়ার শরৎ সদনের বেসমেন্টট হলে এক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ রায় প্রমুখ। দলের তরফে লগন দেও সিং, রেখা রাউত সহ অন্যান্যরা এদিন উপস্থিত ছিলেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট করানোর নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। জানা গেছে, হাইকোর্টের এই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করে শনিবারই সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এনিয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টে যেতেই পারে। সেটা তাদের বিষয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বের শেষদিন পর্যন্ত কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি বলে বৃহস্পতিবার রাতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়। তাদের দাবি ছিল রাজ্য পুলিশ মৃত্যুর বিষয়ে কোনও রিপোর্ট জমা করেনি। এই বিষয়ে এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, নির্বাচন কমিশন নিয়ে আমার বলার কোনও ব্যাপার নেই। আবার রাজ্য সরকার যা বলেছে তার উপরেও আমার বলার কোনও ব্যাপার নেই। তবে এটাও বলতে চাই, যতজন মারা গিয়েছিলেন সিপিএমের আমলে তার তথ্য কি সংবাদমাধ্যম দিচ্ছে ? সুতরাং ওসব বলে লাভ নেই। আমাদেরও অনেক কর্মীর অনেক আঘাত লেগেছে। অন্য প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও বলেন, বিরোধীরা তো অনেকবার পাক খেল আদালতে। যদি জোর করেই এখানে ভোট করানো হতো, তাহলে তো আদালত নির্বাচন প্রক্রিয়াই বাতিল করে দিত। তা তো করেনি। সময়সীমা অবধি বাড়ায়নি। তাহলে আবার কি।

নবরূপে সাহিত্যের ছুটি ছুটি পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ জুন ঃ বাউড়িয়ার চকওলি গ্রামে রয়্যাল ইনিস্টিটিউশনে ৫ জুন নবরূপে সাহিত্যের ছুটি ছুটি পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন ডাঃ নূরুল হুদা সিপাই। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি ব্রত চক্রবর্তী, অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন মধুসূদন বাগ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাশীনাথ বসু, অতিথি তাপস কুমার চক্রবর্তী, ইফতেসাম সিপাই। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন বাসুদেব দাস। কবিতা ছড়া পাঠে অংশগরহণ করেন কবি ব্রত চক্রবর্তী, মধুসূদন বাগ, কাশীনাথ বসু, তরুণ মিত্র, মিন্টু প্রামাণিক, তাপস চক্রবর্তী, বাসুদেব দাস, আবদুর রহিম মল্লিক, দিনেশ প্রামাণিক,নয়নমণি দাস, টিঙ্কু পাল, বিশ্বজিৎ মন্ডল, অন্তরা ঘোষ কর্মকার, ইফতেসাম সিপাই, মহিবুর রহমান প্রমুখ। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে সঞ্চালনা করে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত করে তোলেন কবি তরুণ মিত্র।

হাওড়া জেলার ১৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা পেল

অভিজিৎ হাজরা, আমতা, হাওড়া, ১৭ জুন ঃ আগামী ৮ জুলাই রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচনে প্রার্থী হওযার মনোনযনপত্র জমা দেওযাকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল, বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনযনপত্র জমা দেওযার বাধা, বিরোধী দলের প্রার্থী হতে চাওযা ব্যক্তির বাড়ি ভাঙচুর, হুমকি,খুন, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ উঠেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ।

হাওড়া শহর ও গ্রামীণ হাওড়া জেলায কোথাও মনোনয়নপত্র জমা দেওযা কে কেন্দ্র করে কোন অশান্তির খবর,প্রার্থী না হওয়ার হুমকি, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার হুমকি দেওয়ার খবর নেই। তা সত্ত্বেও হাওড়া জেলার একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতিতে বিরোধী দল গুলি প্রার্থীই খুঁজে পেলেন না। ফলতঃ হাওড়া জেলার ১৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা পেল।এর পাশাপাশি গরামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িযা উত্তর বিধান সভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতি ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসল।

বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে দেখা গেল, হাওড়া শহর ও গ্রামীণ হাওড়া জেলার একাধিক গরাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এই জয়ের খবরে হাওড়া জেলার সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেস নেতা - কর্মী সমর্থকরা আনন্দের জোযারে ভেসে সবুজ আবিরে রেঙে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছে। চলছে মিষ্টি মুখের পর্ব ।

হাওড়া জেলার প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, হাওড়া শহর এলাকায় ডোমজুড় ব্লকের বাঁকড়া ১ নং,বাঁকড়া ২ নং,বাঁকড়া ৩ নং গ্রাম পঞ্চায়েত ,গ্রামীণ হাওড়া জেলার বাগনান ২ নং ব্লকের ওড়ফুলি,চন্দ্রভাগ ও শরৎচন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত, আমতা ১ নং ব্লকের ভান্ডারগাছা,চন্দ্রপুর, কানপুর, বসন্তপুর,আনুলিয়া,খোশালপুর এবং বালিচক গরাম পঞ্চায়েত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা পেল।এর মধ্যে শহর হাওড়ার বাঁকড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতগ্রামীণ হাওড়া জেলার বালিচক ও চন্দ্রপুর্ রাম পঞ্চায়েতে বিরোধী দল গুলি একটি আসনে ও প্রার্থী দিতে পারে নি। এরই পাশাপাশি গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা পেল। আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির ৩৯ টি আসনের মধ্যে ২১ টি আসনে বিরোধী দল গুলি তাঁদের কোন প্রার্থীই দিতে পারে নি। ফলতঃ আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি ও তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা পেল।এই প্রসঙ্গে গরামীণ হাওড়া জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক অরুনাভ(রাজা) সেন বলেন,' হাওড়া শহর ও গ্রামীণ হাওড়া কোথাও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া কে কেন্দ্র করে কোথাও কোনো গন্ডগোল হয় নি। কোথাও বিরোধী দলের প্রার্থী না হওয়ার জন্য কোনো হুমকি দেওয়া হয় নি। বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার বাধা দেওয়া হয় নি।তা সত্ত্বেও বিরোধী দল গুলি একাধিক জায়গায় তাঁদের প্রার্থীই খুঁজে পায় নি প্রার্থী দাঁড় করাতে পারে নি।তাই সেই কেন্দ্র গুলিতে আমরা বিনা লড়াইড়ে জয়ী হলাম। মানুষ মা মাটি-মানুষ এর নেতৃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর উপর আস্থাশীল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ী করেছে। আমাদের আশা , হাওড়া শহর ও গ্রামীণ হাওড়া জেলার বাকি গরাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি গুলিতে ও তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে। হাওড়া জেলা পরিষদ শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলেই আসবে'।

প্রচন্ড গরমের দহনজ্বালায় জনজীবন অতিষ্ঠ, আপাতত দাবদাহ থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুন ঃ গরমের দহনজ্বালায় জনজীবন অতিষ্ঠ গোটা দক্ষিণবঙ্গে, ভ্যাপসা গরমে কাহিল হয়ে পড়েছে তিলোত্তমা। বৃষ্টির অপেক্ষায় দিন গুনলেও, বর্ষার দেখা নেই। বরং আগামী কিছু দিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে রয়েছে দাবদাহের সতর্কতা, কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা না থাকলেও, গরম থেকে নিস্তার নেই। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। এদিন সকাল থেকে অবশ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশে ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টি হয়েছে, সঙ্গে হাওয়া বইতে থাকে। গরমে হাঁসফাঁস করছে কলকাতাসহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ, সকাল থেকেই রোদের দাপট। অস্বস্তিকর গরমে কাহিল সকলে। এই দহনজ্বালা থেকে মুক্তির জন্য বর্ষার অপেক্ষায় হাপিত্যেশ করে বসে দক্ষিণবঙ্গবাসী। এমতাবস্থায় আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার পর্যন্ত আবহাওয়ার তেমন বদল ঘটবে না। তবে তার পর থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে দক্ষিণের জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী মঙ্গলবার

পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও ভারী বর্ষণ হতে পারে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, রবিবার পর্যন্ত দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতে অস্বস্তিকর গরম বজায় থাকবে। তবে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদের দু'একটি এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূমের দু'একটি এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার পর্যন্ত পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূমের দু'একটি এলাকায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল কংগ্রেস ও আই এস এফের সংঘর্ষ

দুরন্ত বাতা, হুগলি, ১৭ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল কংগ্রেস ও আই এস এফের সংঘর্ষ হল জগত্বল্লভপুরের ইছানগরীতে। রাতভর চলে ব্যাপক বোমাবাজি, বাড়ি ভাংচুর আহত কমপক্ষে ২০জন। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। বেশ কিছু বাইক ভাংচুর করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে আই এস এফ কর্মীরা ওই এলাকার একটি মাঠে নির্বাচনে মিটিং করছিলেন শুক্রবার সন্ধ্যায়। কারণ শনিবার স্কুটিনি নিয়ে এবং ভোট পরিকল্পনা নিয়ে মিটিং করছিলেন এস এফ কর্মীরা। অভিযোগ তাদেরই মিটিং বন্ধ করার জন্য শাসক দল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা তাদেরকে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। তবে শাসকদল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ এখানে কিছু দুস্কৃতী জমা হয়েছিল। দুস্কৃতী মূলক কার্যকলাপের জন্য অবশেষে তাদের হাতে ধরা পড়ে পালাবার চেষ্টা করে এবং ওরাই বোমা ছোড়ে। তবে ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রশাসন আসলে তারা রনে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। এ সম্পর্কে হাওড়ার জগত্বল্লভপুর এর আই এস এফের দায়িত্বে থাকা সাবির আহমেদ জানান, আমরা ভোট পরিকল্পনা নিয়ে মিটিং করছিলাম। এখানে সব আইএসএফ এর প্রার্থীরা ছিল। কিন্তু কিছু দুস্কৃতী এসে আমাদের উপর হামলা করে। টি এউ সির সভাপতি তপন চ্যাটার্জি জানান,আইএসএফ কর্মীরা বহিরাগত লোক নিয়ে এসে এখানে

আমাদের বাইক ভাঙচুর করে। এই ঘটনায় আমাদের বেশ কয়েকজন আহত হন। ওরা শাসক দলের লোকজন বলে মনে হয়, আমরা আতঙ্কিত বলে তিনি জানান। এদিকে এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের উপর ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে। এক তৃণমূল কর্মী বলেন আইএসএফ এই জায়গাটাকে ভাঙ্গড়ে পরিনত করতে চাইছে। কিন্তু আমরা তা হতে দেব না। জগত্বল্লভপুর কেন্দ্র আই এন টি বোমা বাঁধছিল । তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। আমরা বাধা দিলে ওই বহিরাগতরা আমাদের দিকে বোমা ছোঁড়ে। নির্বাচনে সন্ত্রাশের যে অডিযোগ তুলছে বিরোধীরা। তাহলে দু লক্ষ পনেরো হাজার নমিনেশন জমা পরতো না। আমরা প্রথম চারদিন নমিনেশন জমা দিইনি। বিরোধীরা নমিনেশন জমা দিয়েছে। আমরা চাই বহিরাগত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করুক।

চালু হয়ে গেল 'এক ডাকে সমাধান' শিবির

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ জুন ঃ পুরসভার 'এক ডাকে সমাধান' শিবির থেকে উপকৃত হবেন বহু মানুষ। শনিবার এর সূচনা করেন সুজয় চক্রবর্তী। শনিবার ১৭ জুন থেকে হাওড়া পুরসভায় চালু হয়ে গেল 'এক ডাকে সমাধান' শিবির। হাওড়া পুরসভায় বিভিন্ন দপ্তরে প্রতিদিনই মানুষজন আসেন তাঁদের বিভিন্ন রকম সমস্যা নিযে। অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রেই দপ্তরের অন্যান্য কাজের জন্য এই সমস্ত ছোটখাটো সমস্যার সমাধান হতে দু'তিন মাস বা তারও বেশি সময় লেগে যেত। এবার এই সমস্ত ছোটখাটো সমস্যার সমাধান একদিনেই যাতে করে দেওয়া যায় তার জন্য হাওড়া পুরসভার তরফ থেকে শনিবার থেকে চালু হয় নতুন এই শিবির 'এক ডাকে সমাধান'। পুর প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারপার্সন ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, আমরা এই শিবিরের নাম দিয়েছি 'এক ডাকে সমাধান'। অর্থাৎ যেদিন যাদের ডাকা হবে সেদিনই তাদের সেই সমস্যার সমাধান করে উপযুক্ত কাগজপত্র তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

উত্তরপাড়ায় দুষ্কৃতীদের হামলায় জখম এক যুবক

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া,১৭ জুন ঃ রাতের অন্ধকারে ল ক্লার্ক-এর উপর হামলার অভিযোগ হুগলির উত্তরপাড়ায়। ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টা। যুবকের ব্যাগ ও সাইকেল নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে। আহত যুবক রাহুল সেনগুপ্ত উত্তরপাড়া মাখলার বাসিন্দা। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় রাজবাড়ী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুষ্কৃতীদের ধরতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাহুল প্রতিদিনের মত নিজের কাজে উত্তরপাড়ার এক আইনজীবী শরদিন্দু সেনগুপ্তর চেম্বারে যাচ্ছিলেন। রাহুলের কাছে চেম্বারের চাবি থাকত। তাঁরই দায়িত্ব থাকত প্রতি সন্ধ্যেয় চেম্বার খোলার। তবে ওই রাতে রাহুল ফোন করে আইনজীবীকে জানান, তাঁর সাইকেলের সমস্যা হয়েছে, তাই আসতে দেরী হবে। রাত ৮ টা বেজে গেলেও রাহুল না আসায় খোঁজ শুরু করেন আইনজীবী শরদিন্দু। আইনজীবী শরদিন্দু জানান, নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও রাহুল চেম্বারে না পোঁছনয় খোঁজাখুজি শুরু করেন তাঁরা। রাহুলের স্ত্রীকে ফোন করে জানা যায়, সে বাড়ি থেকে চেম্বারে যাওয়ার উদ্দেশেই রওনা দিয়েছিল। তারপরও অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারা যায় ঘোষপাড়ার কাছে একটি জায়গায় এক ব্যক্তিকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সেখানে পৌঁছে তারা দেখতে পান, রক্তাক্ত অবস্থায় ঝোপের ধারে পড়ে রয়েছে রাহুল। আইনজীবী শরদিন্দু সেনগুপ্ত বলেন, রাহুল জানিয়েছেন তাঁকে ৩-৪ জন দুষ্কৃতী মিলে মারধর করে ওই জায়গায় ফেলে দিয়ে এসেছে। রেললাইনের ধারে নির্জন জায়গায় তাঁর ওপর আক্রমণ চালায় দুষ্কৃতীরা। তাঁর ব্যাগ ও সাইকেল নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীদের চিনতে পারেনি রাহুল। পুলিস দুস্কৃতিদের সন্ধান চালাচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কে বা কারা থাকতে পারে তা নিয়ে স্থানীয়দের ও জেরা করছে পুলিস। কেনই বা রাহুলকে তারা আক্রমণ করল সেই প্রশ্ন উঠছে।

আগামী ২০ জুন ইসকনের উদ্যোগে ৫২তম রথযাত্রার সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাধারামন দাস, অনঙ্গমোহন দাস, বলদেব প্রভু। ছবি-সৌরভ দত্ত

রিচার্জ করার জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যাম্প স্মার্ট কার্ড অনলাইন

কলকাতা, ১৭ জুন ঃ 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি প্রতিদিনই মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রীদের সক্ষম করার জন্য, মেট্রো অফিসার এবং কর্মীরা নিয়মিত বিরতিতে সমস্ত মেট্রো স্টেশনে বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করছেন। উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে বিশেষ প্রচারমূলক ফিল্মগুলি (কীভাবে এই গ্রাহক বান্ধব অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হয়) দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। মেট্রো ব্যবহারকারীদের এই অ্যাপ সম্পর্কে সচেতন করতে উত্তর-দক্ষিণ (ব্লু লাইন) এবং ইস্ট-ওয়েস্ট (গ্রিন লাইন) মেট্রোর সমস্ত স্টেশনে আজ, অর্থাৎ ১৭.০৬.২০২৩ তারিখে বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছিল। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের ক্যাম্পগুলি মেট্রোর যাত্রীদের এই ব্যবহারকারী বান্ধব অ্যাপের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করবে। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড পুনরায় চার্জ করতে বা QR কোড ভিত্তিক টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

প্রত্যেকের জীবনে ইতিবাচক শক্তি প্রয়োজন ঃ বিজ্ঞানী ডঃ আদর্শচন্দ্র মুনিজি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুন ঃ ডক্টর আদর্শচন্দ্র মুনিজি, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানী তার ভাষণে বলেন যে আধ্যাত্মিকতা আমাদের অস্তিত্বের মূল। প্রত্যেকের জীবনে ইতিবাচক শক্তি প্রয়োজন। জীবনে ইতিবাচক শক্তি বাড়াতে, মানুষের উচিত তাদের হৃদয়, তাদের অভ্যন্তরীণ জ্ঞান এবং তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি অনুসরণ করা। জৈন ধর্ম শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। জৈন ধর্মে, একজনকে অবশ্যই শৃঙ্খলার নয়টি উপায় অনুসরণ করতে হবে। বিরতিহীন খাদ্য সম্পর্কে কথা বলার সময়, ডাঃ মুনিজি বলেন যে বিরতিহীন উপবাস শরীরের রক্তে শর্করাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে। ডাঃ মুনিজিকে স্বাগত জানাতে গিয়ে, শ্রী রাজেন্দ্র খান্ডেলওয়াল, চেয়ারম্যান, কাউন্সিল অন হেলথ কেয়ার, এমসিসিআই বলেছেন যে সুস্থতা হল আরও ভাল শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ফলাফল অর্জনের জন্য প্রতিদিন স্বাস্থ্যকর অভ্যাস অনুশীলন করা, যাতে কেবল বেঁচে থাকার পরিবর্তে আমরা উন্নতি লাভ করি। . আমাদের জীবনধারার বেশ কিছু মূল ক্ষেত্র সামগ্রিক সুস্থতার মাত্রা হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক সংযোগ, ব্যায়াম, পুষ্টি, ঘুম এবং মননশীলতা। প্রসুক সুস্থতা তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

আমা লিচু উৎসব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুন ঃ আম লিচু উৎসব।এমনি এক অভিনব অনুষ্ঠান হয়ে গেল আজকে শনিবার সারাদিন ধরে। শিয়ালদহ কৃষ্ণ পদ মেমোরিয়াল হলে। কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান করে জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ। সাথে ছিলো কবি নজরুলের জন্মদিন পালন। সংস্থার সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু সকলকে ধন্যবাদ জানানোর সময়ে বলেন অনুষ্ঠানটি আগেই হবার কথা ছিলো। গরমে জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু গরম না কমলেও লিচু বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরন্যক বন্দ্যোপাধ্যায় শিবশঙ্কর বক্সী বরুন চক্রবর্তী মিনতি গোস্বামী ব্রততী প্রামানিক ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় অচিন্ত্য মন্ডল সহ শতাধিক কবি সাহিত্যিক গন। অনুষ্ঠানে মালদা মুর্শিদাবাদ কাকদ্বীপ পুরুলিয়া বর্ধমান আসানসোল হলদিয়া মেদনীপুর সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আম নিয়ে শতাধিক কবিরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে পুরস্কৃত করা হয়। কবিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়া তাদের স্মারক ছাড়াও আম লিচু কাঁঠাল গাছের চারা দেওয়া হয়।

চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে কলকাতা শিশুর পেডিয়াট্রিক লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য সফল রোবোটিক ডোনার হেপাটেক্টমি

দুরন্তবার্তা,কলকাতা, ১৭ জুন, ২০২৩-অ্যাপোলো হাসপাতাল, চেন্নাই গর্বিতভাবে অ্যাপোলোতে কলকাতা শিশুর পেডিয়াট্রিক লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য সফল রোবোটিক ডোনার হেপাটেক্টমি ঘোষণা করেছে হাসপাতাল, চেন্নাই। ট্রান্সপ্লান্টেশনে লিভারের একটি অংশ জড়িত ছিল যা তার বাবা মিঃ সৌরভ ঘোষ দান করেছিলেন, যার ফলে শিশুটির জন্য একটি জীবন রক্ষাকারী প্রক্রিয়া ছিল। লিভার ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রামের প্রধান ডাঃ ইলানকুমারানের নেতৃত্বে অস্ত্রোপচার দল অত্যাধুনিক অগ্রগতি এবং জীবন বাঁচাতে হাসপাতালের প্রতিশ্রুতি।আমাদের দেশে লিভারের রোগ বাড়ছে, যা শিশুসহ সব বয়সের মানুষকে আক্রান্ত করছে। মাস্টার তানিশ ঘোষের সফল ট্রান্সপ্লান্ট চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে উপলব্ধ উন্নত চিকিৎসা সক্ষমতা তুলে ধরে।ড. এলানকুমারান, সঙ্গে ২০০০ টিরও বেশি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট এবং ৫০০০ টিরও বেশি লিভার সার্জারির তার বিশাল অভিজ্ঞতা, মিডিযাকে সম্বোধন করেছিলেন এবং লিভারের রোগের ব্যাপকতা এবং হাসপাতালের বিষয়ে আলোক পাত করেছিলেন এই অবস্থার মোকাবিলায় দক্ষতা। সংবাদ সম্মেলনের সময়, ডাঃ এলানকুমারান আমাদের দেশে লিভারের রোগের ক্রমবর্ধমান প্রকোপ নিয়ে আলোকপাত করেন এবং অ্যাপোলোতে উপলব্ধ অগ্রগতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিপ্লবী রোবোটিক ডোনার ব্যবহার করে এই সফল পেডিযাট্রিক লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সম্পন্ন করা আমাদের হাসপাতালের জন্য অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত হেপাটেক্টমি কৌশল। আমরা আমাদের দেশে যকৃতের রোগের কারণে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জগুলি বুঝতে পারি এবং জীবন বাঁচানোর জন্য অত্যাধুনিক সমাধান প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি চালিয়ে যান, দাতা হেপাটেক্টমিতে রোবোটিক প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের নির্ভুলতা বাড়াতে এবং আক্রমণাত্মকতা কমাতে সক্ষম করে, যার ফলে আমাদের রোগীদের জন্য উন্নত ফলাফল এবং পুনরুদ্ধারের সময় কমে যায়। এই যুগান্তকারী অর্জনটি লিভার প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছি তা নির্দেশ করে। মাস্টার তানিশ ঘোষ, কলকাতার বাসিন্দা, লিভারের একটি গুরুতর অবস্থার সাথে নির্ণয করা হয়েছিল যার জন্য জরুরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। মিঃ সৌরভ ঘোষ, যিনি তাঁর লিভারের একটি অংশ দান করেছিলেন, সন্তান এখন জীবনের উপর একটি পুনর্নবীকরণ লিজ আছে. চেন্নাইযের অ্যাপোলো হাসপাতালের টিম দ্বারা ব্যবহৃত রোবোটিক অস্ত্রোপচার পদ্ধতি, একটি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক পদ্ধতির সুবিধা দেয়, যা ঝুঁকি হ্রাস করে দাতা। অ্যাপোলো হাসপাতাল, চেন্নাই, তার অত্যাধুনিক সুবিধা এবং চিকিৎসা পরিষেবার ব্যাপক পরিসরের জন্য বিখ্যাত। লিভার ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রাম, নির্দেশিকা অধীনে ডাঃ এলান কুমারান, অগ্রগামী অগ্রগতিতে অগ্রগণ্য এবং লিভার সার্জারিতে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাস্টার তানিশ ঘোষের সফল রোবোটিক পেডিয়াট্রিক ট্রান্সপ্লান্ট সারা দেশে যকৃতের রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য আশার আলোর মতো কাজ করে। হাসপাতাল থেকে যায় যত্নের সর্বোচ্চ মানের প্রদান, উদ্ভাবনী কৌশল নিযোগে, এবং প্রয়োজনে রোগীদের জন্য ইতিবাচক ফলাফল নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৯৮ সংখ্যা, রবিবার, ২ আষাঢ়, ১৪৩০

সাইবার হানা

সম্পাদকীয়

সারা বিশ্ব জুড়ে চলছে এখন সাইবার হানা। সাইবার হানাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই মুশকিল হচ্ছে। বিশ্বের অধিকাংশ ব্যক্তিরা সাইবার হানায় আক্রান্ত। সাইবার হানা দিয়ে ব্যক্তিগত তথ্য থেকে শুরু করে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জানতে চেষ্টা করছে হ্যাকাররা। তারা এখন বিশাল ফাঁদ পেতে বসে রয়েছে। সেই ফাঁদে কেউ এবার পা বাড়ালে তাকে রক্ষা করাটা খুবই কঠিন। সাইবার প্রতারণা হতে শুরু করেছে। কলকাতা সাইবার পুলিশের কাছে প্রতিদিনই কয়েক হাজার করে অভিযোগ জমা পড়তে শুরু করেছে। যত না লোকাল ডাইরি হচ্ছে অভিযোগ নিয়ে তার চেয়ে বেশি সাইবার প্রতারনার অভিযোগ জমা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। মোবাইল হ্যাক করা থেকে শুরু করে কম্পিউটার হ্যাক করাও হচ্ছে। ব্যক্তি তথ্য জানার চেষ্টা করছে হ্যাকাররা। এদিকে চিন দেশ হ্যাকিং করতে পারে বেশি। তাদের হ্যাকাররা আমেরিকার বিজ্ঞান তথ্যকে হ্যাক করে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার বহু গোপন তথ্য চিনের হাতে গিয়ে পৌঁছে। আমেরিকার সাইবার তথ্য বিভাগ বলতে শুরু করেছে বাদ পড়ছে ভারতও। তাদের তথ্যকে চিনা হ্যাকাররা হ্যাক করার চেষ্টা করছে। চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সুবিধা করতে এই হ্যাক করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তাইওয়ানের ইন্টারনেট সংযোগ কাটতে শুরু করে দিয়েছিল চিন সেনারা। তা দেখতে পেয়ে তাইওয়ান সেনারা চিন সেনাদের তাড়া করলে পালিয়ে যায়। ম্যান্ডিয়্যান্ট নামে গুগুলের একটি সংস্থা দাবি করতে শুরু করেছে যে হ্যাকাররা সারা বিশ্বে সাইবার জাল পেতে বসে রয়েছে। তাদের কাজ হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করা এবং চিন সরকারকে সহযোগিতা করা। বিশ্বের ১৬টি দেশের ওপরে নজর রাখতে শুরু করেছে এই সব হ্যাকাররা। তারা এই সব দেশের বহু গোপন তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে। গত মে মাসে ব্যাপারটা নজরে আসে। চিন দেশের মদতপুষ্ট হ্যাকাররা গত অক্টোবর মাস থেকে এই সব কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। চিন পাকিস্তানকে বাদ দেয়নি। সেখানেও চিনা হ্যাকাররা কাজ করে বহু তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছে। শ্রীলঙ্কার বিদ্রোহ এর খবর সংগ্রহ করেছে চিনের হ্যাকাররা। চিন এই সব হ্যাকারদের পরোক্ষভাবে মদত দিয়ে থাকে। ইমেলের নিরাপত্তা বারাকুডা সফটওয়ারের পথকে ছিদ্র করে সেখান দিয়ে প্রবেশ করে ইন্টারনেটের সব তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে চিনা হ্যাকাররা। বারাকুডার তরফ থেকে বলা হয়েছে যে তাদের অ্যাপাকে হ্যাক করে বহু গোপন বিষয় চুরি করা হয়েছে। চিন এই সব কাজ করতে শুরু করেছে। আগে রাশিয়া করতো এই সব কাজ। এখন চিন তা করতে শুরু করেছে। এদিকে রাশিয়ার হ্যাকাররা আবার ইউক্রেনে চালু থাকা অ্যাপগুলির ওপরে নজর রাখতে শুরু করেছে। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত অ্যাপগুলি থেকে গোপান খবর সংগ্রহ করতে শুরু করেছে রাশিয়া। আমেরিকা আবার তার চেয়ে বড়। তারা হ্যাক করে থকে। তারা একেবারে সাধু তা নয়। সব দেশের ওপরে নজরদারি করতে পেন্টাগণও। তারাও হ্যাক করে থাকে। ভারত তাদের দেশের নিরাপত্তার জন্য হ্যাকারদের সহযোগিতা গ্রহণ করে থাকে। তবুও দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও খবর যাতে হ্যাক না হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে ভারত সরকার।

ভারতকে দরকার আমেরিকার

বিজেপি পালের হাওয়া কেড়ে নেওয়ার যে চক্রান্ত শুরু করে দিয়েছেন নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাকে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে চিন এবং পাকিস্তান। চিন এবং পাকিস্তান যৌথভাবে ভারতকে অস্থির করে তোলার চেষ্টা করছে। ভারত যাতে আগামি দিনে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সেনা অভিযান না করতে পারে তার জন্য লাদাখে চিনা সেনার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। এই ঘটনার পেছনে যাদের কৌশল ছিল তারা সম্ভব পাকিস্তানের আইএসআই। আইএসআই চুপ করে বসে নেই। তারা এখনও পর্যন্ত ভারত বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে। ভারতের আর্থিক এবং প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে যাতে দুর্বল হয়ে পড়ে তার দিকে বরাবরই নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল। বহুবার পাকিস্তানের আইএসআই মুম্বই শেয়ার বাজারের ওপরে হামলা করেছে। শেয়ার বাজারে ধস নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। দাউদ ইব্রাহিমকে মদত দিয়েছে। কিন্তু এত কিছু করেও ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়া যায়নি।পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এস সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে।আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বহুবার কথা বলেছেন। তবুও ট্রাম্প কিন্তু ভারতের ওপরে আস্থা রাখতে পারেনি। চিনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দোলনায় ঝুলতেও লাদাখ সীমান্তে চিন সেনারা অগ্রসর হয়েছে। ভারতের বন্ধু বলতে এখন ইসরায়েল এবং জাপান। আর কোনও বন্ধু নেই। জাপান তো পরিস্কার করে বলে দিয়েছে ভারত আক্রান্ত হলে চুপ করে তারা বলে থাকবে না। ইসরায়েল ভারতের পাশে রয়েছে বলে পরিস্কার করে ঘোষণা দিয়েছে। রাশিয়া শুধু ফাঁকতালে তাদের অস্ত্র ভারতকে গছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যত যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব দেখা যাবে ততই রাশিয়ার লাভ। রাশিয়া অস্ত্র বেচতে চায়। অস্ত্র বেচা ছাড়া রাশিয়ার কোনও শিল্প নেই। অস্ত্র এখন রাশিয়ার শিল্প। সেই অস্ত্র শিল্পকে বেচার জন্য খরিদ্দার দরকার। ভারত হচ্ছে রাশিয়ার একজন বড় খরিদ্দার। চিনকে সামাল রাশিয়া দিতে পারবে। রাশিয়া চিনের কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে কর্তৃত্ব না ফলালেও সেই পার্টির ওপরে তাদের প্রভাব খানিকটা রয়েছে। রাশিয়ার ওপরে চিন রুষ্ট নয়। বা উত্তর কোরিয়ার ওপরে রুষ্ট নয় চিন। চিন কেবল বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর ওপরে কুপিত। কারণ গণতান্ত্রিক দেশগুলো চায় বিশ্ব থেকে কমিউনিস্ট দেশগুলো নিপাত যাক। আমেরিকা চায় কমিউনিস্ট নিধন। কমিউনিস্ট দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখবে বটে। কিন্তু তারা কমিউনিস্ট শাসনের সমালোচনা করবে। রাশিয়ার কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটিয়েছিল গোপনে আমেরিকা। রাশিয়া আর্থিক দিক দিয়ে যখন দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করলো তখন গোপনে কৌশল প্রয়োগ করে রাশিয়ার কমিউনিস্ট শাসনের মধ্যে গোলযোগ লাগিয়ে দিল। যার ফলে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হল। রাশিয়া ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পূর্ব জার্মান রাশিয়ার হাত থেকে বের হয়ে গেল। পশ্চিম এবং পূর্ব জার্মান এক হয়ে গেল।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব হচ্ছেন শক্তি। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হতে দেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ওপরে ভরসা করতে হবে। সবার আগে তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে হবে। মা ভবতারিনীর পুজো করলেও যে মা সাড়া দেবেন। মা ভবতারিনীকে মনে প্রাণ ডাকতে হবে। তার আরাধনা করতে হবে মনে মনে। তবেই তিনি সাড়া দেবেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন।

প্রথম স্বদেশি বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতা প্রেমিক সুবোধচন্দ্র

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

তারপরে তিনি ১৭৯৬ সালে এর একটি জর্জ ওয়াশিংটনের (ল্যান্সডাউন প্রতিকৃতি) এবং জর্জ ওয়াশিংটনের (ভন প্রতিকৃতি, ১৭৯৫) ছবি অঙ্কিত করেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা কালে প্রতিকৃতি শিল্পী হিসাবে তাঁকে হুমকি মুখে পড়তে হয়েছিল। ফলে তিনি ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন। পরে আবার আমেরিকায় ফিরে গিয়েছিলেন। কলকাতায় একমাত্র সুবোধ মল্লিকের বাড়িতেই গিলবার্টের বিখ্যাত ছবিটি দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল। এই বিখ্যাত ছবিটি আজকে কোথায় তার হদিশ পাওয়া একেবারে অসম্ভব। শিল্প সংস্কৃতি চর্চায় মল্লিকরা কম ছিল না। তারা যথেষ্ট শিল্প চর্চার তারিফ করতেন। এই ছোটলাটকে ফ্রেজারকে ডিনামাইট দিয়ে মাবার পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর বিপ্লবী সঙ্গীসাথীরা। মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে রেললাইনের নিচে ডিনামাইট পুঁতে রেখে এসেছিলেন বিভূতি। আলিপুর মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই এই লাট হত্যার ষড়য়ন্ত্রে জড়িত ছিলেন। কাশীতে তখন সুবোধ। সেই সময়ে নরেন গোঁসাই কাশীতে। সুবোধ তখন বলেছিলেন, 'বারীনকে আমার ধন্যবাদ দেবেন।' এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, 'অনেকদিন ধরে তো চেষ্টা চলছে। যদিও ফল হয়নি। তবুও ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য।' শুধু মাত্র ফ্রেজার হত্যার ষড়যন্ত্রই নয়, তাঁর বাড়িতে গোপনে বৈঠক করে বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন লাট সাহেব ফুলারকেও হত্যা করা হবে। বাদ যাবে না চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেল। এঁনারা সকলেই বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে বাধা দিতে শুরু করেছে। ইঁনাদেরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের কাঁটাকে উপড়ে ফেলে দিয়ে রাস্তা পরিস্কার করা চাই। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার মামলার বিচারপতি কিংসফোর্ড যিনি সুশীল সেন, অরবিন্দ এবং প্রকাশককে যেভাবে শারীরিক এবং মানসিক হেনস্থা করেছেন তাতে তাঁর কোনও অধিকার নেই এই পৃথিবীতে বেশি দিন বেঁচে থাকার। সেই কারণে ফ্রেজারকে মারতে মেদিনীপুরে, ফুলারকে মারতে শিলং এবং চন্দননগরের মেয়রকে মারতে যে গোপন বৈঠক হয় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সুবোধের বাড়িতে। বিপ্লবী অরবিন্দের সমস্ত গুপ্তপরিকল্পনার কথা রাজা সুবোধ জানতেন। তিনি বিপ্লবীদের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারতেন না বটে। কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে অরবিন্দ কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। 'যুগান্তর' বিপ্লবীদের মেরদণ্ড ছিলেন সুবোধ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অরবিন্দের সঙ্গে সুবোধের পরিচয় ঘটেছিল গুজরাতে। তখন সেখানে থাকতেন লীলাবতীর স্বামী আইসিএস চারুচন্দ্র দত্ত। চারুচন্দ্র তখন ঠাণের জেলা জর্জ। অরবিন্দ সেই সময়ে বরোদায় চাকরি করতে এসে মহারাষ্ট্রের সশস্ত্র সংগ্রামীদের সঙ্গে সম্পর্ক করে ফেলেছেন। দেশের কাজে উৎসাহী সুবোধ এবারেএই রকম একজন সহযোগী খুঁজছিলেন। তিনি তখন অরবিন্দকে তাঁর কলকাতার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। বালায় গুপ্ত সমিতি নির্মাণ করে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে গেলে কলকাতায় একটি আস্তানা থাকা খুবই প্রয়োজন। অরবিন্দকে তাঁর বাড়ি থেকে গুপ্ত সমিতি পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। বলা যেতে পারে ১২ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ার হয়ে উঠেছিল গুপ্ত সমিতির সদর দফতর। যদি সেখানে যুগান্তর কর্মীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। একমাত্র আমন্ত্রিত নেতারা সেখানে উপস্থিত হয়ে সংগ্রামের পরিকল্পনা রচনা করতেন। সুবোধের পিতা প্রবোধচন্দ্র বসু ইউরোপীয় স্টাইলে বাড়ির অন্দরসজ্জা করলে কী হবে সেখান থেকে সন্ধ্যায় বেলায় ভেসে আসতো স্বদেশি গান। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের সুর শোনা যেত। রাজপথে প্রকাশ্যে দেখাযেত যে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে সুবোধ 'বন্দেমাতরম' সংবাদপত্রের কর্মীদের নিয়ে স্বদেশি গান গাইছেন। বিশেষ করে রবীন্দ্র সঙ্গীত। সেই সময়ে সুবোধ দর্জি দিয়ে বাড়ির মেয়েদেব তৈরি করেন 'বন্দেমাতরম' পাড় দেওয়া বেনারসি শাড়ি। সেই পরিধান করে বোন লীলাবতীও সবার সমানে এসে উপস্থিত হয়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর গান পরিবেশন করতেন। সেই সময়ে সুবোধ পরনে থাকতো সাদা পাঞ্জাবি এবং ধুতি। সুবোধের বাড়িতেই অতিথিদের থিয়েটার দেখানোর সুব্যবস্থা ছিল। সুবোধচন্দ্রের বিবাহ উৎযাপন কালে বরোদার গাইকোয়াডের সম্মানে ফরাসি নৈশ ভোজ। আবার স্বদেশি

> **বিপ্লবীদের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারতেন না বটে। কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে অরবিন্দ কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। 'যুগান্তর' বিপ্লবীদের মেরদণ্ড ছিলেন সুবোধ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।**

নেতারা সুবোধ এবং হেমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে উপস্থিত থাকতেন। এই বাড়িতে এসেছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল (লাল-বাল-পাল), আগা খাঁ এবং জাপানি মন্ত্রী ওকাহোমা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসও এসেছিলেন সুবোধের বাড়িতে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের রাজার বাড়ি তখন স্বাধীনতাকামী মানুষদের কাছে তীর্থ ক্ষেত্র হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। সুবোধ মল্লিককে ১৯০৪ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য করে নেওয়া হয়েছিল। ১৯০৬ সালে তিনি বাংলার প্রতিনিধি হয়ে সুরাট কংগ্রেসের যোগদান করেন। ১৯০৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সুবোধ চন্দ্র, এস এন ব্যানার্জি, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আব্দুল রসুল। ইংরেজ পুলিশ সেই সম্মেলন হতে দেয়নি। সবাইকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এমনকী পুলিশ মারধোর করতে শুরু করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় পরেই ভূপেন্দ্রনাথ বসু ঘোষণা দেন অচিরেই ব্রিটিশ শাসন ভারত থেকে বিতারিত হবে। সুবোধ চন্দ্র তখন পূর্ব বঙ্গ সফর শুরু করলেন এবং সবাইকে জাতীয় আন্দোলনে সঙ্গী হওয়ার বার্তা দিলেন। সুবোধ চন্দ্র যেমন স্বদেশি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন পাশাপাশি তিনি আবার স্বদেশি বীমা কোম্পানি স্থাপন করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন ভারতীয় মালিকাধীন কোনও বীমা কোম্পানি তখন ছিল না। তিনি বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন তার নাম হল 'লাইট অব এশিয়া'। প্রথম স্বদেশি বীমা কোম্পানি। সুবোধ প্রতিষ্ঠিত 'রিড অ্যাণ্ড কোং' নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন ১৯১২ সালে। ডালহৌসি স্কোয়ারে। বিদেশি ব্যাঙ্কে এবং ভারতীয় ব্যাঙ্কের এজেন্ট হিসাবে কাজ করতো এই কোম্পানি। ব্যবসা করাটা তাঁর রক্তে ছিল না। সেই কারণে শিল্পপতি হয়েও তিনি কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছিলেন। তাঁর বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে আর শোধ করেননি। তাঁর ফলে তাঁকে ঋণের বোঝা বহন করতে হয়। ১৯১৬ সালে তিনি সব ঋণ শোধ করে দিয়েছিলেন নিজস্ব তহবিল থেকে এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবসা বন্ধ করে দেন। ১৯১২ সালে 'লাইট অব এশিয়া' নমে যে স্বদেশি বীমা কোম্পানি খুলেছিলেন তাঁর পরিচালন কমিটিতে ছিলেন মহারাজা জীতেন্দ্র নারায়ণ ভূপ, কোচবিহারের প্রিন্স ভিক্টর নারায়ণ, প্রিয়নাথ ঘোষ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, অটল কুমার সেন এবং নিরোদ চন্দ্র মল্লিক। ১৯১২ সালে জীবন বীমা কোম্পানি হিসাবে এই কোম্পানি প্রথম নিবন্ধিত হয়েছিল। সরকারের কাছে প্রচুর টাকা জমা রেখে তবেই এই বীমা কোম্পানি খোলা সম্ভব হয়েছিল। কলকাতার স্টিফেন হাউসে ছিল এই কোম্পানি অফিস। 'লাইট অব এশিয়া ইনস্যুরান্স কো লিমিটেড' নাম গ্রহণ করে বীমা কোম্পানি কাজ শুরু করে। ব্যাঙ্কের ঋণ যারা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ঋণ না মেটাতে পারলে তাঁর দায় এসে পড়েছিল সুবোধের ওপরে। তিনি ঋণ গৃহীতাদের হয়ে সব টাকা শাধ করে দিয়েছিলেন। ফলে আর্থিক দিক দিয়ে তিনি ক্ষতিগস্ত হয়ে ১২ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বসত বাড়িটি বিক্রি করে দেন মাত্র ৭৫ হাজার টাকায় তাঁর খুড়তুতো ভাই নিরোদকে। তিনি তখন মানসিকভবে ভেঙে পড়তে শুরু করেন। তাঁর স্বাস্থ্যের ভাঙ্গন ধরতে শুরু করে দিয়েছিল। স্বাস্থ্যের কারণে তিনি ভগিনীপতি হীরেন দত্তের কাশীর বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে ব্রিচিশ পুলিশ ১৯০৮ সালে ১৩ অক্টোবর কলকাতা এবং কাশী বাড়িতে খনাতল্লাশি করতে শুরু করে। কাশীতে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে বেরেলি কারাগারে রাখা হয়েছিল। তারপরে তিনি আলমোরা কারাগারে ছিলেন। তিনি ১৪ মাস বন্দি ছিলেন। ১৯১০ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তি লাভ করেন। সুবোধ মল্লিক যে বিপ্লবী দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে বড়লাট থেকে শুরু করে মুজফফরপুরের কিংসফোর্ড হত্যা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতেন তা ফাঁস করে দিয়েছিলেন আলিপুর বোমা মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই। যার ফলে আলিপুর জেলের মধ্যে নরেন গোঁসাইকে গুলি করে হত্যা করলেন বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বোস এবং কানাইলাল দত্ত।

সুবোধের শিক্ষা জগত শুরু হয়েছিল কলকাতার সেন্ট জিভিয়ার্স স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ। তারপরে তিনি বিলাতে চলে গিয়ে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৯০৫ সালে তিনি 'ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাদেমি' ব্যানার দিয়ে একটি সমিতি তৈরি করেন। সুবোধ ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনদাস, রবীন্দ্রনাথ, এ. চৌধুরী, মিস্টার রসুল ছিলেন এই সমিতির সদস্য। ১৩১২ সালের ৭ কার্তিক 'ফিল্ড অ্যাণ্ড অকাডেমি'র একটি বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যারিস্টার এ রসুল এই সভার সভাপতি ছিলেন। সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ আরও অনেকে। আবার ১০ কার্তিক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি বিশাল সমাবেশ হয়েছিল ২২ নম্বর রাধানাথ মল্লিক লেনে। সেই বাড়ির উঠানে এক হাজার ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটি সুবোধের আত্মীয় ক্ষেত্রচন্দ্র বসু মল্লিকের বাড়ি। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখন সরকার থেকে ছাত্রদের আন্দোলন করার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তবুও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বাংলার ছাত্ররা অংশ গ্রহণ করে। ১৯০৫ সালে বারানসীতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভায় লালা লাজপত রায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। যাঁরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করেছিল তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সুবোধ একটি ভোজসভার আযোজন করেন নিজ বাসভবনে। এই কর্মময় স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষটির জীবনবসান হয়েছিল দার্জিলিংয়ে। বৃষ্টিতে ভিজে নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। ১৯২০ সাল ১৩ নভেম্বর। তখন তাঁর মা কমুদিনী বেঁচে রয়েছেন। (তথ্য সুত্র ঃ 'রাজ কাহিনি', ঋজু বসু, 'বিপ্লবী অরবিন্দ এবং আলিপুর বোমা মামলা', রবীন্দ্রকুমার শীল, অমলেন্দু দে লিখিত 'রাজা সুবোধ মল্লিক অ্যাণ্ড হিস টাইমস' এবং পটলডাঙ্গা বসুমল্লিক বংশের ইতিহাস, দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।)

'সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা'

পূর্ব প্রকাশের পর

১৯৪৪ সালে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলেন 'প্রিয়া বান্ধবী' ছবিতে। গানটি ছিল -'পথের শেষ কোথায়'। ১৯৪০ সালে তিনি বামপন্থী সংস্থা ' ইণ্ডিয়ান পিউপিল'স থিয়েটার আসোসিয়েশনে যোগদান করলেন। সঙ্গীত সুরকার সলিল চৌধুরি এই সংস্থার সদস্য ছিলেন। এই সময় থেকে সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর গানে বিপ্লবী চেতনাকে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। গাইলেন কোনও 'এক গাঁয়ের বধূ'। শান্ত গ্রাম কীভাবে অশান্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে তার একটি চিত্র এই গানের মধ্যে পাওয়া যায়। 'ডাকিনী যোগিনী কত শত নাগিনী এলো পিশাচেরা এলো রে, ...কটিল'র মন্ত্রে শোষনের যন্ত্রে গেল কত প্রাণ কত গেল রে।' কীভাবে গ্রামীন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তার একটি ভয়াবহ দৃশ্য এই সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে অনুভব করা যায়। বিপ্লবী সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের এই রকম কয়েকশো গান রয়েছে যার মধ্যে দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের জীবনরেখাকে অঙ্কিত করে গিয়েছেন। থেমে থাকেনি তাঁর বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। আজীবন ধরে তিনি বিপ্লবী চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে বেঁচে ছিলেন। 'শোন বন্ধু শোন, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা, ইটের পাঁজরে লোহারও ঘাঁচায় দারুণ মর্মব্যথা' একেবারে কলকাতার প্রাণহীন শহরের কথা বলে গেলেন। 'পৃথিবীর গান আকাশ কী মনে রাখে।' প্রতিটি গানের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে একটি বিপ্লবীর সুর বাধা রয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের কান্নার শব্দ তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে শুনতে পাওয়া যায়। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক দাদাঠাকুর বেঁচে থাকার সময়ে 'দাদাঠাকুর' নিয়ে একটি ছবি হয়েছিল। সেই ছবিতে 'আয় ভোটাররা ভোট দিয়ে যা' গানটি রচনা করেছিলেন দাদাঠাকুর স্বয়ং। সেই গানটি গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই সঙ্গীতটি আবার তৎকালীন অভিজাত ব্যঙ্গ করে রচনা করেছিলেন দাদাঠাকুর। সেই সময়ে একজন দোকানদারকে পুরসভার চেয়ারম্যান করে দিয়েছিলেন দাদাঠাকুর একক প্রচেষ্টায়। বলা যেতে পারে এই সময় থেকে ভারতীয় নির্বাচনে অতি সাধারণ মানুষ অংশ গ্রহণ করার সাহস পেল। বিপ্লবী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্পর্ক নিয়ে আমার প্রবন্ধটি সীমাবদ্ধ। যদিও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বহু রোমান্টিক গান গেয়েছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বাংলার সঙ্গীত জগতকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন মুম্বই থেকে লতা মঙ্গেশকরকে নিয়ে এসে। লতা মঙ্গেশকরতে বাংলা সঙ্গীত জগতে এসে বাংলার সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। তবে শচীন দেবমর্বন বহুবার তাঁকে মুম্বইতে নিয়ে গিয়ে হিন্দি গান গাইয়েছেন। কিন্তু মুম্বইতে তিনি প্রাণ খুঁজে পাননি বলেই বাংলায় ফিরে আসেন। 'খিরকি থেকে সিংহদুরায় এই তোমাদের পৃথিবী, এর বাইরে জগৎ আছে তোমরা জানো না। তোমরা কিছুই মানো না।' 'স্ত্রী' ছবিতে এই গানটি গাইলেন। একেবারে অভিজাত সম্প্রদায়তে আঘাত করে গানটি গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। 'মাগো ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্ত প্রিয় শান্ত ছেলে। তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে লড়তে জানি, তোমার ভয় নেই গো মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।' প্রতিবাদী কণ্ঠসুর শুনতে পাওয়া গেল তাঁর গলার মধ্যে দিয়ে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই গানটি গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। 'পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি। সোজা পথে গোলক ধাঁধায় অনেক ঘুরেছি।' পথকে সাথী করেই বিদ্রোহী শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত চর্চা করতে শুরু করেছিলেন। আজীবন ধরে পথেই গান গেয়েছেন। পথকে ভালো বেসেছেন। পথে যারা বসবাস করেন তাদের কথা ভেবেছেন। তাদের হয়ে কথা বলেছেন। 'একগোছা রজনী গন্ধা হাতে দিয়ে বলললাম চললাম।' চিরবিদায় গ্রহণ করলেন বিপ্লবী সাধক সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ১৯৮৯ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে। 'আমিও পথের মতো হারিয়ে যাবো, আমি নদীর মতো আসবো না ফিরে আর আসবো না কোনওদিন।' হেমন্ত মুখোপাধ্যায় চলে যেতেই বাংলার সঙ্গীত ক্রমশ নিঃস্ব হতে শুরু করলো। বাংলার যে নিজস্ব ঘরানা ছিল তা কিন্তু পরপরই ধ্বংস হতে শুরু করে। যদিও শচীন দেববর্মন, মান্না দে এবং কিশোর কুমার তা ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা পারেননি। বাংলা সঙ্গীতে পাশ্চাত্য প্রভাব নিয়ে আসলেন কিশোর কুমার। তিনি বিভিন্ন বিদেশি সুরকে বাংলার সঙ্গে মিশিয়ে গান গাইতে শুরু করলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের যে নিজস্ব ঘরানা ছিল তা ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে। তারপরে এসে উপস্থিত হল বাংলা ব্যাণ্ড। তারা যদি লোক সঙ্গীতকে অবলম্বন করে গান করতে শুরু করে। কিন্তু তাতে বাংলার ভাব কিন্তু প্রকাশ না পেয়ে তা একটি অদ্ভুত বিদেশি ছাপ পড়তে থাকে। দেশি বিদেশি সুর মিলে একটি নতুন ধারা প্রবাহিত হতে থাকে বাংলায়। আর তাকে গ্রহণ করতে শুরু করে বাংলা সঙ্গীত পিপাসুরা। বাংলার সঙ্গীতের সঙ্গে বিদেশি সুর মিশিয়ে দেওয়র ফলে তা কিন্তু শুধু ভারতীয় ঘরানা হিসাবে পরিচিত হয়ে থাকতে পারলো না। যদি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে এখনও বিদেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তার নিজস্ব স্থানকে ধরে রেখেছে। তা কতদিন থাকবে সেটা বলতে পারা যাচ্ছে না। এখন তো ভালো ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গাইবার মতো ওস্তাদ নেই। যাঁর ছিলেন তাঁরা আগেই প্রয়াত হয়ে গিয়েছেন। নতুন করে আর কোনও বলিষ্ঠ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী তৈরি হতে পারছে না। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বারবার বলতেন বাংলা গানকে ধরে রাখতে হবে বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে। না হলে বাংলা সঙ্গীতের মর্মকে উদ্ধার করা একেবারে অসম্ভব। বাংলা ভাষায় একটি নিজস্ব মিষ্টতা রয়েছে। বাংলা ভাষা অত্যন্ত রিচ ভাষা বা বলিষ্ঠ ভাষা। বাংলার ভাষার শক্তি খুবই। সেই বাংলার ভাষায় একন ভালো সঙ্গীত রচিত হতে পারছে না। সুর দিতে পারছে না। চিরকালীন বাংলা সঙ্গীত তৈরি হতে পারছে না। রবীন্দ্র সঙ্গীত এর গুণ মাহাত্ম্য এখনও শেষ হয়ে যায়নি সেটা বলতেন সত্যজিৎ রায়। তিনি তাঁর ছবিতে বহুবার রবীন্দ্র সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাঁর ছবিতে বাঙালিয়ানাকে পরিস্কার করে প্রকাশ করা। বাংলার ছবি যদি বাংলার ভাব বা চেতনাকে প্রকাশ না করতে পারলো তাহলে কিসের বাংলা ছবি। বাংলা গানের যদি বাংলার রূপ রস গন্ধ না প্রকাশ পেল তাহলে কিসের বাংলা সঙ্গীত। গণসঙ্গীতের মধ্যে একটি সময়ে বাংলার গানের রেশ থাকতো যা সলিল চৌধুরী সুর দিয়ে গিয়েছেন। রুমা গুহঠাকুরতা সেই সব গান গেয়েছেন ক্যালকাটা কোয়ারের সদস্যদের নিয়ে। তখন বাংলা গানের একটি ভিন্ন স্বাদের জগত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এর মূলে ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি বাংলাকে ত্যাগ করে মুম্বইতে গিয়ে উপস্থিত হননি। যদি বেশ কয়েকবার হিন্দি ছবিতে গান করতে বোম্বাই পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার সঙ্গীতের পরিবেশ তাঁর একেবারে পচ্ছন্দ হয়নি। তিনি ফিরে এসেছিলেন বাংলায়। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন লতা মঙ্গেশকরকে। লতাকে বাংলায় নিয়ে এসে বাংলা সঙ্গীতের সমৃদ্ধ সাধন করে গেলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর জন্ম দিনে বাঙলি হিসাবে আমাদের একবার স্মরণ করা অবশ্যই উচিত।

হেরিটেজ

মন্দিরময় কলকাতা শহর

জোড়া শিব মন্দির বিখ্যাত

কালীঘাটের কালী মন্দির। ঠনঠনিয়া কালী মন্দির। ফিরিঙ্গী কালী মন্দির। জৈনদের পরেশনাথ মন্দির। একটি রয়েছে মানিকলতায়। আর একটি রয়েছে বেলগাছিয়াতে। কলকাতায় শিখদের গুরদ্বারে এসেছিলেন গুরু নানক। সেই গুরুদ্বারটি রয়েছে মহাত্মা গান্ধি রোডে। কলকাতার জোড়া শিব মন্দির বিখ্যাত। আগে কলকাতায় তন্ত্র সাধনা হতো তার প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় কালীঘাটের কালী দর্শনের মধ্যে দিয়ে। দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিনী মূর্তি বলতে গেলে মায়ের আধুনিক রূপ। এই রূপের মধ্যে দিয়ে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা প্রকাশিত। সেখানে কোনও ভয়ঙ্কর ব্যাপার নেই। তন্ত্র সাধনার কোনও স্থান নেই দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে ভক্তি সাধনা। মানব সেবার সাধনা। কলকাতায় সবচেয়ে বেশি শিবের মন্দির এবং শীতলা মন্দির রয়েছে। এর পরে স্থান গ্রহণ করেছে হনুমান মন্দিরের। বড়বাজারে হনুমান মন্দির বিখ্যাত। এখানে গড়ে প্রায় রোজ কয়েক হাজার ভক্তরা আসা যাওয়া করে। তবে শিবের পুজো রোজ করে ভক্তরা। গঙ্গায় গেলে দেখতে পাওয়া যায় শ্নান করে লোকেরা শিবের মাথায় জল ঢালছে। এটা কলকাতার একটি অন্যতম সংস্কৃতি। আবার কোনও কোনও পরিবারের বৌ'রা স্নান করে এসে গাছের তলায় শিবলিঙ্গ রয়েছে সেখানে জল ঢালে এবং ধুপধুনো দিয়ে থাকে। শিবের গীতও পরিবশেন করা হয়ে থাকে বহু জায়গায়। শিব হচ্ছে এখন বাঙালিদের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা। পরিসংখ্যান করে দেখা গেছে কালী ঠাকুরকে অতিক্রম করে গিয়েছে শিবের পুজো। বহু স্থান শিবের পুজো না হলে ভক্তরা অন্ন গ্রহণ করে না। সোমবার হচ্ছে শিবের দিন। এই দিন বেশ জাঁকজমক করে শিবের পুজো এবং শিব গীত পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এর পরে রয়েছে মা শীতলা। তাঁর নামে বহু স্থান আবার ষষ্ঠীতলায় পরিণত হয়েছে। মা ষষ্ঠী হচ্ছেন শীতলার এর একটি নাম। এই নামে কলকাতার বহু স্থানে মা শীতলা মন্দির স্থাপন করা হয়েছে। কলকাতায় শীতলা মন্দির স্থাপন করার কারণ রয়েছে। অতীতে কলকাতাবাসীরা কলেরা এবং ম্যালেরিয়া মতো রোগে ভুগতো। কলেরার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়ে দিতে শুরু করলে তার তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য কলকাতার লোকেরা মা শীতলা পুজো করতে শুরু করে পাড়ায় পাড়ায়। সেই কারণে কলকাতার প্রতিটি পাড়ায় শীতলা মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। এর পরে রয়েছে হনুমান মন্দির। হনুমান পুজো হচ্ছে শক্তি পুজো। যেখানে শরীর চর্চা বেশি করে হয়ে থাকে সেখানে হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠিত। শক্তি প্রদর্শন করে লঙ্কা জয় করতে উদ্যোগী হয়েছিল হনুমান। তারপরে আছে ভূতনাথ মন্দির।

কাঁথি থানায় তদন্তে সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৭ জুন ঃ কাঁথি থানায় হানা দিলেন সিবিআই আধিকারিকরা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর খাসতালুকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উপস্থিতি নিয়ে জোর শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দুর্নীতির খোঁজে সিবিআই অফিসাররা অধিকারী গড়ে এসেছেন বলেই খবর। তারপর থেকেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর অনুগামী রামচন্দ্র পণ্ডার বিরুদ্ধে রাস্তা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। সেই মামলার তদন্ত করতে এবার কাঁথি থানায় হাজির হলেন সিবিআই কর্তারা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই রাজ্যের নানা দুর্নীতির তদন্ত করছে। সেখানে এবার কাঁথির রাস্তা নির্মাণের কাজ নিয়ে সাংসদ তহবিলের টাকা তছরুপ করার অভিযোগ উঠেছে। এই মামলার তদন্ত শুরু করছিল কাঁথি থানার পুলিশ। অভিযোগ, কাঁথি ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি রাস্তা নির্মাণ না করেই সাংসদ তহবিলের টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। আর রামচন্দ্র পণ্ডা

একজন অধিকারী পরিবার ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার। তাঁকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শেখ কুদ্দুস নামে জনৈক ব্যক্তি কাঁথি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। তাঁর অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করে কাঁথি থানার পুলিশ। পরে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। সেই সময় কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন সৌমেন্দু অধিকারী। তাঁর ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার রামচন্দ্র পণ্ডাকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। একইসঙ্গে রাস্তা তৈরির কাজ না করে টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ সামনে আসে। তখন তদন্তে নেমে পুলিশ রামচন্দ্র পণ্ডাকে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে জামিন পান রামচন্দ্র পণ্ডা। তবে তদন্ত নিয়ে একটি রিপোর্ট আদালতে পৌঁছলে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। তাই শুরু হয় তৎপরতা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে এবার সেই মামলার তদন্ত করতে কাঁথি থানাতে আসেন সিবিআইয়ের অফিসাররা। শুক্রবার দুপুরে তাঁরা এলেও শনিবারও কাঁথিতেই রয়েছেন বলে খবর। কাঁথি থানায় এসে তাঁরা টেন্ডার দুর্নীতি মামলা নিয়ে কথা বলেন। রামচন্দ্র পণ্ডা টেন্ডার মামলার তদন্তে সিবিআই আসায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছে কাঁথিতে। কাঁথি থানার কাছ থেকে মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন সিবিআই অফিসাররা। এবার সেসব খতিয়ে দেখে এগোবেন তাঁরা বলে সূত্রের খবর।

তৃণমূলের জয়

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৭ জুন ঃ পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার অন্তর্গত পাড়া ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনে ও একটি পঞ্চায়েত সমিতির আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন শাসক দল তৃণমূলের প্রার্থীরা। পাড়া পঞ্চায়েত সমিতির মোট ৩০টি আসনের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির ২নম্বর আসনে তৃণমূলের প্রার্থী শেখ হাসিবুর রহমান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। পাশাপাশি এই পাড়া ব্লকের জবড়া ঝাপড়া ১নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১৯টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের প্রার্থী রিয়াজুল মন্ডল শেখ, খুকি শেখ, আয়ু উমেন, হামিবা বিবি শেখ, শের আলি ও রোসানা বিবি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। পাশাপাশি রঘুনাথপুর ১নম্বর ব্লকের আড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬টি আসনের মধ্যে একটি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শোভা কুম্ভকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। এই জয়ে তৃণমূল অনেকটাই এগিয়ে যাবে এমনটাই দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। এবিষয়ে এলাকার তথা পাড়া বিধানসভার বিজেপির বিধায়ক নদীয়াচাঁদ বাউরি বলেছেন, মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিজেপির প্রতি ভয় ঢুকিয়ে প্রলোভন দিয়ে তৃণমূলের ঐ সব প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুরুলিয়ার পাড়া ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে। তবে এই কয়েকটা আসনে জয়ী হলেও তার কোনও প্রভাব পড়বে না বলে বিধায়ক জানান।

ব্যবসায়ীদের দান

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জুন ঃ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া দোকান ব্যবসায়ীদের ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দিলো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। মালদার গাজোলে গত ৭ জুন অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয় আটটি দোকানঘর, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। শুক্রবার রাতে মালদার গাজোল মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া ব্যবসায়ীদের নগদ ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হল। ক্ষতিগ্রস্ত ৬'জনকে ৫০০০ হাজার টাকা ও এক জনকে ২৫ হাজার টাকা মোট ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেন। গাজোল মার্চেন্ট সভাপতি বিধান রায় বলেন সকল ব্যবসায়ীদের সাথে আছি এবং পাশে থাকবো। গাজোলের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাওয়া ব্যবসায়ী শুভম কীর্তনীয়া, সুদর্শন দাস, সুশান্ত দাস এই পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রান্তিক অনুদান হাতে পেয়ে তারা অনেক উপকৃত হয়েছেন বলে জানান। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু, গাজোল মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি বিধান রায় সহ অন্যান্যরা।

নজরে অলিম্পিক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ জুন ঃ মিশন ২০৩২ অলিম্পিককে পাখির চোখ করছে ক্রীড়াদীপ্তি। আর বাকি থাকা সময়ের মধ্যে অলিম্পিকে যাতে ভারতের ভালো ফল হয় সেই লক্ষ্যে এবার ময়দানে নামলো ক্রীড়াদীপ্তি। দুঃস্থ ও মেধাবী খেলোয়াড়দেরকে মানসিক এবং পুষ্টি সহায়তায় এগিয়ে এলো ওই সংস্থা। এদের লক্ষ্য মাঝপথে কোন খেলোয়াড় যাতে খেলা থেকে দূরে সরে না যায় এবং ঘুরপথে নেশাগ্রস্থ হয়ে না পড়ে। এছাড়াও অনেক সময় পড়াশোনার চাপে ভালো খেলোয়াড়রা খেলা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সেইসব খেলোয়াড়দের অভিভাবকদেরকে সচেতন করা হবে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকা থেকে বিশেষ করে চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায় কাজ শুরু করেছে ক্রীড়াদীপ্তি। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসব কথা জানান ক্রীড়াদীপ্তির মুখ উপদেষ্টা এবং মেডিকেল কলেজের ডিন সন্দীপ সেনগুপ্ত। এছাড়াও ছিলেন চিকিৎসক সুদীপ্ত সেন, সর্বানী রায়, ক্রীড়াদীপ্তির কো-অর্ডিনেটর অমিত সরকার।

পর্যটকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ১৭ জুন ঃ দিঘা বেড়াতে এসে মর্মান্তিক পরিণতি কলকাতার এক পর্যটকের। যা ঘিরে সৈকত নগরীতে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিউ দিঘার একটি হোটেলে ঘটেছে এই মর্মান্তিক ঘটনা। ঠিক কীভাবে এই ঘটনাটি ঘটল তার তদন্ত শুরু করেছে দিঘা থানার পুলিশ। নিউ দিঘার একটি হোটেলের তিনতলার ব্যালকনিতে বসেছিলেন কলকাতার পাটুলি এলাকার বাসিন্দা অর্পণ মিত্র। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ নিউ দিঘার ওই হোটেলের ব্যালকনিতে বসার সময় অসাবধানতাবশত তিনি নীচে পড়ে যান। মুহূর্তে হুলস্থুল পড়ে যায় গোটা হোটেলে। তাঁর পরিবারের সদস্যরা এবং হোটেলের কয়েকজন কর্মী তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে তাঁকে পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অর্পণ মিত্র নামে ওই পর্যটক কলকাতার পাটুলি এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তিনি দিঘায় বেড়াতে এসেছিলেন। এদিকে, পর্যটকের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পেয়ে দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পৌঁছে যায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃতদেহটি পুলিশ রাতেই উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঠিক কী ঘটনা ঘটেছিল তা জানতে মৃতের পরিবারের সদস্য ও হোটেলের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

মৃত ঝাড়গ্রামের

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৭ জুন ঃ ওড়িশার বাহানাগা স্টেশনে করমণ্ডল ট্রেন দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরের আলামপুর এলাকার এক যুবক। সেই ঘটনার ১৫ দিন পরে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় মৃত্যু হল বছর বাইশের শুভেন্দু বেজের। উল্লেখ্য গত ২ জুন করমণ্ডল এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরায় চেপে কোম্পানিতে কাজের জন্য চেন্নাই যাচ্ছিলেন শুভেন্দু। সেই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ২৮৯ জনের। আহত হয় হাজার জনের বেশি মানুষ। সেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের জেনারেল কামরায় ছিলেন শুভেন্দু। দুর্ঘটনার পর দিন তাঁকে বালেশ্বরের একটি হাসপাতালে খুঁজে পেয়েছিলেন তার পরিবারের লোকজনেরা। তার মাথায় এবং বুকে আঘাত লাগা অবস্থায় সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বাড়িতে নিয়ে আসেন। বাড়িতে থাকা অবস্থায় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে তার তার অবস্থা আরও অবনতি হলে তাঁকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে বেশ কয়েকদিন চিকিৎসা চলার পর তার শারীরিক অবস্থা আরও অবনতি হলে তাঁকে এনআরএস ও এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অবশেষে ১৫ দিনের মাথায় শনিবার দুপুরে এসএসকেএম হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার।

পাঁচ আসনে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ জুন ঃ সামশেরগঞ্জে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচ প্রার্থী। এই পাঁচ প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনও মনোনয়ন জমা পড়েনি। তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করায় এদিন আনন্দ উল্লাসে আবির খেলায় মেতে ওঠেন তৃণমূল প্রার্থীরা। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূলের সন্ত্রাসের কারণে মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি তাঁরা। জানা গিয়েছে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন সামশেরগঞ্জের ভাসাইপাইকর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহব্বতপুর গ্রামের ১১৮ নম্বর বুথের তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা খাতুন, দোগাছীর ১৭৮ নম্বর বুথের পুঠিমারী গ্রামের আলাউদ্দিন শেখ, ১৭১ নম্বর বুথের শাহাবুদ্দিন শেখ ওরফে টুটুল, প্রতাপগঞ্জের ৯৯ নম্বর বুথের তাজকেরা বিবি এবং নিমতিতা গ্রাম ২১৮ নম্বর বুথের আলিয়ারা খাতুন। এদের বিরুদ্ধে কোনও মনোনয়ন জমা পড়েনি। ফলে ভোটের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচ প্রার্থী। এদিন জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ব্লক তৃণমূল সভাপতি সহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে আবির মেখে এবং বাজি ফাটিয়ে আনন্দে শামিল হন তৃণমূল নেতৃত্ব। সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম বলেন, আমি আগেও বলেছিলাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেসরা কেউই প্রার্থী দিতে পারবে না। সেটাই তার এলাকায় এখন প্রমাণিত হল কারণ এখন পর্যন্ত যা খবর পাঁচজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত হয়েছে। এককভাবে প্রার্থী দিতে পারেনি অন্য কোন দলই। এবার মনোনয়ন সুন্দরভাবে হয়েছে। বিরোধীরা বলতে পারবে না মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোনওরকম বাধা পেয়েছে তারা। রাজ্যে প্রায় ১৬ হাজারের বেশি আসনে জয়লাভ করেছে তৃণমূল।

বীরভূমে জয়ের উল্লাস তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৭ জুন ঃ মনোনয়নপর্ব শেষ। নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ হতেই কার্যত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেশ কয়েক জায়গায় জয়ী হতে চলেছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। এরমধ্যে বীরভূমের ১৬৭ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে বিরোধীদের মনোনয়ন জমা না পড়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই ৩২টি পঞ্চায়েত দখলের পথে শাসকদল। জানা গিয়েছে, সিউড়ি ২ ব্লকের ৬টি পঞ্চায়েতই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল দখল করতে চলেছে। মাড়গ্রাম ১ ও মাড়গ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েতে বেশিরভাগ আসনেই বিরোধী নেই। সেক্ষেত্রে বাকি আসনে ভোট হলেও শাসকদল পঞ্চায়েত বোর্ড দখল করবে। প্রার্থীই দিতে পারেনি বিরোধীরা। বীরভূমের ১৬৭ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে বিরোধীদের মনোনয়ন জমা না পড়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই ৩২টি পঞ্চায়েত দখলের পথে শাসকদল। ফের এই পঞ্চায়েতগুলির নিয়ন্ত্রণ হাতে পেতে চলেছেন ঘাসফুল প্রার্থীরা। জানা গিয়েছে, সিউড়ি ২ ব্লকের ৬টি পঞ্চায়েতই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল দখল করতে চলেছে। মাড়গ্রাম ১ ও মাড়গ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েতে বেশিরভাগ আসনেই বিরোধী নেই। সেক্ষেত্রে বাকি আসনে ভোট হলেও শাসকদল পঞ্চায়েত বোর্ড দখল করবে। পাশাপাশি নানুর ব্লকের ৮টি, লাভপুরের ৯টি, বোলপুরের ৫টি, ইলামবাজারের ২টি পঞ্চায়েত দখল নিতে চলেছে তৃণমূল। ইলামবাজারের সির্সা ও বাতিকার পঞ্চায়েত দুটিতে বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা পড়েছে। এছাড়াও নানুরের ইন্দাস ১, ইন্দাস ২ ও দাসকলগ্রামে লড়াই হবে। একইভাবে লাভপুরের হাতিয়া আর চৌহাট্টা মহদরী ২ নম্বর এলাকায় লড়াই হবে। অর্থাৎ সেখানে প্রার্থী দিতে পেরেছেন বিরোধীরা।

গ্রেফতার ২ কর্মী

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৭ জুন ঃ কাঁথি পুরসভার সারদা ফাইল লোপাট মামলায় গ্রেফতার দুই। তাঁরা আবার সম্পর্কে দুই ভাই। পাশাপাশি পুরসভার দুই স্থায়ী কর্মী। শনিবার এই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর অসঙ্গতি দেখা দেয়। তখনই তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। কাঁথি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা হলেন হরিপদ চক্রবর্তী ও ষষ্ঠী চক্রবর্তী। উভয়ের বাড়ি কাঁথি পুরসভা করকুলি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার অভিযুক্তদের কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। জানা গিয়েছে এই দুই কর্মীদের মধ্যে হরিপদ চক্রবর্তী কাঁথি পুরসভার সুপারভাইজার ও ষষ্ঠী চক্রবর্তী কাঁথি পুরসভার পিয়ন পদে নিযুক্ত। সূত্রের খবর, কয়েক মাস আগে সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন দাবি করেছিলেন, কাঁথি পুরসভা অধীনে ভবন নির্মাণের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। পুরসভা থেকে সেই নথি গায়েব হয়ে যাওয়ায় মামলা দায়ের হয়। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে কাঁথি থানার পুলিশ। এই মামলায় পুরসভার একাধিক কর্মী সহ প্রাক্তন পুর প্রশাসক সিদ্ধার্থ মাইতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর শনিবার কাঁথি থানার পুলিশের পক্ষ থেকে ১৬০ নোটিসের ভিত্তিতে এই দুই কর্মীকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালান আধিকারিকরা। কথায় মিল না পেয়ে দু'জনকে গ্রেফতার করে। কাঁথি থানার আইসি অমলেন্দু বিশ্বাস বলেন, কাঁথি পুরসভা পুরপ্রধান সুবল কুমার মান্নার সারদা নথি গায়েব মামলা অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিজেপির জয়লাভ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৭ জুন ঃ তৃণমূলের দুর্গ বলে খ্যাত গঙ্গারামপুরের একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী। জানা গিয়েছে, তৃণমূল শেষ পর্যন্ত ওই আসনে মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি। তাই ভোটের আগেই জয়ের হাসি গেরুয়া শিবিরে। বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরীর পাশের পাড়ার বুথে এই জয় পেয়েছে বিজেপি। তাই এদিন স্বরূপ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঙ্গারামপুরের ফুলবাড়ী দলীয় কার্যালয়ের সামনে আবির খেলায় মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। রাজ্যজুড়ে যেখানে তৃণমূলের দাপট চরমে, সেখানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি বুথে এভাবে বিজেপি প্রার্থীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ে উচ্ছ্বসিত গেরুয়া শিবির। স্বরূপ চৌধুরী বলেন, এখানে বামেরা কোনও আসনে প্রার্থী পায়নি। তৃণমূলও একটি আসনে প্রার্থী পায়নি। সঠিক ভোট হলে এই পঞ্চায়েতে আমরাই জিতব।

বিবাদে জড়ালেন শাশুড়ি ও জামাতা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জুন ঃ শাশুড়ি ও জামাতার বিবাদে সরগরম মালদার মানিকচকের রাজনীতি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের ২৮নং আসনের তৃণমূল কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী ছিলেন মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের জামাতা সোমদীপ সরকার। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা যায় এই আসনে প্রার্থী করা হয়েছে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি কবিতা মন্ডলকে। এরপরই নিজের শাশুড়ি সাবিত্রী মিত্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন জামাতা সোমদীপ সরকার। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার সাধারণ সম্পাদক সোমদীপ সরকার বলেন, দীর্ঘ ১০বছরের বেশী সময় ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করছেন। এক বছর আগে থেকে মানিকচক বিধানসভার জেলা পরিষদের ২৮নং আসনে অন্তর্গত চারটি অঞ্চলে বুথ কমিটি গঠন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত রয়েছেন। তিনিই জেলা পরিষদের ২৮নং আসনের মূল দাবীদার ছিলেন। কিন্তু শাশুড়ি তথা বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের সাথে তার পারিবারিক বিবাদের ফলে তাঁর নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন জামাতা সোমদীপ সরকার। তিনি স্পষ্টত বলেন ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন তিনি। জেলা পরিষদের প্রার্থী না হওয়ার ফলে বর্তমানে তাঁর অনুগামীরা যারা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রার্থী হয়েছেন। তারা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিতে চাইছেন। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক হিসাবে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন। বিষয়টি নিয়ে মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতিও মুখে কুলুপ এটেছেন শাশুড়ি ও জামাতার গৃহযুদ্ধ নিয়ে।

বাঁকুড়া জেলাতেও তৃণমূলে ভাঙন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ জুন ঃ বাঁকুড়া জেলা তৃণমূলেও ভাঙন দেখা দিয়েছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুমকি উপেক্ষা করেই গোঁজ প্রার্থীর ছড়াছড়ি, আর এই গোঁজ কাঁটার সাথে শুরু হয়েছে দল ছাড়ার হিড়িক। মালদা, মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের ক্ষয়রোগ শুরু হয়েছে সাগরদিঘি থেকে। তা চলছে ক্রমান্বয়ে। এবার সেই রোগ সংক্রামিত হয়ে আছড়ে পড়ল বাঁকুড়ায়। তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন একাধিক নেতা -কর্মী। গঙ্গাজলঘাটি ব্লক তৃণমূলের এক স্যোসাল মিডিয়ার নেতা তার অনুগামীদের নিয়ে যোগ দিলেন জাতীয় কংগ্রেসে। অপরদিকে বাঁকুড়া পৌর এলাকার ডাকাবুকো যুবনেতা তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর সুদীপ ওরফে মুন্না চক্রবর্তী আজ জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। শুধু তাই নয়, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রতীকে জেলা পরিষদে প্রার্থী হয়েছেন। এনিয়ে রাজনীতির চাপানোতর শুরু হয়েছে জেলাজুড়ে। সূত্রের খবর আরও বড় ধাক্কা নাকি অপেক্ষা করছে তৃণমূলের জন্য। একদা শহর বাঁকুড়ার দাপুটে যুবনেতা সুদীপ কংগ্রেসে চলে যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিগত পৌর নির্বাচনে সুদীপ চক্রবর্তীর জেতা ১৭নম্বর ওয়ার্ড মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় তার স্ত্রী অনন্যা চক্রবর্তী ওই ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অনন্যা দেবীও এই আসনে তৃণমূল দলের প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছেন। কিন্তু দল তাকে টিকিট না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ মুন্নার স্ত্রী নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৃণমূল প্রার্থীকেই হারিয়ে দেন। এদিকে গঙ্গাজলঘাটি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের স্যোশাল মিডিয়ার কর্মী গগন ঘটক তাঁর বেশ কিছু অনুগামী শুক্রবার মেজিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১নং গেটের নির্বাচনী কার্যালয়ে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুনীল মণ্ডল ও ব্লক সভাপতি কালীপদ মণ্ডল। তৃণমূল ছাড়ার কারণ হিসেবে গগন ঘটক বলেন দলের পচন দেখে বিবেক দংশনে ভুগছিলাম দীর্ঘদিন ধরে। তথাপিও দলের আনুগত্য মেনে স্যোসাল মিডিয়ায় সোচ্চার ছিলাম। তারপর যখন সত্যি সত্যি উপলব্ধি করলাম দলে কয়লা, বালি, পাথর, গরু চুরির সাথে মানব সম্পদ লুঠ করে রাজ্যটাকে দেউলিয়া করে দিয়েছে তৃণমূলের মাথারা, তখন আর থাকতে পারলাম না। কংগ্রেস ঘরানার ছেলে আমি। তাই কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিলাম। এবার নিজেকে কলুষ মুক্ত করে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশ মত কাজ করব। তিনি দলে যোগ দেওয়ার আগেই কংগ্রেসের হয়ে গঙ্গাজলঘাটি পঞ্চায়েত সমিতির ৩ নং আসনে স্ত্রী নিবেদিতা ঘটককে কংগ্রেসে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন করিয়েছেন। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তার তৃণমূল ছাড়াকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। গগন ঘটক ইতিমধ্যে রাজ্যের দুর্নীতি বিষয়ে স্যোসাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন। গঙ্গাজলঘাটি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি কালীপদ মণ্ডলের দাবি আগামী দিনে সকলকে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে আসতে হবে। গগন ঘটকের মতো তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী কংগ্রেস দলে আসায় দলের শক্তি বৃদ্ধি হল বলে মনে করছেন জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুনীল মণ্ডল। গগন ঘটকের কংগ্রেসে যোগদান প্রসঙ্গে তৃণমূল ব্লক সভাপতি নিমাই মাজি বলেন, উনি কখনও দলের কোনো পদে ছিলেন না। স্যোসাল মিডিয়ার দায়িত্বও দেওয়া হয়নি তাকে। উনি যদি নিজেকে তৃণমূলের স্যোসাল মিডিয়ার নেতা হিসেবে পরিচয় দিয়ে কোনো দলে যোগ দেন তাহলে সেটা সেই দলের দৈনতাকেই তুলে ধরা হয়েছে। তবে ফেসবুকে বিরোধীদের কিছু কিছু বিতর্কিত মন্তব্যের জবাব দিতে দেখেছি ওনাকে। হয়তো উনি তৃণমূলের সমর্থক ছিলেন বলেই তা করতেন বলে মন্তব্য করেন নিমাই মাজি। ওরকম কে গেল বা এল তাতে তৃণমূলের কিছু যায় আসে না। এবিষয়ে বিজেপির গঙ্গাজলঘাটি মন্ডল সভাপতি ভাস্কর লাহা বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলের টিকিট নিয়ে যারা জিতবে তারা তো বায়রন বিশ্বাস মডেলে বিশ্বাসী।

তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৭ জুন ঃ সবজি ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে চারিদিকে জিআই তার দিয়ে বেড়া দিয়েছিলেন কৃষক। আর সেই তারে পা লেগে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। অভিযোগ সবজি ক্ষেতের ওই জিআই তারে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে রেখেছিলেন কৃষক। এই ঘটনার পরেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শনিবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনী থানার মুড়াকাটি খড়গপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সুভাষ পাত্র (৫২)। বাড়ি ওই গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে গ্রামের পাশের জমিনের দিকে গিয়েছিলেন তিনি। সবজি ক্ষেতের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে সবজি ক্ষেতের তারের বেড়াতে পা লেগে যায়। অভিযোগ পা লাগার সাথে সাথেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে যান সুভাষ বাবু। সেখাই তার মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয় মানুষজনেরা দেখেন সবজি ক্ষেতের তারের বেড়াতে পা লাগা অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তার। এরপর জামবনী থানার পুলিশ খবর দেন বাসিন্দারা। খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। জানা গিয়েছে, হাতির তাণ্ডব থেকে সবজি ক্ষেতে বাঁচানোর জন্য বিদ্যুতের বেড়া দেন কৃষকেরা। যদিও পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন জামবনী থানার পুলিশ। উল্লেখ্য ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লকের কৃষকেরা জমির ফসল বাঁচানোর জন্য জমিতে বিদ্যুৎ দিয়ে ঘিরে রাখেন। আর সেই কারনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একাধিক বার জঙ্গলমহলে হাতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এমনকি জমিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। তাই ওই ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নাকি অন্য কোনো কারনে মৃত্যু হয়েছে তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর জানা যাবে। এবিষয়ে বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার ডিভিশনাল ম্যানেজার মৌমিত মাঝি বলেন, আমরা পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখবো। অন্যদিকে শুক্রবার রাতে গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের আধাঁরিয়া গ্রামের এক যুবক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম প্রবীর জানা (৩৬)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন রাতে কোনোভাবে বাড়ির দরজাতে বিদ্যুতের তার লেগে যায়। যার ফলে গোটা দরজাতেই বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে যায়। এদিন রাতে দরজা বন্ধ করতে গেলে হাত দেওয়ার সাথেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। পরে তার পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে তাকে প্রথমে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষনা করেন।

শনিবার রাতে একটি বাড়িতে আগুন লাগানোয় চাঞ্চল্য নবদ্বীপ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কালীমন্দির অঞ্চলে।

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary Hiring of Public Address System during the programme to be attended by VVIP at MSVP Building on AJC Bose Rd. (Opposite of Rabindra sadan), Kolkata on 20-06-2023" **[Job No. KIT/RW/044 of 23-24]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-034/KIT/Q of 23-24).** Bid Submission Closing : **19.06.2023 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/-Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

শেয়ালের কামড়ে জখম ১০ জন

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১৭ জুন ঃ একটি শেয়ালের কামড়ে দশজন জখম! তাদের ভর্তি করতে হল হাসপাতালে! শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার খড়ারের শ্যামসুন্দরপুর এলাকায়। দুই জনকে ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ও তিন জনকে বীরসিংহ গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি পাঁচ জনের চিকিৎসা চলছে গ্রামে। যে ভাবে একটি শেয়াল শ্যামসুন্দরপুর গ্রামজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাতে আতঙ্কিত এলাকাবাসী। রাস্তায় পথ চলতি মানুষ দেখলে তাড়া করে পায়ে হাতে কামড় বসিয়ে মাংস তুলে নিচ্ছে বলে অভিযোগ। আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে ভয় করছে। শিশুদের বাড়ির বাইরে যেতে দিচ্ছে না পরিবারের সদস্যরা। বিষয়টি বন দফতর কে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। খবর পেয়ে শ্যামসুন্দরপুর গ্রামে যান বন বিভাগের আধিকারিক অসিত বরণ মুখার্জী, বন দফতরের রেসকিউ টিমের সদস্য মলয় ঘোষ সহ বন দফতরের কর্মীরা। বন দফতরের রেসকিউ টিমের সদস্য মলয় ঘোষ বলেন, ওই শেয়ালটি বাচ্চা দিয়েছে। গ্রামে একটি পুজো হচ্ছে। শেয়ালটি আশঙ্কা করছে যে তার বাচ্চাটিকে কেউ মেরে ফেলতে পারে। তাই বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য শেয়ালটি ওই গ্রামে তাণ্ডব চালিয়ে অনেককে কামড় দিয়ে জখম করে। শেয়ালটি ধরার জন্য বন দফতরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বন বিভাগের আধিকারিক অসিত বরণ মুখার্জী বীরসিংহ গ্রামীন হাসপাতালে গিয়ে শেয়ালের কামড়ে জখম চিকিৎসাধীনদের সাথে কথা বলেন। তাদের চিকিৎসার জন্য বনদফতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানান। সেই সঙ্গে দ্রুত শেয়ালটি ধরার জন্য বন দফতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে তিনি জানান। এছাড়াও গ্রামবাসীদের তিনি সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ দেন।

পূর্ব রেলওয়ে

www.ireps.gov.in

(HWH-102/2023-24)

@EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চায়েত জিতল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জুন ঃ মালদা জেলার কালিয়াচক-১ নম্বর ব্লকের মোজমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ২০টি আসনের মধ্যে ২০টি আসনেই বিরোধীরা কোনো প্রার্থী দিতে পারেনি। শুধু তাই নয়, এখানে তিনটি পঞ্চায়েত সমিতিও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গিয়েছে শাসক দল। জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ৮ জুন পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষনা করে নির্বাচন কমিশন। ৯ জুন থেকে মনোনয়ন শুরু হয়ে ১৫ জুন শেষ হয়। এরপরের দিন ১৬ জুন থেকে স্ক্রুটনি শুরু হয়েছে। দেখা যায় মালদার কালিয়াচক ১নম্বর ব্লকের মোজমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতটি দখল নেয় শাসকদল। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ২০টি গ্রাম সংসদ। তৃণমূলের দখলে ছিল ২০টি আসন। বিরোধীশুন্য হয়ে একচ্ছত্র

মোজমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েতে একচ্ছত্র গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করছে শাসক দল। যদিও বিরোধীদর অভিযোগ সন্ত্রাস করে তৃণমূল কংগ্রেস এই আসনে কাউক মনোনয়ন করতে দেয় নি। মোজমপুর অঞ্চল সভাপতি তারিক আলী বিশ্বাস জানান, এখানে অন্য কেউ প্রার্থী দেয়নি। আমরাই তিনটিতে প্রার্থী দিয়েছি, অন্য কেউ দেয়নি। এখানে হুমকির কোন ব্যাপার নেই। এটা আজ থেকে নয়, ৩০-৩৫ বছর ধরে একই রকম হয়ে আসছে। গ্রামে উন্নয়ন হলে যা হয়। গ্রামের মানুষ যা চাইছে তাই পাচ্ছে অন্য দলের কি দরকার আছে। এখানে কাজের উপর ভিত্তি করে ভোট হয়। জেলা কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক মোত্তাকিম আলম বলেন, আমরা দেখে এসেছি কালিয়াচকের মোজমপুর একটা সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে। আর তৃণমূল পার্টি তো সন্ত্রাস ছাড়া চলতে পারে না। আমরা ওখানে অনেক চেষ্টা করেছি। ওখানে আমাদের প্রার্থীদের ভয় দেখানো হচ্ছে। বিভিন্ন ভাবে তাদের বাড়িতে গিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে। সেই কারণেই আমরা সেখানে প্রার্থী দিতে পারিনি। যদি দেখা যায় গোটা মালদা জেলায় আমরা প্রার্থী দিতে পেরেছি। দক্ষিণ মালদার জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী জানান, মালদা জেলার মোজমপুর একটা চম্বলের মতো অবস্থা। এখানে ঢুকতে ভয় পায়, সাধারণ মানুষ তো দুচ্ছাই। এখানে সমস্ত অঞ্চলে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস নমিনেশন করেছে। পঞ্চায়েত সমিতিত তৃণমূল কংগ্রেস নমিনেশন করেছে, আমাদের নমিনেশন করতে দেওয়া হয়নি। ওখানে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস করেছে, এই গ্রাম পঞ্চায়েত দখল তার প্রমাণ। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, কেউ যদি প্রার্থী না দিতে না পারে তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। আমাদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জি তো বলেছে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে না পারলে অভিযোগ করলে ব্যবস্থা করে দেবে। এরপরেও যদি প্রার্থী দিতে না পারে তাহলে আমরা কি করব। আমরা প্রার্থী দিতে কোথাও বাধা দিইনি।

বাবার হাঁসুয়ার কোপে মৃত্যু হল শিশুর

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১৭ জুন ঃ বাবার হাতে মৃত্যু হল এক শিশু পুত্রের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুরে নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তী পূর্বস্থলী থানার বেলেরহাট কমলাপুর গ্রামে। মৃত ওই শিশু পুত্রের নাম রকি রায় (৩)। পাশাপাশি এই ঘটনায় ওই শিশু পুত্রের মা আলপনা রায় চোখে মারাত্মক আঘাত নিয়ে চিকিৎসাধীন নবদ্বীপ হাসপাতালে। প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত শিশু পুত্রের বাবা দেবাশীষ রায়কে নবদ্বীপ হাসপাতাল থেকে আটক করে নিয়ে যায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, অভিযুক্ত দেবাশীষ রায়ের সম্প্রতি পিতৃবিয়োগ হয়েছে। শনিবার দুপুর আনুমানিক দুটো নাগাদ স্ত্রী আলপনা রায়কে বলে তার প্রচন্ড খিদে পেয়েছে, অথচ তুমি ছেলেকে নিয়ে শুয়ে রয়েছো। এই বলে ঘরে রাখা একটি ধারালো হাঁসুয়া নিয়ে স্ত্রী আলপনা রায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অভিযুক্ত দেবাশীষ রায়। স্ত্রীর বাম চোখে হাঁসুয়া দিয়ে আঘাত করার পাশাপাশি

তিন বছরের শিশু পুত্র রকি রায়ের গলায় কোপ বসিয়ে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শিশু রকি রায় ও আলপনা রায়। পরে সম্বিত ফিরলে প্রতিবেশী এক মহিলাকে নিয়ে অভিযুক্ত দেবাশীষ রায় গুরুতর জখম স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে ছুটে আসে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সেখানেই গুরুতর জখম আলপনা রায়কে হাসপাতালে ভর্তি করে শুরু হয় চিকিৎসা। অপরদিকে বছর তিনের শিশু রকি রায়কে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। অপরদিকে ঘটনার খবর জানতে পেরে এক আধিকারিকের নেতৃত্বে নবদ্বীপ হাসপাতালে ছুটে আসে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। পুরো বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে অভিযুক্ত দেবাশীষ রায়কে নবদ্বীপ হাসপাতাল থেকে প্রাথমিকভাবে আটক করে নিয়ে যায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য।

LEGAL NOTICE
Before the Hon'ble District Consumer Disputes Redressal commission, Hooghly case no-EA/27/2023, Notice to the opposite parties No-1. M/s. Senco Jewellery Palace Abhusan Pvt. Ltd. 2. The Director/Managing Director/ Authorised Person/owner/s of M/s. Senco Jewellery Palace Abhusan Pvt. Ltd. 3. Shampa Das, Sales Executive of M/s. Senco Jewellery Palace Abhusan Pvt. Ltd. Address at 118, Rash Behari Avenue, Kolkata-700029, to appear before the Ld. Court.
Sd/- Registrar

রসনা তৃপ্তি

রুটি, পরোটা আর ভালো লাগছে না, বানিয়ে ফেলুন আলু কুলচা

উত্তর ভারতে বা পাঞ্জাবে কুলচা জনপ্রিয়। বাঙালিদেরও কিন্তু বেশ

পছন্দের একটি খাবার এটি। নিরামিষ বা আমিষ কোনও পদের সঙ্গে কুলচা খেতে কিন্তু বেশ লাগে। আপনি চাইলে বাড়িতেও বানিয়ে ফেলতে পারেন। কি ভাবে বানাবেন দেখে নিন- রইল মশলাদার আলু কুলচার রেসিপি। আলু কুলচার **উপকরণ** - দেড় কাপ ময়দা, ৩ টি সেদ্ধ আলু, আধা চা চামচ বেকিং পাউডার, আধা চা চামচ চিনি, স্বাদমতো নুন, ২ টেবিল চামচ গলানো মাখন, পরিমাণ মতো দুধ, পরিমাণ মতো ঘি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আধা চা চামচ চাট মশলা পাউডার, ধনে পাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, আধা চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, আধা চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো, আদা গ্রেট করা। **আলু কুলচা বানানোর পদ্ধতি**- বড় বাটিতে ময়দা নিন। এর সঙ্গে বেকিং পাউডার, চিনি, নুন, মাখন আর পরিমাণমতো দুধ দিয়ে ভাল করে ঠেসে ঠেসে ময়দা মাখুন। একেবারে নরম মন্ড তৈরি করবেন। ১৫ মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দিন একপাশে। আলু সেদ্ধ করে নিন। একটি বাটিতে সেদ্ধ আলু চটকে নিন। এর সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা কুচি, চাট মশলা পাউডার, ধনে পাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, পরিমান মত নুন, লঙ্কা গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গ্রেট করা আদা দিয়ে ভাল করে মেখে নিন আলুটা। এবার ময়দার তাল থেকে বড় বড় লেচি কেটে নিন। এক একটা লেচির মধ্যে আলুর পুর ভরে দিন করে মুড়ে মুখ বন্ধ করে নিন। এবার গোল রুটির আকারে বেলে নিন। তাওয়া গরম করে এক একটা কুলচা সেঁকতে থাকুন। যতক্ষণ না হালকা খয়েরি রং ধরছে সেঁকতে থাকুন। তারপর কুলচার দুই পিঠে ঘি মাখিয়ে সেঁকে নিন ভাল ভাবে। তাওয়া থেকে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন রাইতার সঙ্গে।

আম দিয়ে বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু ফিরনি

পেটপুরে খাওয়া- দাওয়ার পর একটু মিষ্টি কিছু মুখে না দিলে কি হয়! আর তা যদি হয় ফিরনি, তাহলে তো কথাই নেই! আমের মরশুম প্রায় শেষের দিকে। তাই দেরি না করে, আম দিয়ে বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু ম্যাঙ্গো ফিরনি। কী ভাবে বানাবেন? আপনাদের জন্য রইল আম ফিরনির রেসিপি। **আম ফিরনির উপকরণ** - ৪ / ৫ টা পাকা আম, ১ লিটার দুধ, স্বাদ অনুযায়ী চিনি, হাফ কাপ গোবিন্দভোগ চাল, কাজুবাদাম, কিশমিশ, আমন্ড, পেস্তা, সামান্য এলাচ গুঁড়ো। **আম ফিরনি তৈরির পদ্ধতি** - চাল ভাল করে ধুয়ে এক ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর চালের জল ঝরিয়ে বেটে নিন। এক্ষেত্রে কিন্তু চাল বাটা একেবারে মিহি হবে না। সামান্য দানা দানা থাকবে। পাকা আম বেশ কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখুন। আমের খোসা ছাড়িয়ে সাঁস বার করে নিন। মিক্সিতে আমের সাঁস দিয়ে একেবারে মিহি করে পেস্ট করে নিন। কাজুবাদাম, আমন্ড, পেস্তা, কিশমিশ কুচিয়ে রাখুন। কড়াইয়ে দুধ জ্বাল দিতে বসান। দুধ ফুটে ফুটে কিছুটা ঘন হয়ে এলে তাতে চামচে করে ধীরে ধীরে চালের গুঁড়ো দিতে থাকুন এবং ক্রমাগত নাড়তে

থাকুন। একেবারে কিন্তু সমস্ত চালের বাটা দেবেন না। দুধ এবং চালের মিশ্রণ সমানে নাড়তে থাকুন। চাল সিদ্ধ হয়ে এলে চিনি দিয়ে দিন। নাড়তে নাড়তে দেখবেন মিশ্রণটি ঘন হতে শুরু করেছে। এবার এতে আমের সাঁস দিয়ে দিন। ফের নাড়তে থাকুন। এলাচ গুঁড়ো দিয়ে দিন। খেয়াল রাখবেন যেন পাত্রের তলায় লেগে না যায়। চেখে দেখুন চিনি ঠিক আছে কিনা। প্রয়োজনে অল্প চিনি মেশাতে পারেন। একেবারে থকথকে হয়ে এলে উপরে ড্রাই ফ্রুটস্ কুচি ছড়িয়ে মিশিয়ে নিন। আঁচ নিভিয়ে দিন। একটি পাত্রে ফিরনি নামিয়ে উপরে ফের ড্রাই ফ্রুটস্ ছড়িয়ে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে ফ্রিজে রেখে দিন কিছুক্ষণ। ফ্রিজ থেকে বের করে ঠান্ডা ঠান্ডা খান আমের ফিরনি।

রথযাত্রায় খাজা থেকে ক্ষীর বানান বাড়িতেই

বাঙালি মাত্রই ভোজনরসিক। খাবারের জন্য শুধু একটা উপলক্ষ্য চাই মাত্র। তাহলেই হেঁশেলে শুরু হয়ে যাবে তোড়জোড়। আর সামনেই যখন রথযাত্রা। এমন দিনে পুরীর বিখ্যাত খাজা পাতে থাকা মাস্ট। সেই সঙ্গে মালপোয়া বা ক্ষীর মাখনি হলে তো জমে যাবে। তবে দোকান থেকে কিনে নয়। খাজা বা মালপোয়া বানিয়ে ফেলুন বাড়িতেই। **পুরীর খাজা উপকরণ**- খাজার জন্য ৪ কাপ ময়দা, ২ চামচ ঘি, ২ চা চামচ এলাচ গুঁড়ো, ২ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো (অপশনাল), ১ চা চামচ দারচিনি গুঁড়ো (অপশনাল), রান্নার তেল, ঠান্ডা জল, সিরাপের জন্য লাগবে ২ কাপ চিনি, ১ কাপ জল। **তৈরির পদ্ধতি**- খাজা তৈরির জন্য প্রথমে ময়দার সঙ্গে ঘি ও জল মিশিয়ে ভাল করে মাখুন। মাখা হয়ে গেলে ১৫ থেকে ২০ মিনিট মিশ্রণটি রেখে দিন। এবার সেটি লেচি বানান। সেগুলি কেটে রুটির মতো বেলে নিন। এরপর প্রতিটি রুটিকে একটিকে আর একটির উপর বসান। তারপর দুটি রুটির মধ্যে ঘিয়ের প্রলেপ দিতে পারেন। রুটিগুলি জোড়া হয়ে গেলে সেটিকে আবার লেচি তৈরি করুন। এরপর সেটি সমান টুকরো করে কেটে নিন (প্রতিটি ১ ইঞ্চি)। এরপর সেগুলি তেলে দিয়ে বেশি আঁচে ভাজুন। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলি লালচে হয়, ভাজতে থাকুন। এর মধ্যে ওই ২ কাপ চিনি ও ১ কাপ জল একসঙ্গে ফুটিয়ে নিন। এটিই চিনির সিরাপ। খাজা ভাজা হয়ে গেলে এই সিরাপের মধ্যে দিয়ে দিন। এবার এটি ঠান্ডা করুন। ঠান্ডা হলে চিনির সিরাপ থেকে তুলে পরিবেশন করুন পুরীর খাজা।

মালপোয়ার উপকরণ- ২০০ গ্রাম ময়দা, ১ চা চামচ মৌরি, ১ চা চামচ এলাচ, ১ কাপ ঘি (এক্ষেত্রে তেলও ব্যবহার করতে পারেন), ২৫০ মিলিলিটার জল, ১০০ গ্রাম সুজি, ১/২ চামচ বেকিং পাউডার, ৫০০ মিলি দুধ, ২৫০ গ্রাম চিনি। **তৈরির পদ্ধতি**- এক্ষেত্রেও আপনাকে আগে চিনির সিরাপ তৈরি করতে হবে। তারপর ময়দা, সুজি, বেকিং পাউডার, এলাচ ও দুধ মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। মিশ্রণটি একেবারে কঠিন

হবে না বা একেবারে তরলও হবে না। অনেকটা ক্রিমের মতো হবে মিশ্রণটি। এরপর কড়াইয়ে ঘি বা তেল গরম করুন। গরম হয়ে গেলে অল্প অল্প করে মিশ্রণটি ছাড়তে থাকুন। লালচে করে ভেজে তুলে নিন। ঠান্ডা হলে এগুলি চিনির সিরাপে ভিজিয়ে রাখুন। বেশ কয়েক ঘন্টা পরে তুলে নিয়ে পরিবেশন করুন। **ক্ষীরের উপকরণ**- ৩ কাপ চাল, ৬ টি আমন্ড (টুকরো করা), ১/৪ কাপ চিনি, ৬ কাপ দুধ, দারুচিনি (পরিমাণ মতো)। **তৈরির পদ্ধতি**- সারারাত ভিজিয়ে রেখে আমন্ডগুলি টুকরো করে কেটে নিন। প্রেসার কুকারে দুধ দিয়ে সেটি হালকা আঁচে ফোটান। দুধ ফুটে গেলে তাতে চাল, দারুচিনি ও চিনি দিন। ভাল করে মিশ্রণটি নেড়ে নিন। এরপর প্রেসার কুকারের ঢাকনা এঁটে ১০ থেকে ১২ মিনিট হালকা আঁচে রেখে দিন। প্রথম সিটি আসার আগেই প্রেসার কুকারের ঢাকনা খুলে দিন। এরপর আঁচ বাড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ রেখে দিন যতক্ষণ পর্যন্ত না গোটা মিশ্রণটি ক্রিমের মতো হয়ে যায়। এরপর আমন্ড দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন ধাবা স্টাইল ডাল তড়কা

তড়কা উত্তর ভারতের খাবার। বাঙালীদের রান্নাঘরে কিন্তু পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নিয়েছে। রুটি, পরোটার সঙ্গে ডিম তড়কা আঙুল চেটে খায় বাঙালি। সাধারণত দোকান থেকে কিনে এনেই তড়কা খেতে অভ্যস্থ আমরা! অথচ বাড়িতেও খুব সহজেই বানিয়ে ফেলা যায় এই পদ। দেখে নিন **ডিম তড়কা তৈরির উপকরণ**- তড়কা ডাল, ২টো ডিম, পেঁয়াজ কুচি, আদা ও রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা কুচি, টমেটো কুচি, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গরম মশলা পাউডার, কসৌরি মেথি, ধনে পাতা কুচি, হলুদ গুঁড়ো, স্বাদ অনুযাযী লবণ, পরিমাণমতো তেল ও জল। ডিম তড়কা বানানোর পদ্ধতি- একটি বাটিতে তড়কা ডাল ভিজিযে রাখুন ৩-৪ ঘণ্টা। তারপর প্রেশার কুকারে পরিমাণমতো জল ও সামান্য নুন দিয়ে তড়কা ডাল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে আদা ও রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা কুচি একটু ভেজে নিন। এরপর পেঁয়াজ কুচি দিন। পেঁয়াজের রং পরিবর্তন হলে সব মশলা দিয়ে নাড়ুন। সামান্য জল দিয়ে মশলা কষান ভাল ভাবে। টমেটো কুচি দিয়ে দিন। এরপর ডিম দু'টো ফেটিয়ে ঢেলে দিন। সামান্য নুনও দেবেন। মশলার সঙ্গে মিশিয়ে ডিমটা একেবারে ভাজা ভাজা করে নিন। এরপর সেদ্ধ করে রাখা তড়কা ডাল দিয়ে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিন। সামান্য জল ঢেলে ঢাকা দিন। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা খুলে গরম মশলা গুঁড়ো এবং কসৌরি মেথি হাতে ঘষে ছড়িয়ে দিন। আবার নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিন মশলাগুলো। ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

রবিবার-এ নিয়ন্ত্রিত মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ১৭ জুন ঃ মেট্রো রেলওয়ে মেট্রো চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি বিশাল ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্নবীকরণের কাজ হাতে নিয়েছে। ০৬.০৫.২০২৩ থেকে ব্লু লাইনে যাত্রীদের অসুবিধার জন্য এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি সপ্তাহান্তে করা হয়েছিল। এখন যেহেতু এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ প্রায় শেষের দিকে তাই শুধুমাত্র রবিবারে এই কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিয়মিত ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে, আগামীকাল ১৮.০৬.২০২৩ (রবিবার) মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনগুলির মধ্যে একটি মেগা পাওয়ার ব্লক নেওয়া হবে। ফলস্বরূপ, ব্লু লাইনে সেই দিন ০৯.০০ টার পরিবর্তে ১০.০০ টায় মেট্রো পরিষেবা পুনরায় চালু হবে। প্রথম পরিষেবা-কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ১০.০০ টায় (০৯.০০ ঘন্টার পরিবর্তে) দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত ১০.০০ টায় (০৯.০০ ঘন্টার পরিবর্তে) দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত ১০.০০ টায় (০৯.০০ ঘন্টার পরিবর্তে) দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ১০.০০ টায় (০৯.০০ ঘন্টার পরিবর্তে) শেষ পরিষেবা- ২১,২৭ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (অপরিবর্তিত) ২১,২৮ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (অপরিবর্তিত) ২১.৪০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষ (অপরিবর্তিত) ২১.৪০ টায়। শ্রী কৌশিক মিত্র, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, মেট্রো রেলওয়ে কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত (অপরিবর্তিত) এই পুনঃ নির্ধারণের কারণে হতে পারে এমন অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং এই জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সময় মেট্রো কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করেছেন।

পশ্চিম উগান্ডায় স্কুলে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ২৫, আহত আরও ৮ জন

কম্পলা, ১৭ জুন ঃ পশ্চিম উগান্ডার একটি স্কুলে ইসলামিক স্টেট সন্ত্রাসীদের হামলায় কমপক্ষে ২৫ জন নিহত হয়েছে । এমপন্ডওয়ের লুবিরিহা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই হামলায় আরও আটজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবারের হামলাটি অ্যালাইড ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এডিএফ) দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো (ডিআরসি) ভিত্তিক উগান্ডার একটি গ্রুপ। পুলিশ জানায়, ডিআরসি-তে বিরুঙ্গা জাতীয় উদ্যানের দিকে পালিয়ে যাওয়া দলটিকে সেনারা তাড়া করছে। জাতীয় পুলিশের মুখপাত্র ফ্রেড এনাগা শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, এখনও পর্যন্ত স্কুল থেকে ২৫ টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং বেভেরা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।'' তিনি আরও বলেন, শুক্রবার রাতে হামলার সময় স্কুলের একটি ছাত্রাবাস পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং একটি খাবারের দোকান লুট করা হয়। উগান্ডার সীমান্ত থেকে দুই কিলোমিটারেরও কম (১.২৫ মাইল) দূরে অবস্থিত স্কুলে এই হামলা। অনেক বছর পর উগান্ডার স্কুলে এই ধরনের হামলা হল। এর আগে ১৯৯৮ সালের জুনে , ডিআরসি সীমান্তের কাছে কিচওয়াম্বা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে হামলায় ৮০ জন ছাত্রকে তাদের ছাত্রাবাসে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। অপহরণ করা হয়েছিল শতাধিক শিক্ষার্থীকে।

প্রাণ হারালেন বছর ৩৫-এর এক যুবক, বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে ২৯১

বালেশ্বর, ১৭ জুন ঃ ওড়িশার বলেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন আরও একজন। শনিবার মৃত্যু হয়েছে বছর ৩৫-এর এক যুবকের। মৃতের নাম- শোকের মনসুর। কটকের এসসিবি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল, সেখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। গত ২ জুন ওড়িশার বালেশ্বরে একটি মালবাহী রেল, ১২৮৪১ করমন্ডল এক্সপ্রেস ও ১২৮৬৪ বেঙ্গালুরু- হাওড়া এসএফ এক্সপ্রেস এই তিনটি ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই ২৯০ জনের মৃত্যু হয়েছিল, শনিবার একজনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৯১-তে পৌঁছেছে। কটকের এসসিবি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুধাংশু শেখর মিশ্র বলেছেন, চিকিৎসা চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে শোয়েব মনসুর নামে এক যুবকের।

স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারলকিং সিস্টেম দ্বারা নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ট্রেনগুলি চালানো হচ্ছে যা প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত

কলকাতা, ১৭ জুন ঃ মিডিয়ার একটি অংশ সম্প্রতি সংবাদ প্রকাশ করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে যেমন দুটি ট্রেন বিপরীত দিক থেকে একই লাইনে আসছে, ট্রেন সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পেয়েছে ইত্যাদি। আকর্ষণ, বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত। যাত্রীদের এই ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টির খবরে কান দেওয়া উচিত নয় কারণ রেলওয়ে সিস্টেম অপারেটিং নিয়মের একটি সেটে চলে এবং ইন্টারলকিং লজিক দ্বারা দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত। সাম্প্রতিক এক উদাহরণে চাঞ্চল্যকর খবর ছিল রিষড়ার কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রেনের সংঘর্ষ এড়ানোর বিষয়ে কিছু মিডিয়ার দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু ঘটনা হল, ৩৭২৬৭ আপ হাওড়া- ব্যান্ডেল লোকাল রিষড়া থেকে রওনা হওয়ার পর ১৮.৫৭ টায় এক ব্যক্তিকে ডাউন মেইন লাইন এবং রিভার্সিবল লাইনের মাঝখানে শুয়ে থাকা অবস্থায পর্যবেক্ষণ করার পর আপ দিক থেকে বিপরীতমুখী লাইনের মাধ্যমে পথে থেমে যায়। ৩৭২৬৭ আপ-র গার্ড তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ কক্ষে জানায়। আরেকটি লোকাল ট্রেন, ৩৭০৬৩ আপ ও ১৯.০৩ টায় রিভার্সিবল লাইনের মাধ্যমে রিশা থেকে আপ দিক থেকে ছেড়েছিল। সেই দিন (১৪.৬.২০২৩) এবং স্বয়ংক্রিয় সংকেত অঞ্চলে অপারেটিং নিয়ম অনুযায়ী পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রেখে ৩৭২৬৭ আপ -র পিছনে থামে। তারপরে, ৩৭২৬৭ আপ এবং ৩৭০৬৩ আপ উভয়ই সঠিক নিয়ম কাজ করে একই সাথে শ্রীরামপুরে পৌঁছেছে। যেহেতু বিপরীতমুখী লাইনটি আপ দিকনির্দেশে সেট করা হয়েছিল, ট্রেনটি বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ নীচের দিকে প্রবেশের কোনও প্রশ্নই ছিল না। অটো সিগন্যালিংয়ে যথাযথ নিয়ম অনুসারে ওই দুটি ট্রেন একের পর এক পথ আটকেছিল এবং বিপরীত দিক থেকে আসা সংঘর্ষ এড়ানোর কোনও প্রশ্নই আসেনি। পূর্ব রেলওয়ে এই সংবাদ প্রকাশের তীব্র নিন্দা জানায়, সত্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে যাত্রীদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং আশা করি সকলেই সংবাদপত্রকে এ ধরনের সংবাদ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আগামী ১৯ জুন থেকে শিলচর-নাহরলগুন চলবে যাত্রীবাহী ট্রেন

মালিগাঁও, ১৭ জুন ঃ রেল মানচিত্রে এবার সরাসরি অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অসমের বরাক উপত্যকা। উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ শিলচর থেকে অরুণাচল প্রদেশের নাহরলগুন পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা শুরু করতে চলছে। আগামী ১৯ জুন প্রথম শিলচর থেকে

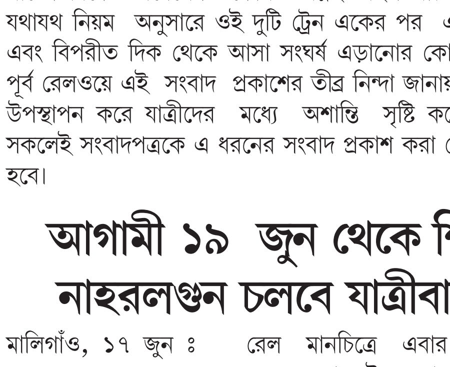

নাহরলগুন পর্যন্ত যাত্রা করবে যাত্রীবাহী ট্রেন। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল শিলচর-নাহরলগুন-শিলচরের মধ্যে ১১ ট্রিপের জন্য একটি সামার স্পেশাল ট্রেন চালু করছে। এই ট্রেনটি শিলচর-নাহরলগুন-শিলচরের মধ্যে সপ্তাহে একদিন চলাচল করবে। ০৫৬৩৮ নম্বর শিলচর থেকে নাহারলগুন পর্যন্ত ১৯ জুন থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত ১১ ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। অন্যদিকে ০৫৬৩৭ নম্বর নাহরলগুন থেকে শিলচর পর্যন্ত ২০ জুন থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত ১১ ট্রিপের জন্য চলাচল করবে সামার স্পেশাল। ১৯ জুন থেকে প্রতি সোমবার এই সামার স্পেশাল ট্রেন শিলচর থেকে ছাড়বে বেলা ১-টা ৫০ মিনিটে এবং মঙ্গলবার ট্রেনটি নাহরলগুন গিয়ে পৌঁছাবে সকাল ৮-টা ৩০ মিনিটে। অনুরূপভাবে প্রতি মঙ্গলবার নাহরলগুন থেকে ট্রেনটি শিলচরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে সকাল ১০ টায় এবং বুধবার ভোর ৪-টা ৪০ মিনিটে শিলচর এসে পৌঁছাবে। সামার স্পেশাল ট্রেনটি শিলচর থেকে ছেড়ে ১৮টি স্টেশন যথাক্রমে বদরপুর, নিউ হারাঙ্গাজাও, নিউহাফলং, মাইবাং, লামডিং, ডিফু, ডিমাপুর, সরুপাথার, ফারকাটিং, মরিয়নি, শিমলুগুড়ি, নিউ তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, নিউ শিবসাগর, ধেমাজি গোগামুখ, নর্থ লখিমপুর, হারমতি স্টেশনে দাঁড়াবে। ট্রেনটিতে দুটি জেনারেল কোচ, স্লিপার কোচ ১৩ টি, ৫- টি বাতানুকুল সহ মোট ২০ টি কোচ থাকবে।

মণিপুর জুড়ে দফায় দফায় চলল গুলি, অস্ত্র লুঠের চেষ্টা

ইম্ফল, ১৭ জুন ঃ শুক্রবার রাত থেকে মণিপুরে ফের নতুন করে অশান্তি ছড়িয়েছে রাজ্য জুড়ে। দফায় দফায় সংঘর্ষ, আগুন লাগানো ও গুলি চালানোর খবর মিলেছে। পুলিশ ও সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে মণিপুরের কাওয়াকতা ও কাঙ্গভাইয়ে গুলি চলে। শনিবার ভোর অবধি দফায় দফায় গুলি চলার খবর মেলে। একাধিক জায়গায় ভাঙচুর ও আগুন লাগিয়ে দেওয়ারও খবর মিলেছে। গত মে মাস থেকেই উত্তপ্ত মণিপুর। সংরক্ষণ নিয়ে মেতেই ও কুকি জনজাতির মধ্যে যে বিরোধ-সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, তা রীতিমতো দাঙ্গায় পরিণত হয়েছে। বিগত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে রাজ্য জুড়ে অশান্তির আবহ জারি রয়েছে। চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার রাত থেকে নতুন করে অশান্তি ছড়িয়েছে। খামানলোক জেলার আটটি গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকেই দফায় দফায় অশান্তি চলছে। বৃহস্পতিবার রাতে ইম্ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরকে রঞ্জন সিংয়ের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। জানা গিয়েছে, শুক্রবারই মধ্য রাত অবধি সেনাবাহিনী, অসম রাইফেলস, র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স ও রাজ্য পুলিশ পূর্ব ইম্ফল জেলা জুড়ে দখল দেয়। কিন্তু এরপরই অশান্তি ছড়ায়। ইম্ফলের অ্যাডভান্স হাসপাতালের কাছে অবস্থিত প্যালেস চত্বরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় এক হাজারেরও বেশি বিক্ষুব্ধ জনতা গতকাল বিকেল থেকেই ওই চত্বরে জমায়েত করেছিল। তারাই ভাঙচুর করে এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে আসে র‍্যাবফ। বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় কাঁদানে গ্যাস ও রবার বুলেট। বুলেটের আঘাতে দুইজন আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও জমায়েতের খবর মিলেছে। রাত প্রায় ১০ টা ৪০ মিনিট নাগাদ থংজুর কাছে ২০০ থেকে ৩০০ বিক্ষোভকারী জমা হয় এবং স্থানীয় বিধায়কের বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। র‍্যাফে গিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতাকে সরায়। পশ্চিম ইম্ফলের ইরিঙ্গবাম পুলিশ স্টেশনেও হামলা চালায় বিক্ষোভকারীরা। থানার অস্ত্র ভাণ্ডার লুঠ করার চেষ্টা করে ৩০০ থেকে ৪০০ জনতা। তবে সতর্কতাবশে ও অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে অস্ত্র সরিয়ে রাখায় তারা কোনও কিছু লুঠ করতে পারেনি। র‍্যাফ এসে তাদের সরায়।

অবিজেপি শাসিত রাজ্যে রাজ্যপাল বা উপ-রাজ্যপালের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের অধিকার কাড়ছে কেন্দ্র ঃ রাঘব

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন, মাঝে মধ্যেই অভিযোগ করেন রাজ্যপালের মাধ্যমে তাঁদের নেতৃত্বাধীন জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা ও অধিকার বিভিন্ন উপায়ে খর্ব করার চেষ্টা চালায় কেন্দ্র। অবিজেপি শাসিত সমস্ত রাজ্যগুলিতে একই চেষ্টা

চালানো হয়ে বলে অভিযোগ কংগ্রেস এবং সিপিএম-সহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলেরও। দিল্লিতে তো আম আদমি পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে প্রকাশ্যে এই বিষয়ে অভিযোগ করতে দেখা গেছে উপ-রাজ্যপালের বিরুদ্ধে। মানুষ বদলালেও কেন্দ্রের উদ্দেশ্য একই থেকেছে বলে এখনও দাবি তাঁর। এর মাঝেই শনিবার এই বিষয়ে বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখন একটা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে যে অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার বা তার মুখ্যমন্ত্রীর অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে রাজ্যপাল বা উপ-রাজ্যপালের মাধ্যমে। সম্প্রতি তামিলনাড়ুতে রাজ্যপাল বলেছেন বিধায়ক সেন্থিল বালাজি মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য নয়। সংবিধানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পুরো ক্ষমতা রয়েছে নিজের পছন্দমতো মন্ত্রিসভা তৈরি করার। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ট্রেন্ডটা দেশের পক্ষে খুব বিপজ্জনক। আমি মনে করি ঔপনিবেশিক হ্যাংওভার কাটিয়ে রাজ্যপাল ও উপ-রাজ্যপালের পদ বিলুপ্ত করে দেওয়া উচিত।

দক্ষিণ- পূর্ব রেলের ট্রেনের পুনঃস্থাপন

কলকাতা, ১৭ জুন ঃ খড়্গপুর ডিভিশনের খড়গপুর-ভদ্রক সেকশনের বহনগা বাজার স্টেশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কারণে আগে বাতিল করা নিম্নোক্ত ট্রেনগুলি পুনরুদ্ধার করা হবে এবং সময়সূচী অনুযায়ী চালানো হবে ১. ০৮৪১২ ভুবনেশ্বর- বালাসোর মেমু স্পেশাল, যাত্রা শুরু হচ্ছে ১৭.০৬.২০২৩। ২. ০৮৪১২ ভুবনেশ্বর- বালাসোর মেমু স্পেশাল, ১৮.০৬.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু। ৩. ০৮৪১১ বালাসোর- ভুবনেশ্বর মেমু স্পেশাল, ১৮.০৬.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু। ৪. ০৮৪১৬ পুরী-জলেশ্বর মেমু স্পেশাল, ১৮.০৬.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু। ৫. ১২৮৮৮ পুরী- শালিমার গরীব রথ এক্সপ্রেস, ১৮.০৬.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু। ৬. ১৮৪০৯ শালিমার- পুরী শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস, ১৮.০৬.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু। ৭. ১৮৪১০ পুরী-শালিমার শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস, ১৮.০৬.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু। ৮. ০৩১০১ কলকাতা পুরী স্পেশাল, ১৮.০৬.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু। এটি পূর্বে প্রদত্ত তথ্যের একটি পরিবর্তন।

৩.২ তীব্রতার ভূমিকম্প মণিপুরের উখরুল জেলায়

ইম্ফল, ১৭ জুন ঃ প্রায় ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে আজ শনিবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরেক রাজ্য মণিপুর। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টা ১৬ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে ত্রিপুরা, অসম, মণিপুর ও মিজোরামে রিখটার স্ক্যালে ৪.৮ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছিল। আজ মণিপুরের উখরুল জেলায় সংঘটিত ভূমিকম্পে এই খবর লেখা পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির জারিকৃত তথ্যে জানা গেছে, আজ শনিবার সকাল ১০.৩০.১২ মিনিটে সংঘটিত ভূমিকম্প উখরুল জেলার ৪৫ কিলোমিটার গভীরে ২৪.৮১ ডিগ্রির উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.৫০ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে হয়েছে। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি সীমান্তবর্তী মায়ানমারেও অনুভূত হয়েছে বলে জানা গেছে। গতকাল সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল বাংলাদেশের সিলেট জেলার গোপালগঞ্জে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭০ কিমি গভীরে ছিল।

বিনোদের বাড়িতে চলল বুলডোজার ভেঙে ফেলা হচ্ছে মাফিয়ার বাসভবন

গোরক্ষপুর, ১৭ জুন ঃ উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে মাফিয়া বিনোদ উপাধ্যায়ের বাড়িতে চলল বুলডোজার। শনিবার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বিনোদের বাড়ি। এই মুহূর্তে পলাতক বিনোদ, তার মাথার দাম ধার্য করা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। বিনোদের বিরুদ্ধে প্রায় ৩২ টি মামলা রয়েছে। উত্তরপ্রদেশে মাফিয়ারাজ খতম করতে বদ্ধপরিকর যোগী আদিত্যনাথ সরকার, এবার মাফিয়ারাজ খতম করতে মাফিয়া বিনোদের বাড়িয়ে চলল বুলডোজার। পুলিশ সুপার (শহর) কৃষাণ বিষ্ণোই জানিয়েছেন, বিনোদের বিরুদ্ধে ৩২টি মামলা রয়েছে, তার মধ্যে ৪টি খুনের মামলা। বিগত কিছু দিন ধরে সে পলাতক। সে কয়েকটি কোটি টাকার এই বাড়িটি তৈরি করেছিল। সম্পত্তিটি জিডিএ (গোরক্ষপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তারপরে তা ভেঙে ফেলা হচ্ছে। তাকে খোঁজা হচ্ছে। বিনোদকে গ্রেফতারের জন্য ঘোষিত পুরস্কার বাড়ানো হবে।

ছত্তিশগড়ে চাষের জমিতে হাই টেনশন তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট নাবালিকা

ছত্তিশগড়, ১৭ জুন ঃ ছত্তিশগড়ের পারপা থানা এলাকার কুরেঙ্গা গ্রামে ক্ষেতে ভুট্টা তুলতে গিয়ে পড়ে থাকা হাই টেনশন তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। আশঙ্কাজনক অবস্থায় নাবালিকাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। পারপা পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, কুরেঙ্গার বাসিন্দা মুন্না কর্মার বড় মেয়ে কৃতী কর্মা (১২ বছর) শনিবার সকালে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভুট্টা তুলতে খামারে গিয়েছিল। কৃতী কর্মা ভুট্টা তুলতে গিয়ে জল খেতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় মাঠের মাঝখানে পড়ে থাকা হাই টেনশন তারে পা জড়িয়ে যায়। তার চিৎকার শুনে মাঠে কর্মরত অন্য লোকজন ছুটে আসেন। তারের কবলে এসে ঝলসে যায় কৃতি। তার চিকিৎসার জন্য মেকোজের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় ৩৬০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

আগরতলা, ১৭ জুন ঃ নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে এক বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৬০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বাড়ির মালিককে আটক করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধার ফেন্সিডিলের বাজার মুল্য কুড়ি লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন সিপাহীজলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, গোয়েন্দা সূত্রে থানায় খবর আসে সোনামুড়া খেদাবাড়ি পঞ্চায়েতের জুলাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা জাহির হোসেনের বাড়িতে প্রচুর পরিমান নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সেই মোতাবেক শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছিল। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে ৩৬০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে পুলিশ। কিন্তু বাড়ির মালিক জাহির হোসনকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরও জানিয়েছেন, বাজেয়াপ্ত ফেন্সিডিলের বাজার মূল্য কুড়ি লক্ষাধিক টাকা হবে। পুলিশ জাহির হোসেনের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

কাপড়ের শোরুমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

রাজস্থান, ১৭ জুন ঃ রাজস্থানের খানপুরে একটি কাপড়ের শোরুমে হঠাৎই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। শনিবার সকালে প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর দমকলের চারটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এই ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। সকাল ৮টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে। খানপুর শহরের গুদরি চত্বরের পাশের প্রধান বাজারে পারস টেক্সটাইল নামে একটি শাড়ির শোরুমে হঠা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। দোকান থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বের হতেই ভিড় জমে যায.। দোকান মালিক ও পুলিশের কাছ থেকে ঘটনার খবর পেযে. পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ব্যাপারে খানপুরের সিআই হরিসিং মীনা জানান, আগুন লাগার কারণ এখনই বলা যাচ্ছে না। সাঙ্গোদ, ঝালরাপাটন, ঝালাওযার ইত্যাদি

Name Change

I, SUYONKAR MONDAL (old name) S/O JIBAN MONDAL residing Polba Kantapukur, Polba, Hooghly- 712148 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHUBHANKAR MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 17/06/2023. SUYONKAR MONDAL and SHUBHANKAR MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, NOOR MOHIN MOLLA (old name) S/O Ismail Molla residing at X-7 Akra Road, Bartala, Kolkata-700018 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) NOOR MOHIM MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 17/06/2023. NOOR MOHIN MOLLA and NOOR MOHIM MOLLA both are same and one identical person.

Name Change

I RINA DAS (OLD NAME), W/O – RANJAN KR. DAS, R/O – 2 NO. BIJOYNAGAR NATUN PALLY, PO & PS – NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS, PIN – 743165, WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME TO (SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS) RINA DAS BISWAS (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/06/2023.

৬ লেনের রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, চিন্তায় দোকানদাররা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ জুন ঃ শিবমন্দির থেকে দার্জিলিং মোড় হয়ে সেবক আর্মি ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত ৬ লেনের রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এ জন্য এলাকার বড়ো বড়ো গাছ কাটার কাজ চলছে। সেখান থেকে রাস্তার পাশের দোকানগুলো সরিয়ে নেওয়ার জন্য মাইকে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। সবাইকে জায়গা

খালি করার জন্য ৩ মাস সময় দেওয়া হয়েছে, এবং এখান থেকেই সমস্যার শুরু। রাতের ঘুম উড়েছে সড়কের দুই পাশের দোকানদারদের। এই দোকানিরা জানিয়েছেন, কেউ ৩৫ বছর, কেউ ৪০ বছর ধরে দোকান চালিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। সকলের পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচ চলে এই দোকান থেকে। এমতাবস্থায় দোকান সরাতে হলে কোথায় যাবেন তারা, কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। দোকানদার রীতা সাহা জানান, স্বামী চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি এই হোটেলটি চালিয়ে বাচ্চাদের দেখাশোনা করছেন। এখন হোটেল না থাকলে আমরা বাঁচবো কী করে? আর এক দোকানদার বিভাস পালেরও একই সমস্যা। তিনি বলেন, রাস্তা নির্মাণ করা উচিত কিন্তু সরকারেরও চিন্তা করা উচিত। তারা বাজার কমপ্লেক্স নির্মাণ করে সরকারের কাছে পুনঃর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন।

পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা, মালদায় তৃণমূল নেতাকে পিটিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে অশান্তির আবহে আরও এক খুনের ঘটনা ঘটল রাজ্যে। শনিবার মালদায় তৃণমূল নেতাকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ। তৃণমূলের অভিযোগ জেলার সুজাপুরের প্রার্থীকে পিটিয়ে খুন করেছে কংগ্রেস। যদিও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। ভোট ঘিরে এক সপ্তাহে রাজ্যে ভোটের বলি হলেন ছয় জন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ওই কর্মীকে প্রার্থী করে তৃণমূল। শনিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ মসজিদ থেকে নমাজ পড়ে বাড়ি ফিরছিলেন মুস্তাফা নামের ওই ব্যক্তি। সেই সময় বাঁশ, লাঠিসোটা, লোহার রড নিয়ে হামলা চালানো হয়। সুজাপুরের প্রাক্তন গ্রাম প্রধানও তিনি। মালদা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় তাঁকে। এই ঘটনায় সরাসরি কংগ্রেসের দিকে অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেছে বেছে টিকিট দেওয়া হয়েছে। তাতে অনেক উপদ্রবকারীরা টিকিট পাননি। তৃণমূল ছেড়ে তাই কংগ্রেসে যোগ দেন তারা। শনিবার তারাই মুস্তফাকে খুন করেছেন। যদিও এই খুনে তাদের দলের কেউ জড়িত নয় বলে দাবি কংগ্রেসের।

সেতুর দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন হরিশ্চন্দ্রপুরবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জুন ঃ মাস ফুরালেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। নমিনেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে আর এই পরিস্থিতিতে সেতুর

দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার দৌলতনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেহেরপুর এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ মেহেরপুর এলাকায় একটি বারোমাসিয়া নদী আছে। সেই এলাকা থেকে দৌলতনগর সদর হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর যেতে গেলে সেই নদীর উপর দিয়েই যেতে হয়। কিন্তু বর্তমানে ওই নদীর উপর একটি বাসের সাঁকো তৈরি করা আছে যেটা গ্রামবাসীরা নিজের উদ্যোগে তৈরি করেছেন যাওয়া আসার জন্য। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ওই সাঁকর জরাজীর্ণ দশার কারণে মেহেরপুর, জানকিনগর, বাঁশ দল ঘাট সহ বিভিন্ন গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দা দুর্ভোগে পড়েছেন। কারণ ওই এলাকার বাসিন্দাদের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম ওই বাঁশের সেতু। বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসনিক কর্তাদেরকে বারবার আবেদন নিবেদন করেও এখনো পর্যন্ত ওইখানে একটি পাকা সেতু নির্মাণ হলো না। তাদের দাবি অবিলম্বে ওই এলাকায় একটি পাকা সেতু নির্মাণ না হলে তারা ভোট বয়কট করবেন। আজ বিকেলে মেহেরপুর গ্রামের বাসিন্দারা হাতে পোস্টার প্ল্যাকার্ড নিয়ে সেতুর দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন। ঘটনা কি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ঘিরে। স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ মহসিন জানিয়েছেন আমরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছিলাম এলাকার জনপ্রতিনিধিদের কাছে যাতে ওইখানে একটি পাকা সেতু নির্মাণ করা যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজ বাস্তবে সম্পন্ন হয়নি তাই আমরা আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছি। যদিও এই প্রসঙ্গে কোনো জনপ্রতিনিধি মুখ খুলতে নারাজ। দৌলত নগর গ্রাম পঞ্চাযেতের প্রধান পিন্টু কুমার যাদব জানান ওই এলাকার গ্রামবাসীদের যোগাযোগের জন্য একটি সেতুর প্রয়োজন আছে সেটা আমরাও জানি তবে সেটা এখনই করা সম্ভব নয় ভোট মিটলে আমরা অবশ্যই এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেব। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লকের ভিডিও বিজয়গিরি এলাকার সমস্যা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

উত্তর পূর্ব রেলে দাদার-গোরক্ষপুর- দাদর স্পেশাল ট্রেনের রানিং পিরিয়ড বৃদ্ধি

গোরক্ষপুর, ১৭ জুন ঃ গ্রীষ্মে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, ০১০২৭। ০১০২৮ দাদার- গোরক্ষপুর -দাদর স্পেশাল ট্রেনের (সপ্তাহে চার দিন) রানিং পিরিয়ড বাড়ানো হয়েছে রেল প্রশাসন দ্বারা। ট্রেন ০১০২৭ দাদার-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনিবার এবং রবিবার ৫৩টি ট্রিপের জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত দাদর থেকে চলবে এবং ০১০২৮ গোরক্ষপুর- দাদর স্পেশালটি প্রতি সোম, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত গোরক্ষপুর ছো়ে যাবে। এবং শনিবার এটি ৫১ রাউন্ডের জন্য বাড়ানো হচ্ছে। এটিতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড -১৯ সম্পর্কিত সময়ে জারি করা সমস্ত নিযম অনুসরণ করতে হবে। ০১০২৭ দাদার-গোরক্ষপুর স্পেশাল (সপ্তাহে চার দিন) দাদর ছাড়বে ১৪.১৫ টায়, কল্যাণ ১৫.০২ টায নাসিক রোড ১৭.৩১ টায়, ভুসাওয়াল ২১.১০ টায়, প্রতি মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার এবং রবিবার ৩০ সেপ্টেম্বর, ২৩ হরদা পর্যন্ত দ্বিতীয় দিন থেকে ০১.০৭ টায়, ইটারসি থেকে ০২.৩৫ টায়, রানি কমলাপতি থেকে ০৪.০৫ টায, বিনা থেকে ০৬.৫০ টায়, ললিতপুর থেকে ০৮.০০ টায়, টিকামগড় থেকে ০৮.৪২ টায, খড়গাপুর থেকে ০২.৩৫ টায়, মহারাজপুর থেকে ৯.০০ টায়, খড়গাহাট ২.০ মহারাজপুর থেকে ১০.৩৭ ঘন্টা, খাজুরাহো থেকে ১২.৪০ টায়, মহোভা থেকে ১৩.৪২ টায, বান্দা থেকে ১৪.৪৭ টায়, চিত্রকূট ধাম থেকে ১৬.০৭ টায়, মানিকপুর থেকে ১৬.৫০ টায়, প্রয়াগরাজ জংশন।

টাকার বিনিময়ে পঞ্চায়েতের প্রার্থী পদে টিকিট বিলি করেছেন হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিধায়ক তাজমুল হোসেন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ জুন ঃ টাকার বিনিময়ে পঞ্চায়েতের প্রার্থী পদে টিকিট বিলি করেছেন মন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিধায়ক তাজমুল হোসেন। এমনটাই অভিযোগ করলেন শাসক দলের হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুবেদা বিবি এবং তার স্বামী ব্লকের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক। শুক্রবার রাতে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই গুরুতর অভিযোগ করলেন তাঁরা। এমনকি মন্ত্রীর ভাই সহ একাধিক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে টিকিট দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ করেছেন তাঁরা। পাশাপাশি তাঁরা জানিয়েছেন এই বছর নির্দল হিসেবেই পঞ্চায়েতে তাঁরা লড়াই করবেন। পঞ্চায়েত ভোটের আগে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তরফ থেকে এই অভিযোগ ওঠায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছে শাসক দল। যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করেছেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকা জুড়ে। সাংবাদিক বৈঠকে পঞ্চায়েত সমিতির শাসক দলের সভাপতি জুবেদা বিবি জানান, লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মন্ত্রী তাজমুল হোসেন এবং তার ভাই জেলার সাধারণ সম্পাদক জম্বু রহমান সহ তাদের অনুগামীরা অযোগ্যদের প্রার্থী করেছে। আমি বিগত পাঁচ বছরের সভাপতি থাকাকালীন এলাকায় প্রচুর উন্নয়নের কাজ হয়েছে। তা সত্ত্বেও এবার আমাদের টিকিট দেওয়া হয়নি। আমাদের অঞ্চল থেকে নির্দল

হয়ে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অন্যদিকে জুবেদার স্বামী কথা ব্লকের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক জানান, মন্ত্রী তাজমুল হোসেন তার ভাই জম্বু রহমান সহ একাধিক নেতা পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী পদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দাবি করেছেন প্রার্থীদের কাছ থেকে। ১০ থেকে ২০ লক্ষ টাকায় টিকিট বিক্রি হয়েছে। সমস্ত টাকা মন্ত্রীর পকেটে ঢুকেছে। আমরা টাকা দিতে পারিনি বলে আমাদেরকে প্রার্থী করা হয়নি। একটা সময় আমরা এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল বলেই পরিচিত ছিলাম। এখন অযোগ্যদেরকে টাকার বিনিময়ে টিকিট দিচ্ছেন মন্ত্রী ও তার অনুগামীরা। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। অথচ সভাপতির দাবী ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। আশরাফুল কে এবং তার কি পরিচয়? ওদের কথার কোন ভিত্তি নেই।

বাঁকুড়ায় ৩৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৩ সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় শাসকদলের

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১৭ জুন ঃ হাওয়ায় উড়ল সবুজ আবীর। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি নির্বাচনের পূর্বেই জয় দেখা হল বাঁকুড়াতেও। বাঁকুড়ায় ভোটের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের। বাঁকুড়ার পাত্রসায়র পঞ্চায়েত সমিতি, ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতি, কোতুলপুর পঞ্চায়েত সমিতিকে জয় শাসক দলের। বাঁকুড়ার জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতিতেও জয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের। ৪ টি ব্লকের ৩৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমার এই চার ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সব আসনের মতোই শালতোড়া ও ইন্দপুর ব্লকের ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি গ্রাম সংসদেও প্রার্থী পায়নি বিরোধীরা। ফলে শালতোড়ায় শালমা পঞ্চায়েতের বাকুলিয়া ও মাজিদ গ্রাম সংসদ এবং ইন্দপুরের ব্রাহ্মণডিহা পঞ্চায়েতের পাদুলাড়া সংসদ কার্যত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পকেটে পুরে নিল শাসকদল। এদিকে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দল প্রার্থীরা যে হারে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন, তাতে কপালে চিন্তার ভাঁজ চওড়া হয়েছে শাসক - বিরোধী দুই শিবিরেরই। এত সংখ্যক নির্দল কোন দলের, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে উভয় শিবিরই জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় বাঁকুড়া জেলায় ১৯০ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে আসন সংখ্যা ৩১২৯টি। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মনোনয়ন জমা পড়েছে মোট ৮৮৫৫ টি। যার মধ্যে নির্দল হিসাবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ৪৫২ জন। পঞ্চায়েত সমিতি স্তরেও নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা কম নয়। বাঁকুড়া জেলার ২২টি পঞ্চায়েত সমিতির ৫৬১ টি আসনের জন্য যে ১৯২০ টি মনোনয়ন জমা পড়েছে, তার মধ্যে নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা ১১৩ জন। জেলা পরিষদের ৫৬ টি আসনের জন্য যে ২৮৩ টি মনোনয়ন জমা পড়েছে, তার মধ্যে নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা ১৮। শুক্রবার বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের তরফে মনোনয়নের পরিসংখ্যান প্রকাশিত হতেই এই বিপুল সংখ্যক নির্দল প্রার্থী নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করেছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল। তবে সব থেকে বেশি মাথাব্যথা হওয়ার কথা শাসক দল তৃণমূলের। অনেকের মতে, এই নির্দল প্রার্থীদের সিংহভাগই তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ অংশ। নির্দল প্রার্থীরা শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের ময়দানে থেকে গেলে সব থেকে বেশি বেগ যে শাসক দলের প্রার্থীদেরই পেতে হবে, তা আড়ালে আবডালেও মেনে নিচ্ছেন জেলার তৃণমূল নেতারা। তবে প্রকাশ্যে কেউই সে কথা স্বীকার করছেন না।

স্কুটনিকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র দিনহাটার সাহেবগঞ্জ ... স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর গাড়ি লক্ষ্য করে ছোঁড়া হলো তীর

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৭ জুন ঃ সন্ত্রাসের কারণে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে আসে দিনহাটার বিস্তীর্ণ অংশ। ঘোষণা হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন মিটেছে প্রার্থীদের মনোনয়ন পর্ব তবে শান্ত হয়নি দিনহাটা। শনিবার দিনহাটা দু নম্বর ব্লকের সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিসে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নের স্কুটনিকে ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল। অভিযোগ বিরোধী মূলতঃ বিজেপি প্রার্থীরা যখন মনোনয়নের স্কুটনির জন্য সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিসে প্রবেশ করেন তখন দিনহাটার বিধায়ক তথা রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর নেতৃত্বে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ব্যাপক সন্ত্রাস চালায়। বিরোধীরা অভিযোগ করেন বিরোধী প্রার্থীরা ভিডিও অফিসের ভিতরে প্রবেশ করলে তাদেরকে ব্যাপক মারধর করা হয় তাদের কাগজপত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পুলিশের সামনেই এহেন ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রওনা দেন দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায়। এবার তো অবস্থায় সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিসের আগেই আটকে দেওয়া হয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কনভয় শুরু হয় পুলিশের সাথে চরম বচসা। আর ঠিক এমত অবস্থায় এলাকা জুড়ে পড়তে থাকে একের পর এক বোমা। নিশীথ প্রামাণিক অভিযোগ করেন - তার গাড়ি লক্ষ করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ঢিল বোমা এমন কি তীর ছোড়েন। সাংবাদিকদের সামনে সেই তীরের ও তিনি দেখান। তিনি অভিযোগ করে বলেন পুলিশ মদ্যপ অবস্থায় ছিল এবং পুলিশের সামনেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে আর পুলিশ নির্বাক দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু দেখছে। পরিস্থিতি এতটা ঘোরালো হয়ে ওঠে দিনহাটার এসডিপিওর সাথে রীতিমতো বচসায় জড়ান স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। তিনি আরো বলেন দিনা তার বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর নির্দেশেই পুলিশের সামনে দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। হাতে বোম বন্দুক নিয়ে তারা রীতিমতো সন্ত্রাস তৈরি করে রেখেছে সমগ্র এলাকায় আর পুলিশ শাসক দলের দলদাসে পরিণত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। পাশাপাশি কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকের মেডিকেল টেস্টর দাবি জানান তিনি। এই ঘটনাকে ঘিরে ততক্ষণের রণক্ষেত্রের চেহারা নয় সমগ্র এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত সানার নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী। এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ লাঠিচার্জ করেন। নিশীথ প্রামানিক জানিয়ে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত না বিজেপির প্রার্থীরা বিডিও অফিসের ভিতর থেকে বের হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই এলাকার থেকে যাবেন না। এরপর অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বিরোধীরা পুনরায় বিডিও অফিসের

ভিতরে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে তারা বেরিয়ে.এসে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন। আতঙ্কের ছাপ ছিল তাদের মুখে। বেশ কয়েকজন বিজেপি প্রার্থীকে মারধর করা হয় গুরুতর আহত অবস্থায় তারা বেরিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় বিএসএফের বেশ কিছু জওয়ান। পুনরায় তাদের সাথে বচসার সৃষ্টি হয় পুলিশ আধিকারিকদের। দীর্ঘক্ষণ এই ঘটনা চলার পর বিরোধী প্রার্থীরা বেরিয়ে এলে ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে যান স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। যদিও এই প্রসঙ্গে ভিন্ন সুর উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর। উদয়নবাবু বলেন - স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সবথেকে বড় সমাজ বিরোধী এর থেকে বড় সমাজ বিরোধী পশ্চিমবঙ্গে নেই। তিনি বলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী চোর- ডাকাত গাঁজা পাচারের সাথে যুক্ত। তিনি আরো বলেন নমিনেশনের দিন নিজে দাঁড়িয়ে.থেকে ১৫০ টির বেশি নমিনেশন দিতে পারেননি তার মধ্যেও অজস্র ভুল নিজের ব্যর্থতা ঢাকতেই এই ধরনের গুন্ডামি করল। আরো অভিযোগ করেন বহিরাগত গুন্ডাদের নিয়ে নিশীথ প্রামাণিক এসে তাদের প্রার্থীদের গাড়ি ভাঙচুর করেছে বোমা গুলি ছুঁড়েছে। তীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন তার গাড়িতো বুলেটপ্রুফ যেখানে গুলি যায় না সেখানে তীর ছুঁড়ে কি হবে। স্বভাবতই এই ঘটনাকে ঘিরে সমগ্র এলাকা জুড়ে তৈরি হয় আতঙ্কের পরিবেশ। ১৪৪ ধারা জারি থাকার পরেও কিভাবে এত রাজনৈতিক কর্মীরা সেখানে জড়ো হলেন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ? এর আগেও একুশের বিধানসভা নির্বাচন এবং তার পরবর্তীতে বারবার সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘর বলে পরিচিত দিনহাটাতে শাসক দলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধীরা। এখনো পঞ্চায়েত নির্বাচনের বেশ কিছুটা বাকি তার আগে যেভাবে দিনহাটার বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাস চলছে তাতে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন আরও একবার রক্তাক্ত হবে দিনহাটায় এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের। কেন পুলিশ প্রশাসনের সামনে এখানে ঘটনার সাক্ষী থাকতে হলো তা নিয়ে চর্চা সর্বত্র।

ঝড়ের দাপটে গাছ ভেঙে চাপা পড়েছে ৫ টি দোকান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ জুন ঃ ঝড়ের দাপটে ভেঙে পড়ছে গাছ, বন্ধ যান চলাচল, চাপা পড়েছে ৫টি দোকান । খড়িবাড়ির অধিকারী মোড়ের ঘটনা। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে ঝড়ের ফলে আনুমানিক ৩০ বছরের পুরোন বট গাছ ভেঙে পড়ে। গাছ ভেঙে পড়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। পাশাপাশি চাপা পড়েছে ৫ টি দোকান। ঘটনা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি ট্রাফিক ও খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। স্থানীয়রা জানান, গাছের নিচে বসে ছিলাম হঠাৎ গাছ ভাঙ্গা আওয়াজ শুনে পালিয়ে যাই। তখন দেখি আচমকাই গাছটি ভেঙ্গে পড়ে। পরে টুকরিয়াঝাড় বনদপ্তর ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাছ কাটার কাজ শুরু করে। প্রায় ৪ ঘন্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

নানুরে উদ্ধার ড্রাম ভর্তি বোমা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৭ জুন ঃ বীরভূমের নানুরে আবার এক ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। নানুর বিধানসভার থুপসরা অঞ্চলে ব্রাহ্মণ খণ্ড গ্রামের মাঠে পুকুরের পাশ থেকে এক ড্রাম বোমা উদ্ধার করে নানুর থানা পুলিশ। শুক্রবার রাতে বোমাগুলিকে উদ্ধার হয়। খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে। শনিবার বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। এদিকে বীরভূমের সিউড়ি থেকে উদ্ধার হল প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও পিস্তলের সরঞ্জাম। পাকড়াও করা হয়েছে এক অস্ত্র ব্যবসায়ীকেও। সব মিলিয়ে তিনটি সেমি অটোমেটিক পিস্তল, একটি অত্যাধুনিক পাইপগান, পাঁচটি ম্যাগাজিন এবং ৭১ রাউন্ড কার্তুজ (৬১ রাউন্ড ৭.৬৫ এমএম ক্যাটেগরির কার্তুজ ও ৯টি ৮ এমএম ক্যাটেগরির কার্তুজ) পাওয়া গিয়েছে। শুক্রবার এক বিশেষ অভিযানে বীরভূমের সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড চত্বর থেকে এই বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ও পিস্তলের সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। আব্দুল রহিম শেখ ওরফে মেহরুল শেখ নামে এক অস্ত্র ব্যবসায়ীকেও হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়েছে।

তৃণমূল ছেড়ে দুশো জন যোগ দিলেন বিজেপি-তে

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ১৭ জুন ঃ জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে ফের যোগদান পর্ব। শনিবার প্রায় দু'শো জন ব্যক্তি তৃণমূল ছেড়ে যোগ দিলেন বিজেপি-তে। ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলতা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫১৬৫ নং বুথ। সেখানে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি যোগদান সভা আয়োজন করা হয়। ওই সভায় এদিন তৃণমূলের কংগ্রেস থেকে প্রায় দুই শতাধিক মানুষ বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেয় বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। ঝড় আলতা এই বুথের পঞ্চায়েত সদস্য মাম্পি গায়েনের নেতৃত্বে ওই তৃণমূল কর্মীরা বিজেপি-তে যোগদান করেছেন বলে খবর। এ দিকে, দলবদল প্রসঙ্গে বিজেপি নেতাদের দাবি মাম্পি গায়েন কাজ করতে চাইলেও তাঁকে কাজ করতে দেননি তৃণমূল নেতারা। এখন বিজেপিতে চলে আসার ফলে তৃণমূল নেতাদের পায়ের মাটি সরে গিয়েছে। ফলে এই পঞ্চায়েতটি বিজেপিই দখল করবে।

শহরে টমটম ও অটো চালকের সংঘর্ষ, রণক্ষেত্র

আগরতলা, ১৭ জুন ঃ যাত্রী পরিষেবায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে টমটম ও অটো চালকদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। জনৈক টমটম চালকের অভিযোগ, অটো চালকরা প্রতিনিয়ত টমটম চালকদের উপর নির্যাতন করছেন। যাত্রী নিয়ে. যাওয়ার সময় অটো চালকরা তাঁদের গাড়ি থেকে যাত্রী নামিয়ে. দিচ্ছেন। তাঁদের আরও অভিযোগ, টমটম চালকদের কাছ থেকে চাবি ও নগদ টাকা নিয়ে যান একাংশ অটো চালক। যাত্রী নিয়ে গেলে অটো চালকরা টমটম চালকদের গালিগালাজ করেন। কতিপয় অটো চালকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন টমটম চালকরা, এমনটাই দাবি তাঁদের। এদিন জনৈক টমটম চালক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তাঁরা সরকারকে ট্যাক্স প্রদান করে যাচ্ছেন। প্রত্যক টমটমের বীমা রয়েছে। তবে, অটো চালকরা টমটম চালকদের যাত্রী পরিষেবায় বাধা দিচ্ছেন কেন, প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁদের দাবি, বাধাহীনভাবে যাত্রী পরিষেবার ব্যবস্থা করে দিক সরকার। দাবি পূরণ না হলে আগামী বৃহত্তর আন্দোলন সামিল হবেন বলে তাঁরা হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ ও বিশাল টিএসআর বাহিনী। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

বৃদ্ধার মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন ঃ যাত্রীবাহী ট্রেনের ধাক্কায়.এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি আলিপুরদুয়ারের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইটখোলা এলাকার। বৃদ্ধার নাম লালিয়া পাসওয়ান (৬০)। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই বৃদ্ধা ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের গোমতী এলাকায় থাকতেন। শনিবার দুপুরে কাপড় আনতে লাইন পার হওয়ার সময় বামনহাটগামী যাত্রীবাহী ট্রেনের ধাক্কায় সে মারা যায়।

তৃণমূলের প্রার্থীকে অপহরণের চেষ্টায় চাঞ্চল্য, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৭ জুন ঃ তৃণমূলের এক প্রার্থীকে রাতের অন্ধকারে হাত - পা বেঁধে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি শীতলকুচির নগর লালবাজার এলাকার। জানা গেছে তিনি ওই বুথের তৃণমূলের সভাপতি পদেও রয়েছেন। অভিযোগ গতকাল গভীর রাতে ঘরের সিঁধ কেটে নগর

লালবাজারের ২৭৮ নম্বর বুথের প্রার্থী খবির হোসেন মিযার বুকের ওপর উঠে মুখ বেঁধে গলা চেপে ধরা হয় এবং তারপর হাত- পা বেঁধে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুস্কৃতিরা। পরিবারের সদস্যরা টের পেলে তৃণমূলের ওই প্রার্থীকে ঘরে ফেলে রেখে পালিয়ে যান দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় তিনি আহত হলে প্রথমে তাকে শীতলকুচি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং বর্তমানে তিনি মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছে। এদিকে তৃণমূলের ওই প্রার্থীকে মারধরের ঘটনায় শীতলকুচি সিতাই সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূলের নেতাকর্মীরা যার নেতৃত্ব দেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তপন কুমার গুহ। এই ঘটনায় দোষীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা।

বিশ্বভারতী ধর্ষণ কাণ্ড ঃ অভিযুক্তকে আবার ১৪ দিনের জেল হেফাজত

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৭ জুন ঃ বিশ্বভারতীতে গবেষক অধ্যাপিকাকে ধর্ষণের চেষ্টায় অভিযুক্ত অধ্যাপক রাজর্ষি রায়কে ফের চোদ্দ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ আদালতের। শনিবার তাঁকে ফের আদালতে তোলা হয়। সরকারি আইনজীবী ফিরোজ কুমার পাল জানান, অভিযুক্তকে বোলপুর আদালতে তোলা হলে এসিজে এম শুভদ্বীপ রায় অভিযুক্তকে ফের চোদ্দ দিনের জেল হেফাজতের রায় দেন। অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের চেষ্টা, প্রাণ নাশের হুমকির বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করে পুলিশ। তার আগেই অধ্যাপিকার গোপন জবানবন্দী নেওয়া হয় বোলপুর আদালতে। উল্লেখ্য, কলকাতা নিবাসী রায়গঞ্জ এডুকেশন কলেজের সহ অধ্যাপিকা ২০১৬ সাল থেকে বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের এডুকেশন বিভাগের পি এইচ ডি করছিলেন। সাত বছর ধরে তাঁকে তাঁর গাইড বিশ্বভারতী বিনয় ভবনের অধ্যাপক রাজর্ষি রায় গবেষণা পত্র সংশোধনের অছিলায় বিভিন্ন ভাবে কখনও হোটেলে নিয়ে গিয়ে, কখনও বিদেশে সেমিনারে নিয়ে গিয়ে আবার কখনও ট্রেনে, স্কুটি বা প্রাইভেট গাড়ির মধ্যে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং এমনকি শারীরিক নিগ্রহও করেন। অধ্যাপক রাজর্ষি রায় গবেষিকা অর্থাৎ নিগৃহীত অধ্যাপিকাকে বিভিন্ন হুমকি সহ গবেষণায় অসহযোগিতা করতে থাকেন। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন না করায় অধ্যাপিকার গবেষণা পত্রে সই করতে অস্বীকার করেন রাজর্ষি রায়। ২২ সালের জুন মাসে বিভাগীয় প্রধান বেনুধর চিনারার কাছে এবং পরে বর্তমান বিভাগীয় প্রধান পার্থ প্রতিম সরকারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গবেষিকা। ২২ সালের ২৯ জুন ফের গবেষিকার সাথে শারীরিক ও মানসিক ভাবে নিগ্রহের চেষ্টা করেন অধ্যাপক। তখন অধ্যাপিকা বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীন অভিযোগ কমিটির কাছে লিখিত ভাবে সমস্ত গাইড রাজর্ষি রায় এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মী অধ্যাপক যারা এই কাজে তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, সেই সমস্ত ঘটনা জানিয়ে অভিযোগ করেন। কিন্তু এক বছর অতিক্রান্ত হলেও কমিটির রিপোর্ট জানতে না পারায় চলতি বছরের দশই মে তথ্য জানার অধিকারে দরখাস্ত করেন অধ্যাপিকা। পাশাপাশি, ৩১।০৫।২০২৩ তারিখে শান্তিনিকেতন থানায় অভিযুক্ত গাইড অধ্যাপক রাজর্ষি রায়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ঠিক একদিন আগে বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীন কমিটির রিপোর্ট অধ্যাপিকা হাতে পান। সেখানে কর্মক্ষেত্রে মহিলার শারীরিক নিগ্রহের ধারা এবং তা থেকে সুরক্ষা প্রদানের উপধারার আইনে অধ্যাপক রাজর্ষি রায়কে অভিযুক্ত করা হয়।

বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন তুলে নিতে চাপ দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ জুন ঃ রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন জমার দেবার কাজ শেষ হতেই মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের জন্য শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির উপর চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ উঠল শনিবার। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বর্ধমান-১ পঞ্চায়েত সমিতি দখল করতে বিজেপির তিন প্রার্থী কে বাড়ি থেকে তুলে এনে মনোনয়ন প্রত্যাহার করানোর অভিযোগ উঠলো ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত বর্ধমান থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে নিজেদের প্রার্থীদের তৃণমূল আশ্রিত দূস্কৃতিদের হাত থেকে মুক্ত করতে পেরেছে বলে দাবী জেলা বিজেপি নেতৃত্বের। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান-১ ব্লক অফিসে। ওই তিন ব্যাক্তির মধ্যে বাঘার ২ নং অঞ্চলের সিমডাল গ্রাম নিবাসী কার্তিক শী জানিয়েছেন, তারা পঞ্চায়েত সমিতির আসনে বিজেপির প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। তাদের তিন জনকে জোর করে তৃণমূলের দুস্কৃতিরা বিডিও অফিসে নিয়ে আসে মনোনয়ন প্রত্যাহার করার জন্য। পরে পুলিশ ও বিজেপি কর্মীরা তাদের উদ্ধার করে। তারা এই ঘটনায় খুবই আতঙ্কিত হয়ে আছেন। তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতিরা যাতে তাদের পরিবারের উপর হামলা চালাতে না পারে তার জন্য প্রশাসনকে আবেদন জানিয়েছেন কার্তিকবাবু। ইতিমধ্যেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেস দুটি পঞ্চায়েত সমিতিতে জয়ী হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলায়। সেইখানে আরো একটি পঞ্চায়েত সমিতির নাম যুক্ত করতে তৃণমূল নেতৃত্ব বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির তিন প্রার্থীকে অপহরণ করেছিল বলে অভিযোগ তোলেন বিজেপির সদর জেলা সভাপতি অভিজিত তা। তিনি বলেন, প্রার্থীদের তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতিরা জোরপূর্বক বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিডিও অফিসের মধ্যে মনোনয়ন প্রত্যাহারের ফর্মে সই করানোর চেষ্টা করছিল। সেই খবর পাওয়া মাত্র বিজেপির যুবমোর্চার জেলা সভাপতি পিন্টু সাম সহ অন্যান্য যুব কর্মীরা বর্ধমান-১ বিডিও অফিস তড়িঘড়ি পৌঁছায়। ঘটনার কথা পুলিশকেও জানান তিনি। পুলিশের পক্ষ থেকে এই ধরনের কিছু করতে দেওয়া হবে না বলে তাকে আশ্বাস দেওয়া হয়। এরপর পুলিন সহায়তায় ওই তিন বিজেপি প্রার্থীকে মুক্ত করে আনা হয় বলে জানিয়েছেন বিজেপির জেলা সভাপতি। যদিও বিজেপির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিত দাস। তিনি বলেন, তৃণমূল কে সন্ত্রাস করে ভোট করতে হয় না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অবাধে মনোনয়ন জমা দিতে পেরেছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সহায়তা করেছে তৃণমূল। তারপরেও বিজেপির পক্ষ থেকে মিথ্যা সন্ত্রাসের অভিযোগ করা হচ্ছে। বিজেপি নির্বাচনে এলাকায় হারবে বলেই এই ধরনের ভ্রান্ত অভিযোগ করছে। সাধারণ মানুষের ভোটেই তৃণমূল জয়ী হয়ে আসছে এবং আগামী দিনেও হবে। তবে কোথাও যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটেও থাকে তাহলে ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন, ব্যবস্থা নেবে দল বলে পাল্টা জানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র।

শিলিগুড়িতে গরু ভর্তি কনটেইনার বাজেয়াপ্ত, চালক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ জুন ঃ শিলিগুড়িতে গরু ভর্তি কনটেইনার বাজেয়াপ্ত । শনিবার ভোররাতে এনজেপি থানার পুলিশ পাচারের উদ্দেশ্যে কন্টেইনারে নিয়ে যাওয়া গবাদি পশুগুলো আটক করে। পাশাপাশি কন্টেইনার চালককেও আটক করা হয়েছে। ধৃত কন্টেইনার চালকের নাম সাকির আলম। তিনি বিহারের বাসিন্দা। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এনজেপি থানার পুলিশ ফুলবাড়ীতে অভিযান চালায়। সেই সময় নাগাল্যান্ড নম্বর সম্বলিত একটি কন্টেইনার থামিয়ে তল্লাশি করা হয়। তল্লাশিকালে পাত্র থেকে ৭৫টি গবাদি পশু উদ্ধার করা হয়। পুলিশ কন্টেনারটি আটক করে। জানা গেছে, গরুগুলো বিহার থেকে অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

প্রেমের শহর প্যারিসে ধোনির সঙ্গে জুড়ে গেলেন গিল!

প্যারিস, ১৭ জুনঃ 'ভারতীয় ক্রিকেটের প্রিন্স' এ বার প্যারিসে। বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের হারের যন্ত্রণা ভুলতে ভারতীয় ক্রিকেটাররা বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে চলে গিয়েছেন। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা যেমন পরিবারকে নিয়ে লন্ডন থেকে বিদেশের কোনও এক সুন্দর লোকেশনে ছুটি কাটাতে চলে গিয়েছেন। তেমনই এ বার প্রেমের শহর ছুটি কাটাচ্ছেন ভারতের তরুণ তুর্কি শুভমন গিল। টানা দু'মাসের আইপিএলের পরই ছিল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। তাই ভারতের কোটিপতি লিগ শেষ হতে না হতেই ইংল্যান্ডে পৌঁছে গিয়েছিলেন গিল। পাঁচ দিনের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর আপাতত মাসখানেকের ছুটি পেয়েছেন ভারতীয় দলের সদস্যরা। কারণ, জুলাইতে রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। তাই এই ছুটির দিনক'টা সব ভারতীয় ক্রিকেটার নিজেদের মতো করে কাটাচ্ছেন। প্যারিসে শুভমন বেড়াতে গিয়ে পেয়েছেন বিশেষ উপহার। আরও একটু ভালো করে বললে, প্রেমের শহর প্যারিসে ধোনির সঙ্গে জুড়ে গিয়েছেন শুভমন। কিন্তু কীভাবে? আসলে প্যারিস ট্রিপে টিম ইন্ডিয়ার তরুণ তুর্কি শুভমন গিল গিয়েছিলেন পিএসজির হোম গ্রাউন্ডে। প্রিন্সেস স্টেডিয়ামে 'আইপিএল প্রিন্স'-কে স্বাগত জানায় লিওনেল মেসির পুরনো ক্লাব। একইসঙ্গে ফরাসি ফুটবল ক্লাব শুভমন গিলকে তাঁর নাম লেখা এবং ৭ নম্বর লেখা একটি জার্সি উপহার দিয়েছে। এই ৭ নম্বর জার্সি ভারতীয় ক্রিকেটে ভীষণ জনপ্রিয়। কারণ ৭ নম্বরের জার্সি পরেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। দেশের হয়ে খেলার সময় ৭ নম্বর জার্সি পরতেন মাহি। আইপিএলেও ধোনির জার্সি নম্বর ৭। তাই বলা হচ্ছে প্রেমের শহর প্যারিসে ধোনির সঙ্গে জুড়ে গেলেন শুভমন গিল। শুভমন পিএসজির হোম গ্রাউন্ডে গিয়ে নিজের মনের ভাবও প্রকাশ করেছেন। পিএসজি তা একটি ভিডিয়োর মাধ্যমে তুলে ধরেছে। যেখানে শুভমন গিলকে বলতে শোনা যায়, ''হাই এভরিওয়ান, আমি শুভমন গিল। আমি পিএসজিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি এখন প্যারিসে।'' প্রসঙ্গত, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর্ব শেষ হওয়ার পর ভারতের পরবর্তী মিশন ক্যারিবিয়ান সফর। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে গিলের ব্যাট নজর কাড়তে পারেনি। কিন্তু ক্রিকেট মহল আশাবাদী আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের টেস্ট ও সীমিত ওভারের সিরিজে খেলার সুযোগ পাবেন গিল।

অ্যাসেজে অভিষেক হতে চলেছে, প্রস্তুত নীতীন

নয়াদিল্লি, ১৭ জুনঃ ভারতের এক মাত্র আম্পায়ার হিসেবে আইসিসি এলিট প্যানেলে রয়েছেন নীতীন মেনন। ২০২০ সালে এলিট প্যানেলে অন্তর্ভূক্ত করা তাঁকে। যদিও বেশির ভাগ ম্যাচই পরিচালনা করেছেন দেশের মাটিতে। কোভিডের জেরে নিরপেক্ষ আম্পায়ার দিয়ে ম্যাচ করানো স্থগিত রেখেছিল আইসিসি। তার কারণ, ভ্রমণ সংক্রান্ত নানা নিষেধাজ্ঞা। এখন অবশ্য সেই সমস্যা নেই। ইংল্যান্ডে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে নিরপেক্ষ আম্পায়ারই ছিলেন। শুরু হয়েছে বহু প্রতিক্ষীত অ্যাসেজ সিরিজ। সেখানেও নিরপেক্ষ আম্পায়ার। অবশেষে অ্যাসেজে অভিষেক হতে চলেছে ভারতীয় আম্পায়ার নীতীন মেননের। বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায় ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে। আম্পায়াররা প্রবল চাপের মধ্যে থাকেন। কতটা প্রস্তুত ভারতের তরুণ আম্পায়ার! ঘরোয়া ক্রিকেট, আইপিএল, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিজ্ঞ নীতীন মেনন। আরব আমিরশাহি এবং অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আম্পায়ারিং করেছেন। গত বছর ইংল্যান্ডেও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ পরিচালনা করেছেন। এলিট প্যানেলের এই আম্পায়ার ১৫ টেস্ট, ২৪টি ওডিআই এবং ২০টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি পরিচালনা করেছেন। তবে অ্যাসেজ অন্য দ্বিপাক্ষিক সিরিজের তুলনায় আলাদা। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে এক সাক্ষাৎকারে নীতীন মেনন বলেন, ''প্রথম দু-বছর মূলত উপমহাদেশে আম্পায়ারিং করেছি। দারুণ অভিজ্ঞতা। টেস্ট ম্যাচ পরিচালনা করার পাশাপাশি দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও করেছি। সেরা ও অভিজ্ঞ আম্পায়ার এবং প্লেয়ারদের ম্যাচ পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছি। চাপের মুখে কী করা উচিত, এমন অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনেক ইতিবাচক দিকই রয়েছে।'' অ্যাসেজের প্রথম ম্যাচে অবশ্য তিনি কোনও দায়িত্ব পাননি। তবে মনে করা হচ্ছে, তৃতীয় টেস্টটি পরিচালনার দায়িত্ব পেতে পারেন নীতীন। বিদেশে ম্যাচ পরিচালনা তুলনামূলক কম চাপের, এমনটাই মত নীতীনের। অ্যাসেজ অভিষেকের আগে নীতীন আরও বলছেন, ''দেশের মাটিতে ভারতের ম্যাচ থাকলে প্রচুর হাইপ থাকে। বিশ্ব ক্রিকেটের তারকারা থাকেন। ভারতীয় দল সবসময়ই চাপে রাখার চেষ্টা করে। ৫০-৫০ সিদ্ধান্ত নিজেদের পক্ষে নেওয়ার জন্য আবেদন করে। এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা, ফোকাস ঠিক রাখা খুবই প্রয়োজন।'' ভারতের তারকা ক্রিকেটারদের সামলানোর অভিজ্ঞতাই অ্যাসেজের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

রিঙ্কু সিংকে ডেকেও পেল না বাগান!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ ময়দানে আবার সাড়ম্বরে শুরু হচ্ছে পি সেন ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ছ'বছর পরে নামী টুর্নামেন্ট হবে কলকাতায়। অতীতের মতো এবারের পি সেন ট্রফিতেও অংশ নিতে দেখা যাবে ভিনরাজ্যের একাধিক তারকা ক্রিকেটারকে। পি সেন ট্রফিতে একটা সময় খেলতে এসেছিলেন কপিল দেব থেকে শচিন তেন্ডুলকার, এম এস ধোনি থেকে বিরাট কোহলিরা। এমনকী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও জাভাগল শ্রীনাথরাও খেলেছিলেন মোহনবাগানের হয়ে। সেই আবহ ফিরছে, তবে এবার আইপিএলে সাড়া জাগানো ক্রিকেটারদের নিয়ে আসছে ক্লাবগুলি। ১৮ জুন শুরু হচ্ছে ১০ দলের এই টুর্নামেন্ট। খেলা হবে নক-আউট ফর্ম্যাটে। ২৪ জুন ইডেনে খেলা হবে ফাইনাল। ২২ জুন খেলা হবে ২টি সেমিফাইনাল ম্যাচ। ইডেন ছাড়াও টুর্নামেন্টের ম্যাচ আয়োজিত হবে সল্ট লেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। এবছর পি সেন ট্রফিতে অংশ নিচ্ছে মোহনবাগান ক্লাব, এরিয়ান ক্লাব, ভবানীপুর ক্লাব, খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাব, ইস্টার্ন রেল, সিএবি সভাপতি একাদশ, তপন মেমোরিয়াল, সিএবি জেলা একাদশ, বড়িশা স্পোর্টিং ও টাউন ক্লাব। পাঞ্জাব কিংসের ঋষি ধাওয়ান ও জিতেশ শর্মা খেলবেন ভবানীপুর ক্লাবের হয়ে। সৌরাষ্ট্রের চিরাগ জানিও চুক্তি করেছেন ভবানীপুরের সঙ্গে। তারা কেকেআরের এবারের অধিনায়ক নীতীশ রাণাকে আনারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। বাংলার অভিষেক পোড়েল খেলবেন মোহনবাগানে। এছাড়াও দিল্লি ক্যাপিটালসের সতীর্থ ললিত যাদবও যোগ দিলেন সবুজ মেরুনে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে যোগ দেওয়া দীপক পুনিয়াকেও নিয়েছে মোহনবাগান। সবুজ মেরুন কর্তারা রিঙ্কু সিংকেও নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রিঙ্কু পি সেন ট্রফিতে খেলতে আসতে চাননি। কারণ তাঁকে দলীপ ট্রফিতে দলে নেওয়া হয়েছে। তিনি চান না ক্যারিবিয়ান সফরের আগে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে। রিঙ্কুকে নির্বাচকরা ভারতের ওয়ান ডে এবং টি২০ দলে রাখতে পারেন।

বিশ্বকাপ খেলবেন বাবররা? বিসিসিআইয়ের পথে পাক বোর্ড!

নয়াদিল্লি, ১৭ জুনঃ একেই বলে পাল্টি খাওয়া! আসন্ন এশিয়া কাপে পাকিস্তান হাইব্রিড মডেল গ্রিন সিগন্যাল পেতেই বিশ্বকাপ নিয়ে উল্টো সুর পাক বোর্ডের। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নাজম শেঠী শুক্রবার জানিয়েছেন, ভারতের মাটিতে বাবর আজমরা বিশ্বকাপে খেলতে যাবেন কিনা তার সিদ্ধান্ত নেবে পাক সরকার। নাজম শেঠীর কথায় পরিষ্কার যে, বিশ্বকাপ খেলতে পাকিস্তান ভারতে আসবে কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয়। পিসিবি থেকে এমন কথা কিন্তু আগে শোনা যায়নি। বরং দিনকয়েক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল, হাইব্রিড মডেলে এশিয়া কাপ হলে বিনা শর্তে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসবে পাকিস্তান। কিন্তু এখন ওয়াঘার ওপার থেকে উল্টো কথা শোনা যাচ্ছে। আসলে ভারতে হতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপের সূচি চূড়ান্ত করার আগে এই টুর্নামেন্টে খেলা প্রতিটি দেশকেই খসড়া সূচি পাঠিয়েছে আইসিসি। তার উত্তরে পিসিবি জানিয়েছে, বিশ্বকাপের সূচির ব্যাপারে সম্মতি বা অসম্মতি কোনও কিছুই তারা দিতে পারবে না। পাক সরকারের অনুমতির উপর সব নির্ভর করছে। শুরু থেকেই পাকিস্তানে গিয়ে ভারত এশিয়া কাপ খেলতে রাজি ছিল না। এমনকি ভারত ওয়াঘার ওপারে খেলতে যাবে কিনা এই সিদ্ধান্তে ভারত সরকারের হাত থাকে। তাই নাজম শেঠীর মতে, ''ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বিসিসিআই বা পিসিবি কেউই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সংশ্লিষ্ট সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ভারত আমাদের দেশে খেলতে আসতে

চাইলে যেমন ওদের দেশের সরকারের থেকে অনুমতি দরকার, তেমনই আমাদের সরকারও ঠিক করবে আমরা ভারতে খেলতে যাব কি না।'' অতীতে পাকিস্তান বিনা শর্তে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসবে বলে জানা গিয়েছিল। কিন্তু এখন তেমনটা বলছেন না পিসিবি প্রধান। তিনি বলেন, ''বিশ্বকাপে আমরা আমেদাবাদে খেলতে রাজি কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাটা আমাদের নেই। যখন সময় আসবে তখন জানা যাবে আমরা ভারতে খেলতে যাচ্ছি কিনা। তারপর আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নেবে আমরা কোথায় খেলব। বিশ্বকাপে আমাদের অংশগ্রহণ এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ শর্তের উপর নির্ভর করছে।'' আসলে আইসিসি সিইও জিওফ অ্যালার্ডিস এবং চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলে কয়েকদিন আগে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। সেই সময় জানা গিয়েছিল এশিয়া কাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেলে পাকিস্তান ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসার জন্য কোনও শর্ত রাখবে না। এখন দেখা যাচ্ছে আদতে হচ্ছে তার উল্টো। পিসিবি প্রধান নাম শেঠি বলেন, ''আমরা আইসিসিকেও বলেছি যে আমাদের সরকার যদি নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে এবং আমাদের অনুমতি দেয় তবে আমরা ভারতে খেলতে যাব। তারা যদি অনুমতি না দেয়, তা হলে আমরা ভারতে গিয়ে কীভাবে খেলব? সরকার আমাদের অনুমতি দিলেও, আমাদের ভেনু দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোথায় খেলা হবে। যদিও সেটা পরের কথা। প্রথমে সরকারকে আমাদের অনুমতিটা তো দিতে হবে। আমরা ভারতে খেলতে যেতে পারব কি না সেটা আমাদের জানাতে হবে।''

টেস্টে ৫০০-র অধিক রানে জয় পেল বাংলাদেশ

মীরপুর, ১৭ জুনঃ ২০০০ সাল অর্থাৎ ২৩ বছর আগে নিজেদের প্রথম টেস্ট খেলেছিল বাংলাদেশ। সেখানে ভারতীয় দল খেলছে ১৯৩২ সাল থেকে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ যা করে দেখাল তেমন কীর্তি এশিয়ার অন্য কোনও টিম করে দেখাতে পারেনি। টেস্ট ফরম্যাটের ইতিহাসেও জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। টেস্ট ফরম্যাটের ইতিহাসে তৃতীয় সবচেয়ে বড় জয়। মীরপুরে টেস্ট জেতার জন্য আফগানিস্তানের সামনে ৬৬২ রানের বিশাল লক্ষ্য রেখেছিলেন সাকিব আল হাসানরা। টেস্টের চতুর্থ দিন দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১১৫ রানে অলআউট হয়ে যায় আফগানরা। এশিয়ার প্রথম দল হিসেবে ৫০০-র বেশি রানে টেস্ট জেতার নজির গড়ে ফেলল টাইগাররা। বাংলাদেশের সবথেকে বড় জয় তো বটেই একবিংশ শতাব্দীতে টেস্টে এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক রানে জেতার নজির। কেরিয়ারের সেরা ৩৭ রানের

বিনিময়ে ৪টি উইকেট নিয়েছেন জোরে বোলার তাসকিন আহমেদ। বাংলাদেশের হয়ে নাজমুল হোসেন শান্ত দুই ইনিংসে দুটি শতরান হাঁকান। তাঁর ১৪৬ ও ১২৪ রানের ইনিংস বাংলাদেশের এই বিশাল জয়ের অন্যতম প্রধান কারিগর। বাজবলের ধাঁচে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যাট চালিয়েছেন শান্ত। মোমিনুল হকের পর টেস্টের দুটি ইনিংসে শতরান হাঁকানো বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যাটার শান্ত। শনিবার দিনের তৃতীয় ওভারে ইবাদত হোসেনের বলে ফেরেন নাসির জামাল। রহমত শাহ উইকেটের এক প্রান্তে টিকে ছিলেন। শরিফুল ইসলাম ফেরান অফসর জাজাইকে (৬ রান)। তাসকিনের বাউন্সারে ক্যাপ্টেন হসমতুল্লা শাহিদি (১৩) রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে ফিরে যান। শেষমেশ ১১৫ রানে গুটিয়ে যায় আফগানিস্তান। বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে তুলেছিল ৩৮২ রান। জবাবে আফগানিস্তানের স্কোরবোর্ডে ওঠে ১৪৬ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেটের বিনিময়ে ৪২৫ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে দেয় বাংলাদেশ। আফগানিস্তানের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৬৬২ রান! ২০০৫ সালে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ২২৬ রানের বড় ব্যবধানে জেতে বাংলাদেশ। এরপর ২০২৩ সালে ৫৪৬ রানে জয়। টেস্টে সর্বাধিক রানে জয়ের নিরিখে প্রথম স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ড। ১৯২৮ সালে অস্ট্রেলিয়াকে ৬৭৫ রানে হারিয়েছিল ইংরেজরা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দ্য ওভালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ৫৬২ রানে জয় হাসিল করেছিল অস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশ রইল তালিকার তৃতীয় স্থানে।

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল ভারত-পাক ম্যাচ সেমিফাইনালে উঠলেন তিতাসরা

মং কক, ১৭ জুনঃ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল আয়োজিত মহিলাদের এমার্জিং কাপে ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচ ভেস্তে গেল। শনিবার সকাল ১১টা থেকে ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে একটি বলও খেলা সম্ভব হল না। নেপালের বিরুদ্ধে ভারতের আগের ম্যাচটিও ভেস্তে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। তবে প্রথম ম্যাচে হংকংকে হারানোয় ভারত উঠে গিয়েছে সেমিফাইনালে। পাকিস্তান একটি ম্যাচ জেতায় তারাও সেমিফাইনালে উঠেছে। পাকিস্তানেরও দু'টি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। হংকংয়ের মং ককে খেলাগুলি হচ্ছে। ধারাবাহিক বৃষ্টি হচ্ছে সেখানে। শেষ তিন দিন একটিও ম্যাচ খেলা হয়নি। ছ'টি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। তার আগেও একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে খেলা হয়নি। ১৩ জুন প্রথম ম্যাচে ভারত মুখোমুখি হয়েছিল হংকংয়ের। সেই ম্যাচে হংকংকে মাত্র ৩৪ রানে অলআউট করে দেয় ভারত। এমার্জিং কাপে ভারতের দলে রয়েছেন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী বাংলার বোলার তিতাস সাধু। তিনি প্রথম ম্যাচে ২ ওভারে একটি উইকেট নেন। তবে ম্যাচের নায়ক হয়েছিলেন শ্রেয়াঙ্কা পাটিল। তিনি তিন ওভারে দুই রানে পাঁচটি উইকেট নেন। জবাবে ইউ ছেত্রীর অপরাজিত ১৬ এবং গোঙ্গাডি তৃষার অপরাজিত ১৯ রানের সৌজন্যে ৯ উইকেটে ম্যাচটি জেতে ভারত। নেপালের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে পারেনি বৃষ্টির কারণে। সেমিফাইনালের খেলাগুলি হবে সোমবার। ভারত কার বিরুদ্ধে খেলবে তা এখনও জানা যায়নি। ফাইনাল হবে ২১ জুন, বুধবার।

দুই স্প্যানিশ ফুটবলারকে সই করাল লাল হলুদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জুনঃ নতুন মরসুমের শক্তিশালী দল গড়তে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল। দুই নতুন ফুটবলারকে সই করাল লাল হলুদ। দুই স্প্যানিশ ফুটবলার হলেন জেভিয়ার সিভেরিও এবং সাউল ক্রেসপো। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে বেশ কয়েক বছর খেলছে লাল-হলুদ। যদিও তাদের পারফরম্যান্স আশানুরূপ নয়। গত বছর ইনভেস্টর সমস্যায় পড়েছিল ইস্টবেঙ্গল। বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি শক্তিশালী দল গড়েছিল। ইস্টবেঙ্গল শেষ দিকে টিম গড়ে। ফলে পছন্দ অনুযায়ী ফুটবলার নিতে ব্যর্থ তারা। এ বার অনেক আগে ভাগেই দল গঠনের কাজে নেমে পড়েছিল। বেশ কয়েকজন বিদেশি ফুটবলারকে সই করিয়ে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তালিকায় সংযোজন সিভেরিও এবং ক্রেসপো।

সিভেরিও ইস্টবেঙ্গলে নতুন হলেও ভারতীয় ফুটবলে নন। ২০২১-২২ মরসুমে ভারতীয় ফুটবলে অভিষেক হয় তাঁর। হায়দরাবাদ এফসিকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করেছিলেন সিভেরিও। ২৫ বছর বয়সি এই ফুটবলার স্পেনের লাস পামাস অ্যাকাডেমি থেকে উঠে এসেছেন। পামাসের বি দল এবং স্পেনের আর এক ক্লাব রেসিং সান্তাদার মূল ও বি দলের হয়ে খেলেছেন। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ৪৫ ম্যাচে ১২টি গোল করেছেন সিভেরিও। ইস্টবেঙ্গলে সই করে উচ্ছ্বসিত সিভেরিও বলছেন, ''শতবর্ষ প্রাচীণ ঐতিহ্যশালী এই ক্লাবে সই করতে পেরে গর্বিত। ভারতবর্ষ আমার কাছে খুবই প্রিয়। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে সফর দীর্ঘায়িত করতে পেরে ভালো লাগছে। সল্টলেক স্টেডিয়ামে লাল-হলুদ ঢেউ দেখতে মুখিয়ে রয়েছি।'' আইএসএলের প্লে-অফে জায়গা করে নেওয়া এবং ওড়িশা এফসির সুপার কাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার সাউল ক্রেসপোর। ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে বলছেন, ''ইস্টবেঙ্গল আমাকে নিতে চাইছে শুনে বিন্দুমাত্র ভাবনা চিন্তা করিনি। ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। সমর্থকরা খুবই ভালো। গত বছর কলকাতা ডার্বি দেখার সুযোগ হয়েছিল। আকর্ষণীয় লেগেছে। এই টিমে খেলতে মুখিয়ে রয়েছি। চেষ্টা করব যত বেশি ম্যাচ খেলা যায়।''

এক রাতে মদ্যপানের বিল ৫০ লক্ষ! সিটির সেলিব্রেশনের ধুম দেখে হতবাক সবাই

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭ জুনঃ সপ্তাহখানেক আগেই ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ত্রিমুকুট জিতেছে। এ বার পেপ গুয়ার্দিওলার দলের ছেলেদের সেলিব্রেশন খবরের শিরোনামে। ইস্তানবুল, ইবিজা হয়ে ম্যাঞ্চেস্টার-জয়ের আগে প্রিমিয়ার লিগে জয় নিশ্চিত করেই সিটি মেতে ওঠে উদ্দাম সেলিব্রেশনে। যা ছিল নজরকাড়া। এমনকি এক রাতে ম্যান সিটির প্লেয়ারদের মদ্যপানের বিল হয়েছিল প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা।

ম্যান সিটির ট্রেবল জয়ের সেলিব্রেশন চলছেই। ম্যান ইউয়ের পর ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় দল হিসেবে ট্রেবল জয়ের নজির গড়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। এই জয়ের সেলিব্রেশনের চক্করে ম্যান সিটির অনেকেই হুজুগে মদ্যপানও করে ফেলেন। পরে সহ্য না করতে পেরে বমিও করেন তাঁরা। ম্যান সিটির গোলকিপার এডেরসন তেমনই জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়। ট্রেবল সদ্য এই খবর জানিয়েছেন সিটির তারকা জ্যাক গ্রিলিশের বাবা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'মিমর'-এ জ্যাক গ্রিলিশের বাবা কেভিন গ্রিলিশ জানান, প্রিমিয়ার লিগে জয় নিশ্চিত করার দিন রাতেই ফুটবলাররা নিজেদের পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে টানেল ক্লাবে গিয়েছিলেন। সেখানে সকলে আকণ্ঠ মদ্যপান করেন। আর তার বিল এসেছিল ৪৭ হাজার পাউন্ড (যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা)। জ্যাকের বাবা কেভিন জানান, তিনি নিজে সেই বিল দেখেছিলেন। সিটি তারকা জ্যাক গ্রিলিশের বাবা বলেন, ''সত্যি বলতে সিটির সেলিব্রেশন ও পার্টি চমৎকার ছিল। কয়েক সপ্তাহ আগে প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পর টানেল ক্লাবে যে সেলিব্রেশনটা হল সেখানে বিল এসেছিল ৪৭ হাজার পাউন্ড। আমি সেই বিলটা নিজের চোখে দেখেছি।'' এর পরই কেভিন বলেন, ''প্রশ্ন করার আগেই আমি বলেই দিই, যে এটা জ্যাকের (গ্রিলিশ) একার বিল ছিল না। কারণ সেদিন রাতে ও আগেভাগেই বাড়ি ফিরেছিল।'' কেভিন তাঁর স্থানীয় স্নুকার ক্লাবের বন্ধুদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর ছেলে যদি ত্রিমুকুট যেতে তা হলে তিনি তাঁদের জ্যাকের পদকগুলি দেখাবেন। জ্যাকের ট্রেবল জয়ের পর তাঁর বাবা কথা রেখেছেন। জ্যাক গ্রিলিশের বাবা বলেন, ''আমি কথা দিয়ে তা রাখার মানুষ। আমি জ্যাকের পদকগুলি নিয়ে ওই স্নুকার ক্লাবে গিয়েছিলাম। এবং ওখানে থাকা সকলেই পদকগুলো নিয়ে ছবিও তুলেছিল।''

এমবাপে-জিরুর দিনে সহজ জয় ফ্রান্সের

জিব্রাল্টার, ১৭ জুনঃ ইউরো বাছাইয়ে শুক্রবার প্রতিপক্ষের মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছে দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। অলিভিয়ে জিরুদের গোলে শুরুতেই তারা এগিয়ে যাওয়ার পর জালের দেখা পান কিলিয়ান এমবাপে। শেষ দিকে জিব্রাল্টারের আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান বাড়ে আরও। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪ এর বাছাইয়ে তিন ম্যাচ খেলে তিনটিতেই জিতল ফ্রান্স। সমান ম্যাচে সবকটি হারল জিব্রাল্টার। দুই দলের মাঝে শক্তির পার্থক্য যতটা, ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়েও ব্যবধান ততটাই। র‍্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয় সেরা দল ফ্রান্স, আর জিব্রাল্টারের অবস্থান ২০১-এ। প্রতিপক্ষের ওপর শুরু থেকেই প্রবল চাপ বাড়ায় ফ্রান্স। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটে গোলও পেয়ে যায় তারা। ডান দিক থেকে কিংসলে কোমানের ক্রসে গোলমুখে হেডে বল জালে পাঠান জিরুদ। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এসি মিলান স্ট্রাইকারের গোল হলো ৫৪টি, ফ্রান্সের হয়ে সর্বোচ্চ। ২৩তম মিনিটে গোলের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও হারান এমবাপে। সতীর্থের উঁচু করে ডি-বক্সে বাড়ানো থ্রু বল নাগালে পেয়েও দরকারি টোকাটা দিতে পারেননি পিএসজি তারকা। প্রথম আধা ঘণ্টায় প্রায় ৮৫ শতাংশ সময় বল

দখলে রেখে আক্রমণের ঝড় বইয়ে দেওয়া ফরাসিরা ২৯তম মিনিটে দারুণ দুটি সুযোগ তৈরি করে। প্রথমে এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার দূর থেকে নেওয়া শট ঝাঁপিয়ে ফেরান গোলরক্ষক, তবে বল হাতে নিতে পারেননি। ওই আক্রমণেই খানিক পর থিও এরনাঁদেজের হেড ক্রসবারে বাধা পায়। প্রবল চাপের মুখে ৩৩তম মিনিটে বুদ্ধিদীপ্ত শটে দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের চমকে দিতে বসেছিলেন এল হামিদি। প্রতিপক্ষের গোলরক্ষককে অনেকটা এগিয়ে থাকতে দেখে মাঝমাঠ থেকে শট নেন জিব্রাল্টার এই মিডফিল্ডার। বল ক্রসবার পেরিয়ে ওপরের জালে পড়লে হাফ ছাড়ে সফরকারীরা। সতীর্থদের ওপর কিছুটা ক্ষোভও প্রকাশ করেন ফরাসি গোলরক্ষক। প্রথমার্ধের একপেশে লড়াইয়ে গোলের উদ্দেশ্যে ১৮টি শট নিয়ে ৭টি লক্ষ্যে রাখতে পারে ফ্রান্স। এর শেষ শটটিতে বাড়ে ব্যবধান। ৪৫তম মিনিটে জিব্রাল্টারের ডি-বক্সে তাদের ৪০ বছর বয়সী ডিফেন্ডার রয় চিপোলিনার হাতে বল লাগলে পেনাল্টি দেন রেফারি। নিখুঁত স্পট কিকে গোলটি করেন এমবাপে। দ্বিতীয়ার্ধেও একই তালে চলতে থাকে খেলা। ৫২তম মিনিটে ব্যবধান বাড়তে পারত আরও, তবে আঁতোয়ান গ্রিজমানের শট বাধা পায় ডান পোস্টে। ৭৮তম মিনিটে নিজেরাই নিজেদের জালে বল পাঠিয়ে লড়াই থেকে একরকম ছিটকে পড়ে আয়োজকরা। বাঁ দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে ডান দিকে সতীর্থের উদ্দেশ্যে পাস বাড়ান এমবাপে, মাঝপথে ঠেকাতে গিয়ে জালে পাঠিয়ে দেন আইমেন। ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ দলের 'বি' গ্রুপের শীর্ষে আছে ফ্রান্স। তলানিতে জিব্রাল্টার। আগামী সোমবার নিজেদের পরের ম্যাচে ঘরের মাঠে গ্রিসের বিপক্ষে খেলবে দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501